CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭০ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 12 August, 2024 ■ আগরতলা ১২ আগস্ট, ২০২৪ ইং ■ ২৭ শ্রাবন, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

আর জি করের ঘটনার প্রতিবাদে

আজ দেশজুড়ে হাসপাতালে নির্দিষ্ট পরিষেবা বন্ধের ডাক চিকিৎসকদের

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.)।। আর জি কর-কাণ্ডে বাংলার চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানাতে এবার এগিয়ে এলো জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠনও। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিলো ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দেশজুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সংগঠন।

সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে দেশের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এই সংগঠনটি। এদিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন। মূলত 'ইলেক্টিভ সার্ভিস' (নির্দিষ্ট কিছু পূর্ব নির্ধারিত পরিষেবা) বন্ধ রাখতে চায় এই চিকিৎসক সংগঠন। তবে জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানা গেছে।

নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.)।। প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, শ্রী নটবর সিং জির প্রয়াণে ব্যথিত। কূটনীতি এবং বিদেশনীতিতে তাঁর প্রচুর অবদান। পাশাপাশি তিনি তাঁর দুর্দান্ত লেখনীর জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুগামী-অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।

উল্লেখ্য, শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৩১ সালে রাজস্থানের ভরতপুরে জন্ম তাঁর। ১৯৮৪ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, সোমবার শেষকৃত্য হবে তাঁর।

সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে জেলাশাসক ড: বিশাল কুমার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির কারনে ভারতের সীমান্ত এলাকাগুলিতে কড়া নজরদারী রাখা হচ্ছে। রবিবার মতিনগর সীমান্ত পরিদর্শন করেছেন পশ্চিম জেলার জেলাশাসক ডঃ বিশাল কুমার। জেলাশাসক মতিনগরে কাঁটাতারের ওপারে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। পরিদর্শনকালে ওপারে থাকা ভারতীয়দের সঙ্গে কথা বলেছেন জেলাশাসক। পরিদর্শন শেষে তিনি বলেন, মোট ৭০টির মতো ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

ক্ষুদিরামের মৃত্যু বার্ষিকী উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরে

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে জেলা হাসপাতাল গুলিকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। রক্তদানের চাইতে কোন দান আর বড় হতে পারে না। রক্তের প্রয়োজন যেকোন সময় হতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকগুলিতে রক্তের চাহিদা অনুযায়ী যোগান ঠিক রাখতে হবে। মুমূর্ষু মানুষের জীবন রক্ষার জন্য স্বেচ্ছা রক্তদানে এগিয়ে আসতে হবে বিভিন্ন ক্লাব, সামাজিক সংস্থা ও সংগঠনগুলিকে। এর পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নয়নে ব্যাপক অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার।

শহীদ বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে রবিবার আগরতলার বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত স্বেচ্ছা রক্তদান শিবিরে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, রক্তের চাহিদা মেটাতে রক্তদান শিবির করা খুবই প্রয়োজন। কোভিড চলাকালীন সময়ে এবং নির্বাচনী প্রক্রিয়ার সময়ে রক্তের স্বল্পতা দেখা দেয়। রাজ্যে ১৪টি ব্লাড ব্যাংক রয়েছে। এরমধ্যে ১২টি সরকারি ও ২টি বেসরকারি ব্লাড ব্যাংক। রোগীদের অপারেশন করার সময়ে রক্তের প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত থাকলে অনেক সুবিধা হয়। সেজন্য ব্লাড ব্যাংকে রক্ত মজুত রাখা নিশ্চিত করতে হবে।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, জনসংখ্যার অনুপাতে ১ শতাংশ রক্ত মজুত থাকতে হয়। ত্রিপুরায় প্রায় ৪০ লক্ষ মানুষের জন্য ৪০ হাজার ইউনিট রক্ত মজুত থাকা দরকার। আমাদের রাজ্যে এখন রক্তের শ্রেণী বিন্যাস করা যায়। রক্তদান শিবিরের মতো সামাজিক কাজের আয়োজন করায় বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থার প্রশংসা করেন মুখ্যমন্ত্রী। পাশাপাশি এধরণের সামাজিক কাজে আরো এগিয়ে আসার আহ্বান রাখেন। ডাঃ সাহা বলেন, রক্তদান মানে জীবন দান। রক্ত ছাড়া কেউ বাঁচতে পারে না। ত্রিপুরায় স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী করার উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। রাজ্যে এখন দুটি মেডিকেল কলেজ রয়েছে। আগরতলা সরকারি মেডিকেল কলেজে আগে ১০০টি আসন ছিল। আর এখন আরো ৫০টি আসন বেড়েছে। আগরতলা সরকারি ডেন্টাল কলেজ প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে উদ্বোধন করেছেন। এই কলেজে ইতিমধ্যে প্রথম বর্ষের ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষা হয়েছে। ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সীমান্তে কড়া নজরদারির মধ্যেই রাজ্যে অনুপ্রবেশ অব্যাহত, আটক ৮ বাংলাদেশী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। *কমলাসাগর সীমান্তে বিএসএফের জালে আটক হল আরো দুই বাংলাদেশি নাগরিক। তারা সীমান্ত ডিঙিয়ে অনুপ্রবেশ করার পর বিএসএফ তাদের আটক করে। তাদেরকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। কমলাসাগর সীমান্তে বিএসএফের কড়া পাহারা সত্ত্বেও বন্ধ নেই অনুপ্রবেশ। ভোর পাঁচটায় মধুপুর গোডাউন এলাকায় বিএসএফের হাতে আটক দুই বাংলাদেশী মহিলা। পরে তাদের হরিহরদোলা ক্যাম্পে নিয়ে টানা জিজ্ঞাসাবাদের পর শনিবার সন্ধ্যায় দুজনকে মধুপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয় বিএসএফ।*

তাদের বক্তব্য অনুযায়ী ভারতীয় দু- তিনজন পাচারকারীর সহযোগিতায় কাঁটাতারের বেড়ার নিচ দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে অনুপ্রবেশ করে।তাদের হাতে ছিল আগরতলা রেলস্টেশন থেকে কলকাতা যাওয়ার টিকিট। জানা গেছে আটককৃতদের মধ্যে একজনের নাম ফারজানা আক্তার। বাড়ি বাংলাদেশের গাজীপুর জেলায় ও অন্যজনের নাম আরেফা বেগম ,বাড়ি বগুড়া জেলায়। পুলিশ এ ব্যাপারে একটি মামলা গ্রহণ করে ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে।

এদিকে, নন্দননগর সরকারপাড়া কোয়ার্টার কমপ্লেক্স থেকে ৪ বাংলাদেশিকে আটক করে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশের হাতে তুলে দিলেন। সীমান্তে কঠোর নজরদারি থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশের ঘটনা অব্যাহত রয়েছে। আগরতলা নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানা এলাকার নন্দননগর সরকারপাড়া কোয়ার্টার কমপ্লেক্সে ৪ জন বাংলাদেশী অবস্থান করছিল।

সেই খবরের ভিত্তিতে স্থানীয় লোকজনরা তাদেরকে আটক করে নিউ ক্যাপিটাল কমপ্লেক্স থানার পুলিশের হাতে তুলে দেন। তাদের কাছ থেকে ভারতীয় নকল আধার কার্ড সহ অন্যান্য কিছু কাগজপত্র পাওয়া গেছে। পুলিশ তাদের বিরুদ্ধে নির্ধারিত ধারায় মামলা গ্রহণ করে ঘটনার তদন্ত অব্যাহত রেখেছে।

অস্থির বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে আসা যুবক-যুবতী গ্রেপ্তার ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে। তারা বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শরণার্থী ক্যাম্প থেকে এসেছে বলে জানা গেছে। অস্থির বাংলাদেশ থেকে নিজেদের কেউবা বাঁচাতে কেউ ভারতে এসে রুটি রোজগারের ব্যবস্থা করতে সর্বস্ব দালালকে দিয়ে অবৈধ পথে ভারতে প্রবেশ করছে। কিন্তু ভারতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কঠোর হওয়ায় প্রবেশ করার পরও দেশের ভেতরে ধরা পড়ে যাচ্ছে পালিয়ে আসা বাংলাদেশের যুবক যুবতীরা। ধর্মনগরের আনন্দবাজারে একজন যুবক ও একজন যুবতী ধরা পড়ে গেল ধর্মনগর থানার পুলিশের হাতে। তারা জানায় ধর্মনগর থানার পুলিশকে দেখে পালানোর চেষ্টা করতে গেলে পুলিশের সন্দেহ হয় এবং তাদেরকে আটক করা হয়। ছেলেটির নাম জাফর আলম, বয়স ২৪ বছর, পিতা আব্দুল কালাম, ক্যাম্প নং এইচ ৬১ ,বালুখালী ,কক্সবাজার, চট্টগ্রাম। মেয়েটির ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জুটমিল কর্মচারীদের মহাকরণ অভিযানের ডাক ২৭শে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। হাইকোর্টের নির্দেশের পরও জুটমিল কর্মচারীদের পেনশন বেতন ভাতা মিটিয়ে না দেওয়ায় আগামী ২৭শে আগস্ট মহাকরণ অভিযানের ডাক দিল জুটমিল কর্মচারীরা। এদিন মহাকরণ অভিযানের মাধ্যমে অর্থ সচিবের নিকট এক ডেপুটেশন প্রদান করবে তারা।

জুটমিল কর্মচারীদের পেনশন ও বেতন ভাতা মিটিয়ে দেওয়া নিয়ে বর্তমান সরকার দ্বিচারিতার আশ্রয় নিচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করেছে জুটমিল কর্মচারী সংগঠন। সংগঠনের নেতৃবৃন্দ জানান, এখনো পর্যন্ত আরো ২২৭ জনকে প্রয়োজনীয় পেনশন ও ভাতা মিটিয়ে দেওয়া হয়নি।

অবিলম্বে আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী প্রত্যেককে তাদের বকেয়া মিটিয়ে দেওয়ার জন্য জোরালো দাবী জানানো হয়েছে। সংগঠনের তরফ থেকে আগামী ২৭ই আগস্ট মহাকরণে অর্থমন্ত্রী ও অর্থসচিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এসব বিষয়ে দাবি সনদ তুলে দেওয়া হবে বলে তারা রবিবার সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। ন্যায্য পাওনা মিটিয়ে দেওয়া নিয়ে কোন ধরনের রাজনৈতিক রঙ না দেখার জন্য তারা অনুরোধ জানিয়েছেন।

শিক্ষক পিটিয়ে মারার অভিযোগ উত্তপ্ত উদয়পুর

নিজস্ব প্রতিনিধি, উদয়পুর, ১১ আগস্ট।। শিক্ষক অভিজিৎ দের ঘাতক বাহিনীকে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় আনার দাবিতে সোচ্চার গোটা উদয়পুর।উল্লেখ্য গত আট আগস্ট উদয়পুর আই এস অফিসের বিপরীতে অবস্থিত তৈবান্দাল দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের ইংরেজি বিষয়ের শিক্ষক অভিজিৎ দেকে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বেধরক প্রহার করার পর স্ত্রীকে খবর দিয়ে নিয়ে গিয়ে স্ত্রীর সামনে অমানুষিক নির্যাতন ও আঘাত করে উদয়পুর পোলট্রি রোড এলাকার শংকর রাম কর্মকার, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পুরনিগম নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহার সরকারি বাসভবনে আজ আগরতলা পুরনিগমের নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এই বৈঠকে মেয়র,ডেপুটি মেয়র, মেয়র ইন কাউন্সিলের সদস্যগন সহ প্রায় প্রত্যেকটি ওয়ার্ডের নির্বাচিত কর্পোরেটররা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে উপস্থিত কর্পোরেটররা নিজ নিজ এলাকার উন্নয়নমূলক বিভিন্ন কাজের তথ্য-বিবরণ ও আগামী দিনের জন্য বিভিন্ন প্রকল্পের প্রস্তাব তুলে ধরেন। পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সংক্রান্ত বিষয়ে তারা মুখ্যমন্ত্রীর গোচরে নিয়ে আসেন। এই বৈঠকে নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তোলা,স্মার্ট সিটি মিশনের বাস্তবায়ন, নগর এলাকা সৌন্দর্যায়ন , উন্নয়নমুলক কাজকে আরো তরান্বিত করা সহ জনগনের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে আরো নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তুলতে পরামর্শ দেন ডঃ সাহা।

চিকিৎসার নামে টাকা আত্মসাতের অভিযোগ চিকিৎসকের বিরুদ্ধে

নিজস্ব প্রতিনিধি, মনু, ১১ আগস্ট।। চিকিৎসার নাম করে লুটের বাণিজ্য চালাচ্ছেন এক চিকিৎসক। ঘটনা মনু ছৈলেংটা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায়। এমনই অভিযোগ উঠেছে।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, দীর্ঘদিন ধরে চিকিৎসক প্রসন্ন দাস মনু ছৈলেংটা হাসপাতাল সংলগ্ন এলাকায় চিকিৎসার নাম করে রোগীদের কাছে থেকে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছেন এমনি এক অভিযোগ তুলেছেন কাঞ্চনপুর মহকুমাস্থিত দশদা কম্বল টিলা এলাকার স্থানীয় বাসিন্দা বিকাশ দাস নামের এক ব্যক্তি। তিনি জানিয়েছেন উনার নিজ শরীরের সুগার কন্টোল করতে চিকিৎসার জন্য চিকিৎসক প্রসন্ন দাসের শরণাপন্ন হয়ে সর্বমোট চিকিৎসকের ১৬,০০০ টাকা ভিজিট দিয়ে চিকিৎসা শুরু করেন। চিকিৎসা শুরুর ১৫ দিনের মাথায় অসুস্থ বিকাশ দাস চিকিৎসকের সঙ্গে দেখা করলে জোরপূর্বক সুগার কন্টোল হয়েছে বলে ভিডিও বানাতে চান। তখন সুগার কন্টোল হয়নি বলে বাধা দিলে অসুস্থ বিকাশ দাস কে আর কোনো চিকিৎসা করবে না বলে ফিরিয়ে দেয়। চিকিৎসক প্রসন্ন দাসের রুটিন মাফিক চিকিৎসা করতে গিয়ে বিকাশ দাসের ২২ থেকে ২৫ হাজার টাকার মত খরচ হয় বলে জানান। তিনি এও জানিয়েছেন যে টাকা গেলেও অসুবিধা নেই কিন্তু রোগ যদি কমে যেত।

এদিকে চিকিৎসক প্রসন্ন দাসের সঙ্গে টেলিফোন করলে কোনরকম সদ উত্তর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে রাখি উৎসবের প্রস্তুতি রাজ্যে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। রাখি বন্ধন উৎসব আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। ইতিমধ্যেই দোকানে দোকানে রাখি সাজিয়ে বসেছেন দোকানিরা। প্রতিবছরই রাখি বন্ধন উৎসব এর আগে ব্যাপক সংখ্যায় রাখি বিক্রি হয় বলে জানিয়েছেন ব্যবসায়ীরা। আগামী ১৯ শে আগস্ট রাখি বন্ধন উৎসব। ইতিমধ্যেই বাজারে রংবেরঙের রাখি এসে পৌঁছে গেছে। চাহিদা রয়েছে ভালো বলে জানান দোকানিরা। ডটকমের যোগেও রাখি বন্ধন উৎসবের গুরুত্ব কিন্তু মোটেই কমেনি। বরং রাখিবন্ধন উৎসবের গুরুত্ব আরো বেড়েছে।

ভাইয়ের সাথে বোন রাখি বেঁধে ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করে থাকেন। রাখি বন্ধন উৎসব এখন আর শুধুমাত্র নিজের ঘরে ভাই বোনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই। বিভিন্ন সামাজিক ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলো রাখি বন্ধন উৎসবকে সার্বজনীন রূপ দিয়েছে। গত বেশ কয়েক বছর ধরেই বিষয়টি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

আত্মকেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থায় রাখিবন্ধন উৎসবের মধ্য দিয়ে মানুষের মধ্যে মেলবন্ধনকে আরও সুদৃঢ় করার উপায় হিসেবেই এ ধরনের উদ্যোগ নিচ্ছে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলো।

জাগরণ আগরতলা ▫ বর্ষ-৭০ ▫ সংখ্যা ২৫৫ ▫ ১২ আগস্ট ২০২৪ ইং ▫ ২৭ শ্রাবণ ▫ সোমবার ▫ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

কড়া বার্তা নয়াদিল্লির

বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এবং নয়াদিল্লির মধ্যে কূটনৈতিক সৌজন্য রক্ষার বার্তা দেওয়া হইয়াছে ঠিকই, কিন্তু আড়ালে চলিয়াছে চাপা স্নায়ুর লড়াই। অন্তর্বর্তী সরকার স্পষ্টই বুঝাইয়া দিয়াছে, ভারত যদি স্থায়ীভাবে শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়ার নীতিই নেয়, তাহা হইলে ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রত্যাশিত মাত্রায় বন্ধুত্বপূর্ণ হইবে না। উল্টো দিকে নয়াদিল্লি পাল্টা বার্তায় বুঝাইয়া দিয়াছে , ভারত সরকারই নিজেদের নীতি ঠিক করিবে। এক্ষেত্রে কোনও শর্ত অথবা দর কষাকষির প্রশ্নই নাই। সেটা বোঝানোর জন্যই বাংলাদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নিরাপত্তা আরও কঠোর করা হইয়াছে। ইতিমধ্যেই দু'বার তাঁহার আবাসস্থল বদলাইয়া ফেলা হইয়াছে। শুধু তাই নয়, বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে হাসিনা যতদিন চাইবেন ততদিনই তিনি ভারতের আশ্রয়েই থাকিবেন। একমাত্র স্বয়ং হাসিনা যদি নিজে অন্য কোনও দেশে যাইতে চান এবং সেই দেশ যদি নিশ্চিত রাজনৈতিক আশ্রয় দেয় তবেই বিষয়টিতে অনুমোদন দেওয়া হইবে।

হাসিনার বিরুদ্ধে অন্তর্বর্তী রীতিমতো সরকার সুর চড়াইয়াছে। শোনা যাইতেছে জামাতপন্থীদের হুঙ্কার। এর প্রেক্ষিতেই ভারত আরও বেশি করিয়া হাসিনার সুরক্ষা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়াছে। তিন স্তরের সিকিওরিটি কভার রাখা হইয়াছে হাসিনাকে ঘিরিয়া। থাকছে এয়ারফোর্সের গরুড় বাহিনীর কমান্ডো ফোর্স। ন্যাশনাল সিকিওরিটি গার্ড এবং দিল্লি পুলিশ। এইবার মোতায়েন করা হইতেছে আধা সামরিক বাহিনীও। হাসিনা বিরোধী আন্দোলনের পিছনে একটি বড়সড় প্লট ছিল বলিয়াই নিশ্চিত প্রমাণ মিলিয়াছে। তাই নয়াদিল্লি মনে করিতেছে, হাসিনা বা তাঁহার বোন রেহানার উপর হামলা চালাইতে জঙ্গি প্রবেশ করিতেই পারে। সেকারণেই বিন্দুমাত্র ঝুঁকি নিতে চাইছে না ভারত সরকার। দিল্লির সীমান্ত এবং জম্মু-পাঞ্জাব সীমান্তে হাই অ্যালার্ট জারী করা

হইয়াছে। এয়ারফোর্সের অতিথিশালার পর সার্কিট হাউসে সরাইয়া নিয়া যাওয়া হইয়াছে তাঁহাকে। হাসিনার নিরাপত্তা বাড়াইয়া বস্তুত, বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারকেও কড়া বার্তা দিয়াছে ভারত। বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার পরোক্ষে যতই ভারতের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করিবার প্রস্তুতি নেট না কেন ভারত তাকে পাত্তা দিতে নারাজ। যেকোনো শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করিতে ভারত মানসিকভাবে প্রস্তুত রইয়াছে। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ হইতে শুরু করিয়া বর্তমান সময় পর্যন্ত ভারত সর্বদাই বাংলাদেশের পাশে রহিয়াছে। বিদেশি শক্তি ভারতকে দুর্বল করিবার জন্য বাংলাদেশকে কুক্ষিগত করিয়া ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি পরিবার নয়া নয়া কৌশল গ্রহণ করিতে শুরু করিয়াছে। এইসব বিষয় বুঝিতে ভারত সরকারের কোন অসুবিধা হয় নাই। সেই কারণেই ভারত তাহার অবস্থানে অনর থাকিয়া যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলা করিতে প্রস্তুতি নিতে শুরু করিয়াছে। ইহার ভবিষ্যৎ পরিণাম যে মোটেই ভালো হইবে না তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। ভারত সর্বদাই প্রতিবেশী যেকোনো রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতে প্রস্তুত। কিন্তু সেই রাষ্ট্র যদি ভারতের সঙ্গে বেইমানি করিতে অগ্রসর হয় তাহলে ভারতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবার পাত্র নয়। ইতিমধ্যেই ভারতের বক্তব্যের মধ্য দিয়া বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিশ্চয়ই সে সম্পর্কে বোধগম্য হইয়াছে।

সোমবার থেকে হাইলাকান্দি জেলায় "হর ঘর তেরঙ্গা"-শোভাযাত্রা, ক্যানভাস, কনসার্ট

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স) : নাগরিকদের মধ্যে দেশপ্রেমের বোধ সুদৃঢ় করতে সোমবার থেকে হাইলাকান্দি জেলায় জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে "হর ঘর তেরেঙ্গা"-র অঙ্গ হিসেবে বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে।"হর ঘর তেরেঙ্গা"-র অধীনে সোমবার থেকে শিক্ষাঙ্গনগুলিতে তেরঙ্গা শোভাযাত্রা, তেরঙ্গা ক্যানভাস-এর আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়া হাইলাকান্দি টাউন হল-এ সোমবার বিকাল চারটায় তেরঙ্গা কনসার্টের আয়োজন করা হয়েছে। তদুপরি তেরঙ্গা মেলারও আয়োজন করেছে জেলা প্রশাসন।এদিকে সোমবার জেলার সরকারি কার্যালয় এবং শিক্ষাঙ্গনগুলিতে নেশামুক্ত ভারত অভিযানের অঙ্গ হিসেবে শপথ নেওয়া হবে। জেলা প্রশাসন থেকে প্রচারিত এক আবেদনে এই সব কর্মসূচি সফল করে তুলতে সবাইকে শামিল হওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দুদের আশ্রয়ের জন্য সীমান্তে শিবির স্থাপনের দাবি হারাণ দের

শিলচর (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে অত্যাচারিত হিন্দুদের শরণার্থী হিসেবে ঘোষণা করে ১৯৭১ সালের মতো সীমান্তে শিবির স্থাপন করে তাঁদের আশ্রয় দেওয়া উচিত বলে দাবি করেছে সামাজিক সংগঠন ড় শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি মেমোরিয়াল স্বার্থ সুরক্ষা পরিষদ।

পরিষদের সভাপতি বিশিষ্ট সাংবাদিক হারাণ দে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকরের কাছে এক ই-মেইল পাঠিয়ে এই দাবি জনিয়েছেন। হারাণ দে জানান, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এস জয়শংকর কেবল সংসদে বাংলাদেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের জন্য সরকারের উদ্বেগের কথা প্রকাশ করলেই হবে না। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যেহেতু হস্তক্ষেপ করা সম্ভব নয়, তাই ভারতের উচিত সে দেশের হিন্দুদের ওপর অত্যাচারের বিষয়টি নিয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টির পাশাপাশি রাষ্ট্রপুঞ্জের হস্তক্ষেপ দাবি করা।

হারাণবাবু সংবাদ মাধ্যমের সামনে এ সম্পর্কে আরও বলেন, যেহেতু দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা হয়েছিল, তাই ভারতের সংবিধানে হিন্দুরা যখন ইচ্ছে ভারতে আসতে পারবেন এবং মুসলিমরা যখন ইচ্ছে পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) যেতে পারবেন, এমন সংস্থান থাকা উচিত ছিল।

এ ব্যাপারে হারাণ দে জাতীয় নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) প্রয়োগ না করে অবিলম্বে সংবিধান সংশোধন করার দাবি জানিয়ে বলেন, এতে হিন্দুরা যখন ইচ্ছে ভারতে আসতে এবং মুসলিমরা যখন ইচ্ছে বাংলাদেশ যেতে পারবেন এমন সংস্থান রাখতে হবে।

হারাণবাবুর আক্ষেপ, এমকে গান্ধী এবং জওহরলাল নেহরুর অদূরদর্শিতায় দেশ ভাগ মানুষের ওপর চাপিয়ে দেওয়ায় আজ বাংলাদেশে হিন্দুদের এই অবস্থায় পড়তে হয়েছে। দেশ ভাগ করার আগে বাংলাদেশের (পূর্ববর্তী পূর্ব পাকিস্তান) ওই সকল অত্যাচারিত মানুষের পূর্বপুরুষদের কি কোনও মতামত নেওয়া হয়েছিল?

এই প্রশ্ন তুলে হারাণ দে বলেন, তাই যতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে হিন্দুরা ভারতে আসতে চাইবেন তাঁদেরকে এ দেশে সংস্থাপন দেওয়া হবে ভারত সরকারের কর্তব্য ও দায়িত্ব।

অমৃত কুম্ভের সন্ধানে

৩রা ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪, আজ থেকে প্রায় সত্তর বছর আগে দিনটা ছিলো মৌনি অমাবস্যা। আর স্বাধীনতার পর সেবারই প্রথম প্রয়াগে বসেছে পূর্ণ কুম্ভের মেলা। সব ঠিকঠাক চলছিল কিন্তু এদিন সকাল ৮টা থেকে ৯টার মধ্যে ঘটে গেল সেই ভয়ঙ্কর দুর্ঘটনা। পদপিষ্ট হয়ে মারা গেলেন বিভিন্ন রাজ্য থেকে আসা অসংখ্য পূণ্যার্থী। ঠিক ক'জন তার হিসেব নেই। তৎকালীন উত্তরপ্রদেশ সরকারের হিসেব, সব মিলিয়ে ৩১৬ জন। যার মধ্যে ২৫৩ জন মহিলা, ৪৯ জন পুরুষ ও ১৪ জন শিশু। কিন্তু বেসরকারি মতে সংখ্যাটা অন্তত আটশো থেকে হাজার। কয়েকশো লাশ নাকি গোপনে গঙ্গায় ভাসিয়ে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র তিন চার কিলোমিটার দূরে আমি হয়তো তখন ঘুম থেকে উঠে বারান্দায় রোদ্দুরে খেলা করছিলাম। পরদিনেই আমার পৃথিবীতে আসার পূর্ণ হয়েছিলো ঠিক দুটি বছর। স্বপন সেন

সেদিনের অঘটন নিয়ে নানা মুনির নানা মত। কেউ বলেন স্বাধীন ভারতে ভিআইপি নামে যে এক নতুন শ্রেনীর মানুষ কুম্ভে আসেন, পুলিশ তাঁদের নিয়েই ব্যস্ত ছিলো। কারও বক্তব্য সঙ্গমে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে পুলিশ সেদিন লাঠি চালিয়েছিল, সে থেকেই বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি। কেউ বলছেন ওসব নয়, আখড়ার নাগা সাধুরা ত্রিশূল নিয়ে লোকজনকে তাড়া করেছিলো। কারও আবার বক্তব্য আগের রাতে বৃষ্টি হয়েছিল, ভিড়ের চাপে সঙ্গমের রাস্তায় বহু লোক একে অন্যের ওপরে পিছলে পড়েছিলেন, টাল সামলাতে না পেরে। সব কারণ গুলোকে একত্র করলে দাঁড়ায়, বৃষ্টি এবং অপ্রশস্ত রাস্তা। আখড়ার সাধু এবং জনতা একই রাস্তায় সঙ্গম থেকে ফিরছিলো। তখনই আর একটি আখড়া সেই রাস্তা দিয়েই সঙ্গমের দিকে এগোচ্ছিল। চলমান জনতা ভয়ে ভক্তিতে থমকে যায়। ফলে ভিড়ের চাপে দম বন্ধ হয়ে মারা যায় মানুষ।

এই ঘটনা অবলম্বনে সমরেশ বসু কালকূট ছদ্মনামে লিখলেন এক অনবদ্য উপন্যাস "অমৃত কুম্ভের সন্ধানে.!" ভীড়ের চাপে পিষ্ট হয়ে মারা গেল তাঁর উপন্যাসের চরিত্র শ্যামার বর ও লক্ষ্মীদাসীর স্বামী বলরাম। পরদিন গঙ্গার পাড়ে সত্যিই জ্বলে উঠেছিলো সার সার চিতার আগুন। সেই সাথে বাংলার সাহিত্যকাশে উদয় হলো এক নতুন নক্ষত্রের। দুর্ঘটনার পর সরকার ভবিষ্যতে এ রকম ঘটনা ঠেকাতে 'বর্মা কমিটি' গঠন করেছিলেন। তাদের সুপারিশে বলা হয়েছিল, পুরো মেলাকে কয়েকটি সেক্টরে ভাগ করতে হবে। প্রতিটি সেক্টরে থাকবে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের লোকজন ও চিকিৎসক। শাহি স্নানের দিন ভিড় সঙ্গমের দিকে এক রাস্তায় যাবে এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরবে। কোথাও যেন জমায়েত না হয়।

সেই সুপারিশ কিন্তু আজো কঠোর ভাবে মানা হয়। ২০১৩ সালে দেখেছি মোট পনেরটি সেক্টর। আমার জাঁদরেল গিন্নির হাজার চেঁচামেচিতেও উত্তর প্রদেশ পুলিশ ব্যারিকেডের নীচে দিয়ে গলতে দেয়নি। ফলে ফেরার সময় বেশ কিছুটা রাস্তা বেশি হাঁটতে হয়েছিল। শাহী স্নানের দিন আখড়ার জুলুসের রাস্তা এখন পুরোপুরি আলাদা, সাধারণ পুণ্যার্থীদের ওই রাস্তায় নো এন্টি। আর একটি আখড়া চলে যাওয়ার পর বেশ কিছু সময়ের ব্যবধান রেখে অন্যটি আসে। আখড়া কমিটি থেকে আগেই ঠিক করা থাকে নাগা সন্ন্যাসীদের কোন গ্রুপ আগে স্নানে যাবে. জুনা না মহানির্বাণ ? কোটি কোটি মানুষের চলমান ভিড়কে কখনই থামতে দিচ্ছে না পুলিশ, লাঠি উঁচিয়ে সমানে বলছে, আগে বাড়ো.. আগে বাড়ো !? কদিনের জন্য গোটা ভারতবর্ষ যেন উঠে আসে এই সঙ্গম তীরে, লোকজন কি তবে হারিয়ে যায়না? যায়.. তবে খুঁজেও পায়। কৃতিত্ব রাজ্য প্রশাসনের। গোটা মেলা জুড়ে রয়েছে বেশ

কয়েকটি 'ভুলেভটকে' শিবির। হারিয়ে যাওয়া দেহাতি মানুষগুলোকে এখানেই জমা করে পুলিশ। আর তারপর মাইকে ঘোষণা করা হয়, 'বেগুসরাই জেলার ধনিয়া, তোমার মা এই শিবিরে অপেক্ষা করছেন'। এখানেই ইতি নয়, ধনিয়ার মায়ের হাতেও মাইক্রোফোন ধরিয়ে দেওয়া হয়। তিনি দেহাতি টানে 'আরে ও ধনিয়া, ম্যায় খো গ্যয়ি' বলেই হু হু করে কান্না. কথা শেষ হয় না! বাংলাও শুনতে পাবেন, 'ও লক্ষ্মীদি, আমি কেষ্টপুর গ্রাম থেকে তোমার সঙ্গে এসেছিলাম গো', বাকি কথা চাপা পড়ে যায় কান্নায়.! মেলায় আসা অর্ধেকের বেশি মানুষ ঠিকঠাক থাকার জায়গা পায়না। মাঘ মাসের এই কড়া ঠান্ডায় বিনা ছাউনিতে বালির ওপরেই শুয়ে থাকে তারা। শীতবস্ত্রের কথা নাইবা বললাম। যুগ যুগ ধরে কেন এতো কৃচ্ছসাধন করে কোটি কোটি মানুষ ছুটে আসে এখানে, কোন আকর্ষণে. কিসের সন্ধানে ? শুধুই কি বিশ্বাস, নাকি অন্য কিছু..? উত্তরটা লুকিয়ে আছে মহাকালের গর্ভে!

সৃষ্টিকর্মে অমর হুমায়ূন আহমেদ

জাহাঙ্গীর বিপ্লব

দেশে এখন এত টিভি চ্যানেল, প্রচুর নাটক। প্রতিটি চ্যানেলেই প্রতিদিন একাধিক ধারাবাহিক নাটক প্রচারিত হচ্ছে। কিন্তু যদি প্রশ্ন করা হয়, বর্তমানে কিংবা গত কয়েক বছরে এমনকি এক দশকে কোন ধারাবাহিক নাটকটি দর্শকের মনে দাগ কেটেছে? নাটকের নাম কি? আর কোন নাটকটি দেখার জন্য দর্শক অধীর আগ্রহ নিয়ে টিভি সেটের সামনে বসে থেকেছেন বা বর্তমানে অপেক্ষায় থাকেন? অনেক পাঠক অথবা দর্শই এই প্রশ্নের জবাব খুঁজতে গিয়ে কিছুটা থমকে যাবেন, ব্যর্থ হবেন। যারা বর্তমান সময়ের দুয়েকটি জনপ্রিয় বাংলাদেশি ধারাবাহিকের নাম বলতে পারছেন না, তাদের মধ্যে একটি বড় অংশ কলকাতার ধারাবাহিকের নাম হয়তো ঠিকই বলতে পারবেন। দেশীয় সংস্কৃতির জন্য এমন তথ্য সত্যিই হতাশাজনক। অথচ এমন একটা সময় ছিল যখন বিটিভিতে নাটক শুরু হলে রাস্তাঘাট সব ফাঁকা হয়ে যেত। বাংলাদেশি নাটকের সেই স্বর্ণযুগের অন্যতম কারিগর ছিলেন হুমায়ূন আহমেদ। বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী হুমায়ূন আহমেদ ছিলেন একাধারে অধ্যাপক, কথাসাহিত্যিক, নাট্যকার, চলচ্চিত্র পরিচালক, গীতিকার ও সুরকার। যেখানেই তিনি হাত দিয়েছেন সেখানেই সাফল্যের আলোয় আলোকিত হয়েছেন। এতগুলো পরিচয়ের মাঝে কথাসাহিত্যিক সত্তাটাই তার সবচেয়ে বড় পরিচয়। জনপ্রিয়তার কথা বিবেচনা করলে ঔপন্যাসিক হুমায়ূন আহমেদের ধারাকাছেও কেউ ছিল না। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে হুমায়ূন আহমেদের এই জনপ্রিয়তার একটা বড় কারণ ছিল নাট্যকার হিসেবে তার আবির্ভূত হওয়া! উপন্যাসের মতো নাটকের জগতেও হুমায়ুন আহমেদ তুমুল জনপ্রিয়তা পেয়েছিলেন। বাংলাদেশের নাটকের ইতিহাসে সেরা দশটি নাটকের তালিকা করা হলে সেখানে এক হুমায়ূন আহমেদেরই একাধিক নাটক জায়গা পাবে। আজ এই বহুমাত্রিক প্রতিভার ১১তম প্রয়াণ দিবস। ২০১২ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন এই কিংবদন্তি। প্রতি বারের মতো এবারও নানা আয়োজনের মাধ্যমে দিনটি পালন করবে তার পরিবার ও অসংখ্য ভক্তকুল। টিভি চ্যানেলগুলোতেও থাকছে বিশেষ আয়োজন।

নিজেকে সব সময় লেখালেখির জগতের মানুষ হিসেবে পরিচয় দিতেই হুমায়ূন আহমেদ স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন। হুমায়ূন আহমেদের হঠাৎ প্রস্থান শুধুমাত্র বইমেলাকেই বিবর্ণ করেনি, টেলিভিশনে নাটক দেখার আগ্রহেও বিশাল এক ভাটা নিয়ে এসেছে। সৃষ্টির এই মহান কারিগরের প্রস্থান বাংলাদেশের শিল্পজগতে নিয়ে আসে বিশাল এক শূন্যতা। তবে অসময়ে চলে গেলেও হুমায়ূন আহমেদ যেসব অসাধারণ সৃষ্টিকর্ম রেখে গেছেন, সেসবের মাঝেই তিনি বেঁচে থাকবেন অনন্তকাল ধরে। ছোটগল্পকার, নাট্যকার, গীতিকার, চিত্রনাট্যকার ও চলচ্চিত্র নির্মাতা বলে আলাদা পরিচয়ে খ্যাতি লাভ করলেও লেখক হিসেবেই নিজের পরিচয় দিতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন বিংশ শতাব্দীর জনপ্রিয় এই বাঙালি কথাসাহিত্যিক। বাংলা সাহিত্যের উপন্যাস শাখায় অবদানের জন্য তিনি ১৯৮১ সালে বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এছাড়া বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তার অবদানের জন্য ১৯৯৪ সালে বাংলাদেশ সরকার তাকে একুশে পদকে ভূষিত করে।

তবে টিভি নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনে তিনি ছিলেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী। হুমায়ূন আহমেদ নির্মিত বেশ কয়েকটি চলচ্চিত্র সমাদৃত হয়। তার নির্মিত প্রথম চলচ্চিত্র হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধভিত্তিক 'আগুনের পরশমণি' (১৯৯৪)। ছবিটি শ্রেষ্ঠ চলচ্চিত্র বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারসহ আটটি পুরস্কার লাভ করে। তার নির্মিত অন্যান্য সমাদৃত চলচ্চিত্রগুলো হলো 'শ্রাবণ মেঘের দিন' (১৯৯৯), 'দুই দুয়ারী' (২০০০), 'শ্যামল ছায়া' (২০০৪) ও 'ঘেটু পুত্র কমলা' (২০১২)। 'শ্যামল ছায়া' ও 'ঘেটু পুত্র কমলা' চলচ্চিত্র দুটি বাংলাদেশ থেকে বিদেশি ভাষার চলচ্চিত্র বিভাগে অস্কারের জন্য নিবেদন করা হয়েছিল। এছাড়া 'ঘেটু পুত্র কমলা' চলচ্চিত্র পরিচালনার জন্য তিনি শ্রেষ্ঠ পরিচালনা বিভাগে জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কার লাভ করেন। তিনি ১৯৮০ থেকে ১৯৯০-এর দশকে বাংলাদেশ টেলিভিশনের জন্য টেলিভিশন ধারাবাহিক এবং টেলিফিল্ম রচনা শুরু করেন। ১৯৮৩ সালে তার প্রথম টিভি কাহিনীচিত্র 'প্রথম প্রহর' বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রচারিত হয়। এটি তাকে রাতারাতি জনপ্রিয় করে তোলে। তার অন্যতম টেলিভিশন ধারাবাহিকল্প 'এইসব দিনরাত্রি', 'বহুব্রীহি', 'কোথাও কেউ নেই', 'নক্ষত্রের রাত', 'অয়োময়', 'আজ রবিবার', 'নিমফুল', 'তারা তিনজন', 'আমরা তিনজন', 'মন্ত্রী মহোদয়ের আগমন শুভেচ্ছা স্বাগতম', 'সবুজ সাথী', 'উড়ে যায় বকপক্ষী', 'খেলা', 'অচিন বৃক্ষ', 'খাদক', 'একি কাণ্ড', 'একদিন হঠাৎ', 'অন্যভুবন' এবং 'এই মেঘ এই রৌদ্র'। হুমায়ূন আহমেদ ১৯৮৭ সালে ঢাকার অদূরে গাজীপুর জেলার সদর উপজেলার মির্জাপুর ইউনিয়নের পিজুলিয়া গ্রামে ২২ বিঘা জমির ওপর স্থাপিত বাগানবাড়ি নুহাশ পল্লী গড়ে তোলেন। জীবনের শেষ সময়ে তিনি এই বাড়িতে থাকতে ভালোবাসতেন। মৃত্যুর পর তাকে নুহাশ পল্লীতে দাফন করা হয়। তার মৃত্যুতে সারা বাংলাদেশে সকল শ্রেণির মানুষের মধ্যে অভূতপূর্ব আহাজারির সৃষ্টি হয়। বাংলা সাহিত্য এবং নাটক ও চলচ্চিত্র অঙ্গনেও অন্যরকম শূন্যতা বিরাজ করে। হুমায়ূন আহমেদ পাঠক, দর্শক ও ভক্তদের মাঝে অমর হয়ে থাকবেন তার সৃষ্টি কর্মের মধ্য দিয়ে।

বাংলার শিল্পী আর বর্ষার যুগলবন্দী

বিকাশ ভট্টাচার্য

বর্ষা এবার লেট রান করে ঢুকে পড়ল বঙ্গে। গা ভিজল কলকাতার। বান্ধবীকে গান শোনানোর সময় এল ' তুমি বৃষ্টি ভিজোনা ঠাণ্ডা লেগে যাবে' অথবা এক মনে জয় গোস্বামীর- 'যারা বৃষ্টিতে ভিজেছিল'। আসলে বর্ষা এলেই খিচুড়ি, ইলিশের প্যারালালে, ক্রিয়েটিভ মাইন্ড সটান নেমে পড়ে নেশাতুড় রচনা কর্মে। আর ছবি আঁকিয়েদের ভাবনা বর্ষার স্রোতের মতো উপচে পড়ে ক্যানভাসে। বৃষ্টিতে গা ভেজাতে ভেজাতে তারই একটা ছোট্ট খতিয়ানে এক ঝলক জাস্ট চোখ বুলিয়ে নেওয়া যাক। সঙ্গে থাকুক গুনগুন কটি কাব্য রবিবাবুর 'গগনে গরজে মেঘ ঘন বরষা।' আসলে যে কথাটা বলতে চাইছি তা হল বর্ষা নিয়ে শিল্পীরা খুব অ্যাকটিভ। বর্ষা এলেই ওঁদের মনটা কেমন আলবোলা চেহারা ধারণ করে। বর্ষার আবেদনটা ওদের কাছে অনেকটা ওই মন বালিকার মতো। কেউ তাকে নিয়ে গম্ভীর গম্ভীর আবার কেউ যেন উদাসী। মোট কথা বর্ষার আবেদন অগ্রাহ্য করা যায় না বলেই তাঁদের তুলিতে যুগে যুগেই মেঘমল্লার। বাদশাহী আমল থেকেই তার রমরমা। কত যে রাজা- বাদশার পৃষ্ঠপোষকতায় ঝড়, মেঘ, বৃষ্টি, বিদ্যুৎ, রাধার অভিসারের বা যুগলে বসে মেঘের আগমন দেখার ছবি তৈরি হয়েছে তা গুণে শেষ করা যায় না। সে সব শিল্পীরা ছিলেন আইন মানা লোকজন। মল্লারের স্বরের চলন, প্রত্যেকটা স্বরের শাস্ত্রগত রঙ এবং মেঘ মানে কৃষ্ণ আর বক মানে রাধিকা এ সব সাইন, সিম্বল, সেমিয়টিকস-এ তাঁরা ছিলেন দস্তুর মতো ওস্তাদ।

তবে বাংলার ছবিতে আবার বর্ষার মেজাজটা অন্য জাতের। ডুবু ডুবু মাঠ প্রান্তর, ছাতা মাথায় মানুষ অথবা কোন কাল্পনিক মেঘবালিকার হাতে বাদল দিনের প্রথম কদম ফুল অথবা সরাসরি বন্যা এলো ডুবে গেল শহর। একবার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর শাহজাদপুরে জমিদারি সামলাতে গেলেন। শাহজাদপুর তখন বর্ষায় ডুবু-ডুবু। গ্রামগঞ্জ, কাছারি বাড়ি, রেলস্টেশন সবই গিয়েছে ভেসে। জমিদারির হিসেব নিকেশ প্যাটরাতে ভরে রেখে পারিবারিক বোট নিয়ে রঙ তুলি আর কাগজ নিয়ে অবনীন্দ্রনাথ চললেন বাংলার জল থৈ থৈ অবস্থার ছবি আঁকতে। তিনি শাহজাদপুর ঘোরেন আর ছবি এঁকে রাখেন বর্ষার। এ হল ছবি আঁকিয়ে জমিদারের বর্ষা বিহার। অবনীন্দ্রনাথের মতো তাঁর অগ্রজ গগনেন্দ্রনাথও গ্রাম বাংলার বর্ষার ছবি এঁকেছেন। কিন্তু রবি কাকার সঙ্গে যুগলবন্দিতে যা করেছেন সে কথা না বললেই নয়।

বাংলা ১৩১৯। শিলাইদহ'র নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় ৫৫ নম্বর আপার চিৎপুর রোডের আদি ব্রাহ্ম সমাজ প্রেস থেকে ছেপে প্রকাশ করলেন রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি'। সেই লেখার জন্য পাতায় পাতায় ছবি আঁকলেন গগনেন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথের লেখা ছবিতে যেন কথা বলে উঠল আলাদা ভাবে

প্রাণ পেল। জীবন স্মৃতির সেই পর্বে রবীন্দ্রনাথ বর্ষার বিবরণে জোড়াসাঁকো ভেসে যাওয়ার কথা লিখেছেন, আর বলেছেন মাস্টার মশাই অঘোর বাবুর আগমনের কথা। সেই ছবিকেই আদর মাখা ওয়াশে মূর্ত করলেন গগনেন্দ্রনাথ। মূর্ত করেছেন কলকাতার আকাশে মেঘ জমার গল্পকেও। তাই বলতেই হয় বর্ষার আবেদন যেন বারে বারেই যথার্থ শিল্পীদের তুলিকে স্পর্শ করেছে আপন বিশিষ্টতায়। 'মেঘদূতের' সাহিত্য সৃষ্টিকে নিবিড় অলঙ্করণ করেছিলেন রাম গোপাল বিজয় বর্গীয়। কী অসাধারণ সেই রেখার চলন। মেঘের চলনের রেখা থেকে চয়ন করে তুলে আনা সেই রেখা আমাদের আশ্চর্য করে। বর্ষা আঁকার কাহিনি অনেক। একবার রামকিঙ্কর বেইজ শান্তিনিকেতনের ক্যানেল পাড়ের সেতুর ওপর নেমে আসা প্রবল বর্ষার ছবি ফুটিয়ে তুলেছিলেন 'লিনো কাটে'। ছাতা মাথায় ছোট্ট মানুষটির তাল বেতল অবস্থা এক লহমায় বর্ষার তাণ্ডবের চেহারাকে স্পষ্ট করে তোলে। এভাবেই বাংলার শিল্পীদের হাতে বর্ষা মূর্ত হয়ে উঠেছে। সমকালের বিকাশ ভট্টাচার্য্য আরও অনেকেই এঁকেছেন বর্ষার ছবি। সে সব মন ভেজানো ছবিতেই এবার একটু চোখ বোলানো।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ প্রধানমন্ত্রী মোদীর

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): প্রয়াত হলেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৩১ সালে রাজস্থানের ভরতপুরে জন্ম তাঁর। ১৯৮৪ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়।জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নগদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, সোমবার শেষকৃত্য হবে তাঁর।প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রবিবার তিনি সোশ্যাল মিডিয়ায় লেখেন, শ্রী নটবর সিং জির প্রয়াণে ব্যথিত। কূটনীতি এবং বিদেশনীতিতে তাঁর প্রচুর অবদান। পাশাপাশি তিনি তাঁর দুর্দান্ত লেখনীর জন্যও সুপরিচিত ছিলেন। তাঁর পরিবার ও অনুগামী-অনুরাগীদের প্রতি আমার সমবেদনা। ওম শান্তি।উল্লেখ্য, শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৩১ সালে রাজস্থানের ভরতপুরে জন্ম তাঁর। ১৯৮৪ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, সোমবার শেষকৃত্য হবে তাঁর। দেশের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিংয়ের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করলেন ভারতের বর্তমান বিদেশমন্ত্রী ডঃ এস জয়শঙ্কর। রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় তিনি লেখেন, বিশিষ্ট কূটনীতিক এবং প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী কে নটবর সিং-এর মৃত্যুতে গভীরভাবে শোকাহত। তাঁর অনেক অবদানের মধ্যে আছে ২০০৫ সালের জুলাইতে ভারত-মার্কিন পারমাণবিক চুক্তিতে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। তাঁর লেখনী, বিশেষ করে চীন সম্পর্কে লেখাগুলি কূটনীতিতে আমাদের কাছে অত্যন্ত মূল্যবান। তাঁর পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানাই। ওম শান্তি।উল্লেখ্য, শনিবার রাতে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভারতের প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী নটবর সিং। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৯৩ বছর। ১৯৩১ সালে রাজস্থানের ভরতপুরে জন্ম তাঁর। ১৯৮৪ সালে তাঁকে পদ্মভূষণ দেওয়া হয়। জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন তিনি। বার্ধক্যজনিত রোগে কাবু হয়ে পড়েছিলেন। গুরুগ্রামের একটি বেসরকারি হাসপাতালে শনিবার রাত সাড়ে ১১টা নাগাদ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন প্রাক্তন বিদেশমন্ত্রী। জানা যাচ্ছে, সোমবার শেষকৃত্য হবে তাঁর।

উত্তর-দক্ষিণ উভয় বঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির সম্ভাবনা

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): ফের বাংলায় সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখা। সেই সঙ্গে গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গের উপর তৈরি হওয়া ঘূর্ণাবর্তটি সরে ঝাড়খণ্ডের উপরে অবস্থান করছে। বাংলায় সক্রিয় মৌসুমী অক্ষরেখার জেরে রবিবার দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় বৃষ্টির পূর্বাভাস। কলকাতায় বিক্ষিপ্ত বৃষ্টির সম্ভাবনা। এছাড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম, পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, হাওড়া ও হুগলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনা বেশি।এছাড়াও এদিন বৃষ্টির পূর্বাভাস উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার ও উত্তর দিনাজপুরে। বৃষ্টির জেরে পাহাড়ি এলাকায় কমতে পারে দৃশ্যমানতা। নিচু এলাকাগুলি জলমগ্ন হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে বৃষ্টি

ব্যাগে কি বোমা রয়েছে, বিমানবন্দরে প্রশ্ন করে গ্রেফতার যাত্রী

কোচি, ১১ আগস্ট (হি.স.): ব্যাগে বোমা রয়েছে কিনা বিমানবন্দরে প্রশ্ন করে গ্রেফতার হলেন এক যাত্রী। জানা গেছে, ধৃত ব্যক্তির নাম মনোজ কুমার (৪২)।

জানা যাচ্ছে, রবিবার সকালে কোচি বিমানবন্দরে নিরাপত্তার খাতিরে তল্লাশির সময়ে নিরাপত্তারক্ষীদের তিনি প্রশ্ন করেন, আমার ব্যাগে কি বোমা রয়েছে। এই প্রশ্ন করতেই যাত্রা বাতিল হয় ওই যাত্রীর। পাশাপাশি গ্রেফতারও করা হয় তাঁকে। ঘটনাটি ঘটেছে কোচি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে। তাঁকে তুলে দেওয়া হয় পুলিশের হাতে। কোচি বিমানবন্দরের তরফে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে জানানো হয়েছে, বিমানবন্দরের আঁটোসাঁটো নিরাপত্তা ব্যবস্থা দেখে ওই যাত্রী নিরাপত্তারক্ষীদের জিজ্ঞাসা করেন, ”আমার ব্যাগে কি বোমা রয়েছে”? যাত্রীর এই মন্তব্য শোনার পর কোনওরকম ঝুঁকি নিতে চাননি নিরাপত্তারক্ষীরা। তাঁর সমস্ত ব্যাগপত্র ভালো করে তল্লাশি করা হয়। যদিও সন্দেহজনক কিছু উদ্ধার হয়নি। উল্লেখ্য, বিমানে করে এদিন কোচি থেকে মুম্বই যাওয়ার করার কথা ছিল মনোজের।

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে মালদা মেডিকেলে কর্মবিরতিতে ডাক্তারি পড়ুয়ার।

মালদা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : একদিকে আরজি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনা। অপরদিকে মালদার বুলবুলচণ্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসককে মারধর! একের পর এক ঘটে চলা ঘটনার প্রতিবাদে শামিল হলেন মালদা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ডাক্তারি পড়ুয়ারা। এই পরিস্থিতিতে নিরাপত্তার দাবিতে কর্মবিরতি শুরু করলেন তাঁরা। রবিবার কর্মবিরতির জেরে জরুরি বিভাগ ও প্রসূতি বিভাগে খানিকটা প্রভাব পড়ার কথা মেনে নিয়েছেন মেডিকেল সুপার। চিকিৎসক পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত কর্মবিরতি তোলার চেষ্টা চালাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।শুক্রবার সকালে আরজি করের চারতলার সেমিনার হল থেকে এক তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। হাসপাতালের সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে তাকে চিহ্নিত করা হয় বলে জানিয়েছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। শনিবার দুপুরের পর অভিযুক্তকে শিয়ালদা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তার ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

জলপাইগুড়িতে হাতির আক্রমণে বিধ্বস্ত ঘরবাড়ি, অল্পের জন্য রক্ষা পেল পরিবার

জলপাইগুড়ি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : জলপাইগুড়ির কিলকোট চা বাগানে হাতির আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। শনিবার গভীর রাতে হাতির আক্রমণে এক শ্রমিকের বাড়ি সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পুরো পরিবার অল্পের জন্য হাতির আক্রমণ থেকে রক্ষা পায়। এলাকায় লাগাতার হাতির আক্রমণে মানুষ আতঙ্ক রয়েছে।

সূত্রে জানা গেছে, শনিবার গভীর রাতে চাপড়ামারী জঙ্গল থেকে একটি বন্য হাতি বেরিয়ে এসে কিলকোট চা বাগানের পাঁচ নম্বর লাইনে প্রবেশ করে। এরপর খাবারের সন্ধানে শ্রমিক ফুলমুনি মাঝির বাড়িতে হানা দেয় হাতিটি। এ সময় ফুলমুনির পুরো পরিবার ঘুমিয়ে ছিল। অতর্কিত হাতির আক্রমণে পরিবার কোনওরকমে প্রাণ বাঁচাতে পারলেও হাতিটি পুরো বাড়ি তছনছ করে দেয়।

ঘটনার পর স্থানীয় লোকজন জানান, রাতে বন বিভাগ টহল দেয় না। এতে এলাকায় হাতির উপদ্রব বাড়ছে। এমনকি শুক্রবার রাতেও হাতি হামলা চালিয়ে দোকান-বাড়ি ভাঙচুর করে। এই পর্যন্ত বাগানের অনেক বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। হাতির আক্রমণ বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বন বিভাগের কাছে দাবি জানিয়েছেন স্থানীয় লোকজন।

করিমগঞ্জে ভিএইচপির দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠক, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য জারি হেল্পলাইন

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদ দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে করিমগঞ্জে।শনিবার সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর সূচনা করেছিলেন প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক, ক্ষেত্র ধর্ম প্রসার ও প্রমুখ পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল এবং প্রান্ত সম্পাদক সমীর দাস। দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠকের আজ রবিবার দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী ড় দীনেশ তিওয়ারি। দুদিনের বৈঠকে বিগত দিনের কাজকর্মের পর্যালোচনা, প্রান্ত ও জেলার বৃত্ত নিবেদন সহ আগামী দিনের যোজনা বা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংগঠিত নানা ধরনের নির্যাতনের ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা। প্রান্ত সম্পাদক সমীর দাস বলেন, বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুদের জন্য একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। এটি (০০৯১)(০১১) ২৬১০৩৪৯৫। এই হেল্পলাইন নম্বরে যে কোনও নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত বাংলাদেশে বসবাসকারী বা অবস্থানরত হিন্দু ভাই-বোন ভিএইচপি-র সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ভিএইচপি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয় করে তাঁদের যথাসম্ভব সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করবে।এছাড়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক।এদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চল জনজাতি সেবা সমিতির ২০২১-২৩-এর প্রতিবেদনের উন্মোচন করেন প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী দিলীপ দেব, সভাপতি শান্তনু নায়েক ও সম্পাদক সমীর দাস।

জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান

শ্রীনগর, ১১ আগস্ট (হি.স.): রবিবার সকালে ফের উপত্যকায় শুরু হয়েছে জঙ্গিদের খোঁজে তল্লাশি অভিযান।জানা গেছে, সেইসঙ্গে আবারও শুরু হয়েছে সেনা-জঙ্গি গুলির লড়াই। জম্মু ও কাশ্মীরের কোকেরনাগে শনিবার সেনা-জঙ্গি সংঘর্ষের কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই কিস্তওয়াড়ে রবিবার সকাল থেকেই সেনা এবং জঙ্গিদের গুলির লড়াই শুরু হয়। এও জানা যাচ্ছে, এদিন কয়েকজন জঙ্গিকে কোণঠাসা করে ফেলে সেনা। উল্লেখ্য, শনিবার কাশ্মীরের কোকেরনাগ এলাকায় জঙ্গি দমন অভিযানে নেমেছিল সেনা। সেইসময় চলে গুলির লড়াই। সেই সংঘাতেই আহত হন দুই সেনা। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁদের তড়িঘড়ি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে মৃত্যু হয় তাঁদের।

তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় সাসপেন্ড আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের দুই নিরাপত্তারক্ষী

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর হাসপাতালে কর্তব্যরত অবস্থায় তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ ইতিমধ্যেই গ্রেফতার একজন। ঘটনা ঘিরে উচ্চ পর্যায়ের তদন্ত চললেও, হাসপাতালের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা নিয়ে গোড়া থেকে প্রশ্ন উঠেছে। তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনার দুই দিন পর রবিবার আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের দুই নিরাপত্তারক্ষীকে সাসপেন্ড করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। রবিবার চেস্ট মেডিসিন বিভাগের দায়িত্বে থাকা দুই নিরাপত্তারক্ষীকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁরাই দায়িত্বে ছিলেন। সেই রাতেই তরুণী চিকিৎসককে চারতলায় সেমিনার হলে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। নিরাপত্তারক্ষী থাকা সত্বেও কীভাবে অভিযুক্ত হাসপাতালে ঢুকল এবং চারতলা পর্যন্ত উঠল, তা ঘিরে শুরু থেকেই প্রশ্ন ছিল। চাপের মুখে দুইজনকে সাসপেন্ড করা হল।পাশাপাশি হাসপাতালের অভ্যন্তরে আরও সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানোর কাজ শুরু হয়েছে আজ। যে সব জায়গায় সিসি ক্যামেরা নেই, সেখানে নতুন করে লাগানো হচ্ছে। যেগুলো দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছিল না, সেগুলো মেরামত করা হচ্ছে। রবিবার সকালেও আরজি কর হাসপাতালে বাড়তি পুলিশ মোতায়েন। রয়েছে ব্যারিকেড। শনিবারও বাইরের আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের ধস্তাধস্তিতে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে হাসপাতাল চত্বর।

আলিপুরদুয়ারে গাড়ির ধাক্কায় পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের মৃত্যু

আলিপুরদুয়ার, ১১ আগস্ট (হি. স.) : আলিপুরদুয়ার জেলার বীরপাড়া চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘের। শনিবার গভীর রাতে ঘটনাটি ঘটেছে।জানা গিয়েছে, রাস্তা পার হওয়ায় সময় গাড়ির ধাক্কায় ছিটকে পড়ে চিতাবাঘটি। মুখে আঘাত লাগে চিতাবাঘটির।এরপর ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় চিতাবাঘটির।খবর পেয়ে দলগাঁও রেঞ্জের আধিকারিক ও বনকর্মীরা পৌঁছে চিতাবাঘটির মৃতদেহ উদ্ধার করে।

লখনউয়ের বিমানবন্দরে গ্রেফতার বাংলাদেশি নাগরিক

লখনউ, ১১ আগস্ট (হি.স.): লখনউয়ের চৌধুরী চরণ সিং আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে গ্রেফতার হলেন শিমুল বড়ুয়া নামে এক বাংলাদেশি নাগরিক। অভিযোগ, পশ্চিমবঙ্গ থেকে জাল নথি তৈরি করে লখনউ থেকে ব্যাঙ্কক যাওয়ার উদ্দেশ্যে ছিল তাঁর। ব্যাঙ্কক যাওয়ার জন্য আশিস রায়ের নামে তিনি জাল পাসপোর্ট তৈরি করেছিলেন বলে অভিযোগ। বিমানবন্দরে গ্রেফতার করার পর তাঁকে সরোজিনী নগর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁর বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে সরোজিনী নগর থানার পুলিশ। তাঁর কাছ থেকে একাধিক নামের দুটি জাল পাসপোর্ট, দুটি আধার কার্ড এবং একটি ব্যাঙ্ককের ট্যুরিস্ট ভিসা উদ্ধার করা হয়েছে।

থমথমে আর জি কর হাসপাতাল চত্বর

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর হাসপাতালে ডাক্তারি পড়ুয়া-র রহস্যমৃত্যুর বিচার চেয়ে ফুঁসছে বাংলা। শনিবারের পর রবিবার সকালেও থমথমে আর জি কর হাসপাতাল চত্বর। বাড়ানো হয়েছে পুলিশি নিরাপত্তা। হাসপাতালের সর্বত্রই পুলিশের ঘেরাটোপে মুড়ে ফেলা হয়েছে। রয়েছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ কর্তারাও।এদিকে রোগীর পরিজনরাও বলছেন, এখনও স্বাভাবিক ছন্দে ফেরেনি হাসপাতাল। ফলে মিলছে না পর্যাপ্ত পরিষেবা। রোগীর পরিজনদের বক্তব্য, অনেক ক্ষেত্রেই তৈরি হচ্ছে সঙ্কট। সকলেই চাইছেন কঠোর শাস্তি হোক অভিযুক্তের। সঙ্গে শান্তি ফিরুক হাসপাতালে। স্বাভাবিক হোক পরিষেবা।

আর জি কর হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক কর্মীর ছুটি বাতিল করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): আর জি কর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসককে খুনের ঘটনায় তোলপাড় গোটা রাজ্য। সোমবার দেশের হাসপাতাগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। এরইমাঝে আরজি কর হাসপাতালের সমস্ত চিকিৎসক এবং অচিকিৎসক কর্মীর ছুটি বাতিল করল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সাম্প্রতিক পরিস্থিতির জেরেই এই সিদ্ধান্ত। নোটিশ জারি করে আর জি কর কর্তৃপক্ষের তরফে জানানো হয়েছে, অবিলম্বে ছুটি বাতিলের এই নির্দেশ কার্যকর হবে। তবে আগে থেকে যাঁদের ছুটি অনুমোদিত হয়ে গিয়েছিল, তাঁদের আপাতত ছুটি বাতিল করে কাজে যোগ দিতে হবে না।শুক্রবার সকালে আরজি করের চারতলার সেমিনার হল থেকে ওই তরুণী চিকিৎসকের দেহ উদ্ধার হয়। তা নিয়ে রাজ্যজুড়ে তোলপাড় পড়ে যায়। ঘটনার তদন্তে নেমে পুলিশ অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। এদিকে, চিকিৎসকের মৃত্যু নিয়ে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্ত করা হবে বলে আশ্বাস দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ঘটনায় ধর্ষকদের এনকাউন্টারে মারার পক্ষে সওয়ালও করেছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যদিকে, ঘটনায় ধৃতের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে আসছে। পুলিশি তদন্তে উঠে আসা তথ্যপ্রমাণ জুড়লে মিলছে নৃশংসতার ছবি। উঠছে একাধিক প্রশ্নও। হাসপাতালে নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার দাবিতে শনিবার থেকেই পথে নেমেছে চিকিৎসকদের একাংশ। দোষীর শাস্তির দাবিতে কোথাও বিক্ষোভ মিছিল, কোথাও আবার কর্মবিরতি পালন করেছেন চিকিৎসকেরা। এই পুরো বিষয়টিকে সামনে রেখেই সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে রেসিডেন্ট ডাক্তারদের সংগঠনটি। গোটা দিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। হাসপাতালের পরিকল্পিত পরিষেবা বিশেষত অস্ত্রোপচার যা আগে থেকেই ঠিক করা ছিল, সেই সব বাতিল করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে।আর জি কর-কাণ্ডে বাংলার চিকিৎসকদের দাবিকে সমর্থন জানাতে এবার এগিয়ে এলো জাতীয় স্তরের চিকিৎসক সংগঠনও। দেশ জুড়ে প্রতিবাদের ডাক দিলো ফেডারেশন অফ রেসিডেন্ট ডক্টর্স অ্যাসোসিয়েশন। সোমবার দেশজুড়ে বিভিন্ন হাসপাতালগুলিতে একাধিক পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এই সংগঠন।সোমবার দেশজুড়ে প্রতিবাদ কর্মসূচির ডাক দিয়েছে দেশের রেসিডেন্ট ডাক্তারদের এই সংগঠনটি। এদিন হাসপাতালের বেশ কিছু পরিষেবা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চিকিৎসক সংগঠন। মূলত ‘ইলেক্টিভ সার্ভিস’ (নির্দিষ্ট কিছু পূর্ব নির্ধারিত পরিষেবা) বন্ধ রাখতে চায় এই চিকিৎসক সংগঠন। তবে জরুরি পরিষেবা চালু থাকবে বলে জানা গেছে।

নকশালবাড়িতে ব্রাউন সুগার পাচারের আগে ধৃত ২

নকশালবাড়ি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার পাচারের আগে এক মহিলা সহ ২ জনকে গ্রেফতার করলো নকশালবাড়ি থানার পুলিশ।ধৃতরা হল আরিমা খাতুন (৩৮) ও মহম্মদ মাজিরুল(৪০)। দুজনই মালদার কালিয়াচকের গুলাবগঞ্জের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, মালদা থেকে ট্রেনে করে নকশালবাড়ি রেল স্টেশনে আসে দুজন।খড়িবাড়িতে মাদক পাচারের উদ্দেশ্য ছিল ধৃতদের।গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযান চালিয়ে রথখোলা রেলগেটে সন্দেহজনক ২ জনকে আটক করে পুলিশ। তল্লাশি চালিয়ে তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ৪৯০ গ্রাম ব্রাউন সুগার।এরপরই গ্রেফতার করা হয় দুজনকে। ধৃতদের রবিবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে পাঠানো হয়েছে।গোটা ঘটনার তদন্তে নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। এই ঘটনার পরই নকশালবাড়িকে মাদকমুক্ত রাখতে সকলকেই এগিয়ে আসার আহ্বান করেন নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েত উপপ্রধান বিশ্বজিৎ ঘোষ।

হর ঘর তেরঙ্গা: র‍্যালি বেরলো দান্তেওয়াড়া পৌরসভার উদ্যোগে

দান্তেওয়াড়া, ১১ আগস্ট (হি.স.) : হর ঘর তেরঙ্গা অভিযানকে সফল করতে রবিবার দান্তেওয়াড়া পৌরসভার উদ্যোগে একটি র‍্যালি বের হয়। প্রতি বাড়িতে তেরঙ্গা (পতাকা) উত্তোলনের জন্য বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানানো হয় এদিন। র‍্যালি পৌরসভার কার্যালয় থেকে শুরু হয়ে সমগ্র দান্তেওয়াড়া শহর প্রদক্ষিণ করে। এই র‍্যালিতে পৌরসভার পদাধিকারীরা, বিশিষ্ট নাগরিক, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরাও উপস্থিত ছিলেন।

পঞ্চমবার সোনা পেল আমেরিকা

প্যারিস, ১১ আগস্ট (হি.স.): অলিম্পিকে সোনা জিতল আমেরিকার মহিলা ফুটবল দল। প্যারিসে শনিবার রাতে পিএসজির মাঠে ফাইনালে ব্রাজিলকে ১ গোলে হারাল আমেরিকা। এই নিয়ে পাঁচবার অলিম্পিক চ্যাম্পিয়ন হলো আমেরিকার মেয়েরা। আর তিনবার অলিম্পিকের ফাইনালে উঠে তিনবারই রুপো নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে হচ্ছে ব্রাজিলকে। ম্যাচের ৫৭ মিনিটে একমাত্র গোলটি করেন আমেরিকার ম্যালরি সোয়ানসন।প্রথমার্ধে দাপুটে ফুটবল খেললেও গোল পায়নি ব্রাজিল। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে পিছিয়ে পড়ার পর বদলি নামলেন কিংবদন্তি মার্তাকে। কিন্তু তিনিও পারলেন না দলকে সমতায় ফেরাতে। শনিবার রাত সাড়ে ন’’টায় আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালতে ভিনেশ ফোগাটের মামলার রায় ঘোষণা করার কথা ছিল। কিন্তু শনিবার রাতে আন্তর্জাতিক ক্রীড়া আদালত জানায় রবিবার পর্যন্ত পিছিয়ে গেল এই রায়। কী কারণে পিছিয়ে গেল তা বলা হয়নি। রবিবার সেই রায় ঘোষণা করা হবে।

হিন্দু নির্যাতনের প্রতিবাদে ‘বাংলাদেশ চলো’ শীর্ষক বিক্ষোভ মিছিল করিমগঞ্জে

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : বাংলাদেশে সৃষ্ট অশান্ত পরিস্থিতিতে সে দেশে সংগঠিত হিংসাত্মক আন্দোলনের শিকার সংখ্যালঘু হিন্দুরা। হিন্দুদের ওপর নেমে এসেছে ভয়াবহ অত্যাচারের খাঁড়া। এর প্রতিবাদ সংগঠিত হচ্ছে ভারতের বিভিন্ন স্থানে। হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলির উদ্যোগে এ ধরনের প্রতিবাদী কর্মসূচি পালিত হচ্ছে করিমগঞ্জেও।আজ রবিবার করিমগঞ্জ হিন্দুরক্ষী দল সহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠনের হাজার হাজার কার্যকর্তা ও সমর্থক এক প্রতিবাদী মিছিলের আয়াজন করেন। নানা ধরনের স্লোগান ও প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে শহরের রাজপথ পরিক্রমা করে সুতারকান্দি অভিমুখে বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে মিছিল। কিন্তু মাঝপথে মিছিলকে ব্যারিকেড লাগিয়ে আটকে দেয় পুলিশ প্রশাসন।পরে এক পথসভায় হিন্দুত্ববাদী সংগঠনের কার্যকর্তারা নিজেদের ক্ষোভ উগড়ে দিয়ে বলেন, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের শেষ পর্যায়ে যা শুরু হয়েছে তা ভাবলে গায়ে কাঁটা দেয়। মূল আন্দোলনের ভিতরে উগ্র মৌলবাদীরা প্রবেশ করে বাংলাদেশের সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর অমানবিক নির্যাতন শুরু করেছে। এটা যে কোনও সভ্য জাতির পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়।তাঁরা বলেন, বাংলাদেশে নানা সময় এ ধরনের কাণ্ড ঘটিয়ে চলেছে মৌলবাদীরা। শীঘ্রই এ সব বন্ধ করে হিন্দুদের সুরক্ষা না দিলে ভারতের হিন্দু সংগঠনের কার্যকর্তারা ঘরে বসে থাকবেন না। পাশাপাশি তাঁরা বর্তমান পরিস্থিতিতে সে দেশের সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের পদক্ষেপ কামনা করেছেন।

অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২.০’ অভিযান, করিমগঞ্জে পর্যালোচনা বৈঠক বনমন্ত্রী চন্দ্রমোহনের

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : সবুজ ও স্বাস্থ্যকর পরিবেশ গড়ে তুলতে সমস্ত রাজ্য জুড়ে ৩ কোটি বাণিজ্যিক চারাগাছ রোপণের উদ্দেশ্যে অসম সরকারের উদ্যোগে চলছে বৃহৎ ‘অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২.০’ অভিযান।

ব্যাপক বৃক্ষরোপণ অভিযানের অংশ হিসেবে করিমগঞ্জ জেলায় ৮ লক্ষ চারা গাছের রোপণকার্য সুন্দর ও সফলভাবে সম্পন্ন করার উদ্দেশ্যে অসমের পরিবেশ ও বন দফতরের মন্ত্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারি আজ রবিবার করিমগঞ্জ সফর করেন।মন্ত্রী পাটোয়ারির পৌরোহিত্যে এবং জেলাশাসক মৃদুল যাদবের তত্ত্বাবধানে করিমগঞ্জ জেলাশাসকের কার্যালয় সভাকক্ষে আয়োজিত হয়েছে এক পর্যালোচনা বৈঠক। পর্যালোচনা বৈঠকে জেলা বন আধিকারিক চিরঞ্জীব পি জৈন পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে ‘অমৃত বৃক্ষ আন্দোলন ২.০’ অভিযানের সমস্ত কার্যকলাপ সম্পর্কিত বিবরণ বিস্তারিতভাবে তুলে ধরেন।

আজকের পর্যালোচনা বৈঠকে অন্যদের সঙ্গে ছিলেন করিমগঞ্জের পুলিশ সুপার পার্থপ্রতিম দাস, করিমগঞ্জ জেলা পরিষদের সিইও লক্ষ্মীনন্দন শহরিয়া, সিসিএফ রাজীব দাস, ডিএফও চিরঞ্জীব পি জৈন, এডিসি ধ্রুবজ্যোতি দেব, এডিসি আনিস রসুল মজুমদার, এডিসি উদয়শংকর দত্ত, করিমগঞ্জ জেলা বিজেপি সভাপতি সুব্রত ভট্টাচার্য, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার রংবামন তেরন, অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিশনার প্রিয়াঙ্কা ইয়ুমনাম সহ জেলার বিভিন্ন বিভাগীয় আধিকারিক ও কর্মচারীরা।

নদীতে ডুবে মৃত্যু

রাঁচি, ১১ আগস্ট (হি.স.): রবিবার জুমার নদীতে ডুবে মৃত্যু হলো মনন বিদ্যা স্কুলের ছাত্র পীযূষ কুমারের। জানা গেছে, সে মনন বিদ্যা স্কুলের দশম শ্রেণীর ছাত্র ছিল।জানা গেছে, চার-পাঁচজন পড়ুয়া মিলে স্কুলের হোস্টেল থেকে বেরিয়ে জুমার নদীতে স্নান করতে গেলে এই দুর্ঘটনা ঘটে। মৃত ছাত্র বিহারের গয়া জেলার বাসিন্দা। সদর থানার আধিকারিক জানান, ঘটনাস্থলে বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে ডাকা হয়েছে এবং পড়ুয়ার মৃতদেহ উদ্ধারের চেষ্টা চলছে।

হরেকরকম

হরেকরকম
হরেকরকম

বর্ষার মরসুমে খুদেকে সংক্রমণের হাত থেকে কী ভাবে বাঁচাবেন ?

রাজ্য জুড়ে ফের বাড়ছে ডেঙ্গির চোখরাঙানি। গত জুলাই থেকে প্রায় এক মাসে এ নিয়ে মশাবাহিত রোগে মৃতের সংখ্যা দাঁড়াল দশ। সেই তালিকায় রয়েছেন, বৃদ্ধ থেকে শিশু সকলেই। এই সময় শিশুদের জ্বর হলে অভিভাবকদের বাড়তি সতর্কতা নিতে বলছেন চিকিৎসকেরা। শিশুদের জ্বর হলে গড়িমসি না করে সঙ্গে সঙ্গে চিকিতকের নির্দেশে রক্ত পরীক্ষা করাতে হবে। চিকিৎসকের বক্তব্য, শিশুদের জ্বরে বয়স ও ওজন অনুযায়ী প্যারাসিটামল ছাড়া অন্য কোনও ওষুধ বিশেষ করে আইব্রুফেন দেওয়া উচিত নয়। কারণ, ডেঙ্গি হলে আইব্রুফেন হেমারেজের আশঙ্কা বাড়িয়ে দেয়। জ্বর যদি বেশি হয়, তখন মাথায় জলপট্টি দিতে হবে এবং ঈষদুষ্ণ জলে গা-হাত-পা স্পঞ্জ করিয়ে দেওয়া দরকার। এ সময়ে জ্বর, সর্দি, পেটে ব্যথা দিয়ে রোগের সূত্রপাত। এই অবস্থায় রক্ত পরীক্ষা করে ডেঙ্গির জীবাণু পাওয়া গেলে দ্রুত চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে। এই সময়ে শিশুদের যাতে ডিহাইড্রেশন না হয়, সে দিকে নজর রাখতে হবে। এই সময়ে শিশুকে পর্যাপ্ত পরিমাণে জল ও জলীয় খাবার দিতে হবে। নিয়ম করে রক্তের প্লেটলেটের সংখ্যা পরীক্ষা করাতে হবে। তবে যদি বমি হয়, তা হলে শিশুকে ভর্তি করার দরকার হতে পারে। যদি জ্বরের মধ্যে শিশুদের প্রস্রাবের পরিমাণ কমে যায় (দিনে ৭/৮ বারের কম প্রস্রাব হয়) তা হলে ঝুঁকি না নিয়ে খুদেকে হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার। এর সঙ্গে যদি শিশুটি জানায় যে, বুকে বা পেটে ব্যথা করছে, তা হলে দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো দরকার।

শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে।

সংক্রমণ এড়ানোর উপায় কী?

১) বাড়িতেই হোক কিংবা বাড়ির বাইরে বেরোলেই শিশুদের মশা তাড়ানোর ক্রিম গায়ে মাখিয়ে রাখুন, ফুলহাতা জামা আর ফুল ট্রাউজার পরিয়ে রাখুন।

২) যত অনভ্যাসই থাক, শিশু আর নিজের স্বাস্থ্যের কথা ভেবে বর্ষার ক'দিন মশারির ভিতর ঘুমোনোর অভ্যাস করুন।

৩) জল সে নোংরা হোক বা পরিষ্কার, কিছুতেই জমে থাকতে দেবেন না। জলের বালতি ঢেকে রাখুন। বাড়ির চারপাশে যেন কোনও ভাবেই জল না জমতে পারে সে দিকে কড়া নজর রাখুন। প্রয়োজনে কর্পোরেশন, স্থানীয় পুরসভা বা পঞ্চায়েতের সঙ্গে যোগাযোগ করুন সত্বর। জানলায় মশা আটকানোর নেট লাগিয়ে রাখুন।

৪) ভেষজ কোনও কোনও ধূপেও মশা যায়। সে সব প্রয়োগ করতেই পারেন বাড়িতে। বাড়িতে মশা নিরোধক তেল ব্যবহারের আগে চিকিৎকের পরামর্শ নিন। মশা তাড়ানোর জন্য কর্পূর জ্বালিয়ে রাখতে পারেন বাড়িতে। ইউক্যালিপটাস, তুলসী, লেমনগ্রাস এই সব গাছ কিনে বাড়িতে রাখতে পারেন, এদের গন্ধে মশা দূরে থাকে।

৫) শিশুদের রোগ প্রতিরোধশক্তি বৃদ্ধির জন্য ডায়েটের উপর নজর দিতে হবে। খুদেকে বেশি করে ব্রকোলি, দই, টকজাতীয় ফল, পালংশাক, বাদাম খাওয়াতে হবে। শুধু তা-ই নয়, খুদে যেন বেশি করে জল খায় সে দিকেও নজর রাখতে হবে।

ব্যথার উপশমে কাপিং থেরাপি

উপুড় হয়ে শুয়ে আছেন বাংলার জনপ্রিয় এক তারকা। তাঁর পিঠের উপরে বসানো রয়েছে ছোট ছোট কাপের আকৃতির কয়েকটি কাচের পাত্র। সম্প্রতি এমনই একটি ছবি ঘুরছিল সমাজমাধ্যমে। স্বাভাবিক ভাবেই ওই সব কাচের পাত্রগুলি কী এবং সেগুলি কেন পিঠে বসানো, তা নিয়ে কৌতূহল প্রকাশ করেছিলেন অনেকেই।

ফিজিয়োথেরাপিস্টরা জানাচ্ছেন, দেহের কোনও অংশে এই ভাবে ছোট ছোট পাত্র বসানো আসলে এক ধরনের থেরাপির অঙ্গ।

প্রাচীন চিন, ইজিপ্ট এবং মধ্য প্রাচ্যে এর চল ছিল। বর্তমানে এই কাপিং থেরাপি আবার জনপ্রিয় হচ্ছে।

কাপিংয়ের ব্যবহার

ফিটনেস বিশেষজ্ঞ সৌমেন দাস জানাচ্ছেন, মূলত ব্যথা কমানোর জন্য এর ব্যবহার হয়। এ ছাড়া, দেহের কোনও অংশে শক্ত হয়ে থাকা পেশিতে রক্ত চলাচল বাড়িয়ে নমনীয়তা ফেরাতেও কাপিং উপযোগী। অ্যাকনে, একজিমার মতো ত্বকের সমস্যা, দেহে ইনফ্লামেশন, ভ্যারিকোজ ভেন থেকে উপশম মিলতে পারে এই পদ্ধতিতে। তা ছাড়া, এটির মাধ্যমে ডিপ টিসু মাসাজও সম্ভব।

কী ভাবে হয় কাপিং

থেরাপির নাম থেকেই স্পষ্ট, এতে কাপের মতো পাত্রের ভূমিকাই প্রধান। এই কাপ হতে পারে বিভিন্ন আকারের। সাধারণত এগুলি কাচ, মাটি, ধাতু বা বাঁশের তৈরি হয়। মূলত কাপের মধ্যে শূন্যস্থান (ভ্যাকুয়াম) তৈরি করে সেগুলি দেহের নির্দিষ্ট জায়গায় উল্টো করে বসিয়ে দেওয়া হয়। এর ফলে কাপগুলি চামড়ার সঙ্গে এঁটে বসে যায়। এই ভাবে সেগুলি রেখে দেওয়া হয় তিন-চার মিনিট। এর ফলে ওই অংশের শিরাগুলি ফুলে ওঠে, রক্ত চলাচল বাড়ে সেখানে। এর পরে কাপগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। প্রয়োজন বুঝে নির্দিষ্ট সংখ্যার কাপ ব্যবহার করেন থেরাপিস্ট। এ সব ক্ষেত্রে কাপের মধ্যে শূন্যস্থান তৈরি করতে আগুনের ব্যবহার করা হলেও আধুনিক পদ্ধতিতে অনেক সময়েই ব্যবহার করা হয় পাম্প কাপ। এতে যন্ত্রের সাহায্যে কাপের ভিতরের বাতাস বার করে নেওয়া হয়। এ ছাড়া, সিলিকন কাপের ব্যবহার করলে সেগুলি সহজেই ত্বকের উপর দিয়ে টেনে বিভিন্ন জায়গায় সরানো যায়। ডিপ টিসু মাসাজে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়। সৌমেন জানাচ্ছেন, এ ছাড়াও ওয়েট কাপিং নামে একটি পদ্ধতির চল রয়েছে। এতে কাপ বসানোরকিছু ক্ষণ পরে সেগুলি সরিয়েনেওয়া হয়। এর পরে ফুলে ওঠা অংশে ধারালো কিছু দিয়ে অগভীর ভাবে কেটে সামান্য রক্ত বার করে নেওয়া হয়। মনে করা হয়, এতে দেহের টক্সিন সহজেই বেরিয়ে যায়। এর পরে আবার কাপ বসানো হয়। পরে ওই অংশে ওষুধ লাগিয়েহাল্কা করে টেপ বা ব্যান্ডেজ করে দেওয়া হয়।

কারা করাতে পারেন

এই থেরাপি মূলত খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত বা ফিটনেসপ্রেমীরা করিয়ে থাকেন। তবে দ্রুত ব্যথামুক্তির জন্য সকলেই করাতে পারেন এটি। রিউম্যাটিক, অ্যানিমিক রোগীরা, ত্বকের সমস্যা বা মাইগ্রেনে ভোগেন যাঁরা, সকলেই উপকার পেতে পারেন এই থেরাপিতে। যাঁরা দ্রুত ব্যথার উপশম চান, তাঁদের জন্য উপযুক্ত এই থেরাপি।

কী কী সাবধানতা দরকার

কাপিং সাধারণত নিরাপদ হলেও কয়েকটি জিনিস মাথায় রাখা দরকার। একটি বেসরকারি হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত ফিজিয়োথেরাপিস্ট অতনু হালদার বললেন, ''কাপ দিয়ে ভ্যাকুয়াম তৈরির জেরে থেরাপির পরে ত্বকের উপরে গোল দাগ বেশ কিছু দিন থাকে। যাঁরা এই থেরাপি করাতে যাবেন, তাঁদের এই বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে। থেরাপিস্টের অভিজ্ঞতা সম্পর্কে নিশ্চিত হয়ে তবেই যাওয়া উচিত। কারণ, এর জন্য মানবদেহে পেশি, রক্তবাহী শিরা-ধমনীর অবস্থান সম্পর্কে ভাল জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। ওয়েট কাপিংয়ের ক্ষেত্রে সাবধানতা বেশি দরকার, কারণ এতে সংক্রমণের ভয় থাকে। ব্যবহৃত কাপ ও অন্য জিনিস ঠিক মতো জীবাণুমুক্ত করা কি না, খেয়াল রাখতে হবে সেই দিকে।'' এ ছাড়া, কাপ বসানোর সময়ে ব্যথা বা ত্বকের ক্ষতির আশঙ্কাও থাকে। অতনু জানান, কাপের ভ্যাকুয়ামের চাপ সহ্য করার জন্য কারও ত্বক উপযুক্ত কি না, সেই দিকেও খেয়াল রাখতে হবে থেরাপিস্টকে।

কত দিন দরকার

সমস্যার গুরুত্ব বুঝে সেশনের প্রয়োজনীয়তা ঠিক করেন থেরাপিস্ট। সাধারণত, তিন-চারটি সেশনের প্রয়োজন পড়ে। তবে প্রথম বার থেকেই ফল মিলতে শুরু করে বলে জানাচ্ছেন থেরাপিস্টরা।

সমুদ্রের ধারে বৃষ্টি দেখতে দেখতে কাঁকড়া খাবেন, শরীরের কোনও ক্ষতি হবে না তো ?

শুধু বাঙালিরাই নয়, সমুদ্রের ধারে ঘুরতে গেলে অনেকেই মাছের প্রতি আলাদা টান অনুভব করেন। সকালে সমুদ্রস্নান সেরে, বিকেলে সমুদ্রের পারে বসে মাছভাজা খাওয়ার মজাই আলাদা। অনেকেই মনে করেন, সমুদ্রের ধারে যত টাটকা মাছ পাওয়া যায়, তা অন্য কোথাও পাওয়া সম্ভব নয়। এ কথা অস্বীকার করার কোনও উপায় নেই। মাছ বা সামুদ্রিক জীব টাটকা হওয়া সত্ত্বেও যত পেটের রোগ বা অ্যালার্জিজনিত সমস্যা কিন্তু শুরু হয় এই সমস্ত ভাজা খাওয়ার পর থেকেই। তাই চিকিৎসকেরা বলছেন, ঘোরার আনন্দ মাটি না করতে চাইলে এই সব সামুদ্রিক খাবার এড়িয়ে চলাই ভাল।

বর্ষাকালে সামুদ্রিক মাছ খাবেন না কেন? ১) জলজ দূষণ

বৃষ্টির জলে নানা জায়গা থেকে নোংরা, ধুলো-ময়লা সমুদ্রে এসে মেশে। এই দূষণের ফলে মাছ, সামুদ্রিক জীবেরাও সংক্রামিত হয়। এই ধরনের মাছ যতই টাটকা হোক না কেন, তা খেলে পেটের রোগ হতে বাধ্য। ২) পারদ সংক্রমণ বর্ষাকালে আরও একটি সমস্যা হল জলের মধ্যে পারদ মাত্রা বেড়ে যাওয়া। পারদ এমনিতেই বিষাক্ত একটি ধাতু। জলের মধ্যে থাকা এই বিষ মাছেদের শরীরে সহজেই থেকে যায়। টুনা, তরয়াল বা হাঙর প্রজাতির বড় মাছের মধ্যে এই ধরনের সংক্রমণ বেশি দেখা যায়। কোন মাছে এই বিষ ঢুকে রয়েছে, তা বাইরে থেকে দেখলে একেবারেই বোঝা যায় না। ফলে এই ধরনের মাছ থেকে সংক্রমণের ঝুঁকি থেকেই যায়।

৩) অ্যালার্জির ভয় সামুদ্রিক খাবার থেকে অনেকেরই অ্যালার্জি হয়। এই সমস্যা কিন্তু বেড়ে যেতে পারে বর্ষায়। যে হেতু এই সময়ে শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম থাকে তাই চট করে এই ধরনের সমস্যা প্রভাব ফেলতে পারে। এ ছাড়াও বর্ষাকালে পরজীবীদের সংখ্যাও বেড়ে যায়। জলের মধ্যে থাকা মাছেদের শরীর থেকে সহজেই তা মানবদেহে প্রবেশ করতে পারে। ফলে পেটব্যথা, বমি, পেটখারাপের মতো সমস্যা হতেই পারে।

ক্যালশিয়ামের কমবেশি

প্রত্যেক দিনের খাদ্যচাহিদায় ক্যালশিয়ামের গুরুত্বের কথা কমবেশি সকলেই জানি আমরা। কিন্তু তার কতটা পূরণ হয় রোজ? যাঁরা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেন, তা অন্য কোনও বিপদ ডেকে আনবে না তো? যাঁরা দুধ কিংবা দুগ্ধজাত খাবার খেতে পারেন না, তাঁরাই বা কী ভাবে ক্যালশিয়ামের জোগান নিশ্চিত করবেন? এমনই সব প্রশ্নের সমাধান জেনে রাখা দরকার।

খেতে হবে মাপসই

দুগ্ধজাত খাবার, মাছ, সবুজ আনাজ, ফলের মধ্যে কমলালেবু, পিয়ার, বেরি, কিউয়িতে ক্যালশিয়াম পাওয়া যায় প্রচুর পরিমাণে। ক্যালশিয়ামসমৃদ্ধ খাবার নিয়মিত খেতে হবে। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে এ কথা বেশি করে প্রযোজ্য। তাঁরা অনেক সময়েই দুধ, দই, ছানা, ডিম ইত্যাদি সন্তানকে খাওয়ালেও নিজেরা খান না। ফলে চল্লিশের আশপাশ থেকেই অস্টিয়োপোরোসিসের মতো চেনা সমস্যা দেখা যায় ঘরে ঘরে। শুরু হয় ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নেওয়া।

ডায়াটিশিয়ান সুবর্ণা রায়চৌধুরী বললেন, ১৯ থেকে ৫০ বছর বয়সিদের ক্যালশিয়ামের প্রয়োজনীয়তা প্রত্যেক দিন কমবেশি ১০০০ মিলিগ্রাম। ৫১ থেকে ৭০ বছর বয়সি মহিলাদের এই প্রয়োজনীয়তা আবার ১২০০ মিলিগ্রাম। আড়াইশো মিলিলিটার দুধ, একটা ডিম, একশো-দেড়শো গ্রাম মাছ, একটু শাক-আনাজ আর একটা ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট নিলেই এই চাহিদা রোজ মিটিয়ে ফেলা সম্ভব। এ বার প্রশ্ন হল, এই সাপ্লিমেন্ট নেওয়ার সময়ে আমরা খেয়াল করি কি যে, তাতে ক্যালশিয়ামের মাত্রা কতখানি? ট্যাবলেট যদি ৫০০ মিলিগ্রামের হয়, তা হলে খাবার সেই মতো ব্যালান্স করতে হবে। অতিরিক্ত হলে হিতে বিপরীত হতে পারে।

অতিরিক্ত ভাল নয়

মাত্রাতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করলে তা থেকে হতে পারে ক্যালশিয়াম ডিপোজিট। গলব্লাডার স্টোন, কিডনি স্টোন থেকে শুরু করে হার্টের সমস্যার মতো কঠিন অসুখও ডেকে আনতে পারে তা। বমি ভাব, গা হাত পা ফুলে যাওয়ার মতো প্রাথমিক লক্ষণ দেখা দিলেই সতর্ক হোন। খাবার এবং সাপ্লিমেন্ট মিলিয়ে অতিরিক্ত ক্যালশিয়াম শরীরে প্রবেশ করছে না তো?

গর্ভাবস্থায় অনেকেই ভালমন্দ খাওয়ার পাশাপাশি ক্যালশিয়াম সাপ্লিমেন্ট খান। সঙ্গে অনেকে পাউডার বেসড ভিটামিন-মিনারেল সাপ্লিমেন্টও খেয়ে থাকেন। দৈনিক ১০০০ মিলিগ্রামের চাহিদা কোনও ভাবে পূরণ হয়ে গেলেই আর সাপ্লিমেন্টের দরকার পড়ে না, এটা মাথায় রাখা জরুরি। একটানা কোনও সাপ্লিমেন্ট খাওয়াই উচিত নয়। মাসতিনেক খেয়ে একটু বিরতি দিয়ে আবার শুরু করতে পারেন। সেই সময়ে খাবারের মাধ্যমে দৈনিক চাহিদা যাতে পূরণ হয়, সে দিকেও খেয়াল রাখতে হবে।

দুধ না খেলে

ল্যাকটোজ ইনটলারেন্টরা সরাসরি দুধ খেতে না পারলেও দই, ছানা, চিজ বা অন্য দুগ্ধজাত খাবারের মাধ্যমে ক্যালশিয়াম পেতে পারেন। আবার দুগ্ধজাত কোনও খাবারই খেতে পারেন না যাঁরা, তাঁরা বেছে নিন সয়া-বেসড খাবার। সয়া মিল্ক, টোফু ইত্যাদির মাধ্যমে ক্যালশিয়ামের চাহিদা পূরণ হতে পারে।

শুধু ক্যালশিয়াম কেন, সব ধরনের খাবারের ক্ষেত্রেই ব্যালান্স রেখে ডায়েট তৈরি করা উচিত। তা হলে শরীরও থাকবে ভাবনাহীন।

হেঁশেলের তাকে লুকিয়ে থাকা আরশোলা

হেঁশেলে আরশোলার উপদ্রব কমবে বলে পুরনো হেঁশেলের ভোল বদলে ''মডিউলার'' করে ফেলেছেন। কিন্তু সমস্যা যে কে সেই। উল্টে আরশোলারা লুকোনোর জন্য প্রচুর জায়গা পেয়েছে। তার উপর এখন বর্ষাকাল। রান্নাঘরে খাওয়া এবং থাকার ব্যবস্থা করতে পারলে তারাও খানিকটা নিশ্চিন্ত হতে পারে। কিন্তু সমস্যা হল এই আরশোলা এবং নানা রকম পোকামাকড়ের ঠেলায় সেখানে খাবার জিনিস খুলে রাখাই দায়।

ঝুড়িতে রাখা আলু, প্যাকেটে রাখা পাউরুটি সবই অর্ধেকটা করে খেয়ে রেখে দিচ্ছে। লক্ষ্মণরেখা টেনেও কোনও লাভ হচ্ছে না। আর কোনও উপায় আছে কি?

১) পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে হবে

হেঁশেল থেকে আরশোলা এবং বিভিন্ন পোকামাকড়ের অত্যাচার প্রতিরোধ করতে গেলে প্রথমেই পরিচ্ছন্নতার দিকে নজর দিতে হবে। খাবারের উচ্ছিষ্ট, খাবার-সহ প্যাকেটের মুখ খুলে রেখে দেওয়া, খাবার নিতে গিয়ে মেঝেতে ছড়িয়ে রেখে দিলে কিন্তু আরশোলাদের আটকানো যাবে না।

২) ঢোকার মুখ বন্ধ করতে হবে

যে যে জায়গা দিয়ে পোকামাকড় ঢুকতে পারে, সেই সমস্ত প্রবেশপথ বন্ধ করে দিতে হবে। নিয়মিত পরিষ্কার রাখতে হবে হেঁশেলের সঙ্গে যুক্ত সমস্ত নালিমুখ।

৩) প্রাকৃতিক রেপেলেন্টস

আরশোলা উপদ্রব কমাতে প্রাকৃতিক রেপেলেন্ট ব্যবহার করতে পারেন। জলের সঙ্গে পিপারমেন্ট অয়েল মিশিয়ে বাড়িতেই তৈরি করে ফেলতে পারেন স্প্রে। রান্নাঘরের প্রতিটি কোণে ছড়িয়ে রাখলে এই তেলের গন্ধে আরশোলা ধারেকাছে আসতে সাহস পাবে না।

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে নিয়ম মেনে পরিষ্কার করতে হবে মুখ

সাধ্যের মধ্যে যত রকম প্রসাধনী রয়েছে, প্রায় সবই এক বার করে মেখে ফেলেছেন। সুন্দর, নিটোল, ব্রণহীন, দাগ-ছোপহীন ত্বক পাওয়ার ইচ্ছে থাকে সকলেরই। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেই তো আর তা পূরণ হয় না। নামীদামি প্রসাধনী মেখেও সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ত্বকের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন প্রসাধনী ব্যবহার করলেই যে ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল থাকবে এমনটা নয়।

সেই প্রসাধনীগুলি ত্বকে মাখার পর ঠিক মতো কাজ করতে পারছে কি না, তা দেখা জরুরি। সারা দিন বাইরে থেকে ঘুরে তেল, ধুলো-ময়লা জমে থাকা মুখে যতই নামীদামি প্রসাধনী মাখুন না কেন, তা কোনও উপকারেই আসবে না। তাই ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে নিয়ম মেনে মুখ পরিষ্কার করতে হবে।

১) দিনে দু'বার

ত্বকের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে গেলে অন্তত পক্ষে দিনে দু'বার মুখ পরিষ্কার করতেই হবে। অনেকেই মনে করেন, রাতে মুখ পরিষ্কার করেই ঘুমোতে গিয়েছেন। তা হলে ঘুম থেকে উঠে আবার মুখ পরিষ্কার করার প্রয়োজন কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, রাতে ঘুমের মধ্যেও ত্বকের গ্রন্থি থেকে সেবাম উতন্ন হয়। তার উপর কোনও প্রসাধনী মাখলে তা কোনও কাজে আসবে না। তাই মুখ পরিষ্কার করতেই হবে।

২) উষ্ণ গরম জল

মুখ পরিষ্কার করতে ঠান্ডা বা গরম নয়, ঈষদুষ্ণ জল ব্যবহার করতে বলছেন বিশেষজ্ঞরা। খুব গরম জল ব্যবহার করলে ত্বক শুষ্ক হয়ে পড়তে পারে। আবার ঠান্ডা জলের ব্যবহারে ত্বক থেকে তেল বা ধুলো-ময়লা পুরোপুরি পরিষ্কার হতে পারে না।

৩) কোমল হাতে

সারা দিন কাজ করার পর রাতে মুখ পরিষ্কার করার সময়ে অনেকেই অধৈর্য পড়েন। তাড়াতাড়ি কাজ সারার জন্যে যা হোক করে মুখে ফেসওয়াশ মেখে, ধুয়ে নেন। অনেকে আবার মুখ থেকে ধুলো-ময়লা তোলার জন্যে শক্ত হাতে মুখে স্ক্রাব ঘষেন। যার ফলে ত্বক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৪) মেকআপ তুলতে হবে

বাড়ি ফিরে ক্লান্ত লাগলেও মুখে মেকআপ তুলতে হবে। মেকআপের এতটুকু অংশ যেন মুখে লেগে না থাকে। না হলে ত্বকের উন্মুক্ত রন্ধ্রগুলি বন্ধ হয়ে সেখানে ব্রণ দেখা দিতেই পারে।

৫) ময়েশ্চারাইজার তবে মুখ পরিষ্কার করার পরে কিন্তু ময়েশ্চারাইজার মাখতে ভুলবেন না। ফেসওয়াশ যতই মাইল্ড হোক, তা ত্বকের স্বাভাবিক তেলের পরিমাণ কিছুটা হলেও কমিয়ে দেয়। ফলে আর্দ্রতার অভাব হতেই পারে। তাই মুখ ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মুখে ময়েশ্চারাইজার মেখে নেওয়া জরুরি।

রেলওয়ে পরিকাঠামো নির্মানে গতি আনতে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা ৮ টি নতুন রেলওয়ে লাইন প্রকল্পের অনুমোদন দিল

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় কেবিনেটের অর্থ নীতি সংক্রান্ত কমিটি,রেলওয়ে মন্ত্রকের আনুমানিক ২৪ হাজার ৬৫৭ কোটি টাজার ৮ টি নতুন প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে। প্রকল্পগুলোর কাজ ২০৩০-৩১ অর্থ বছরে শেষ করার লক্ষ্য মাত্রা। প্রস্তাবিত এই নতুন রেল প্রকল্পগুলোর উদ্দেশ্য, সরাসরি রেল সংযোগ স্থাপন, গতিশীলতা বাড়ানো , আনুসাকি খরচ কমানো , তেল আমদানি হ্রাস করা এবং কার্বন- ডাই- অক্সাইডের নির্গমন হ্রাস করা।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নতুন ভারতের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে, এই প্রকল্পগুলো নেওয়া হয়েছে, যার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ব্যাপক উন্নয়নের মাধ্যমে এই অঞ্চলের জনগণের ক্ষমতায়ন, তাদের 'আত্মনির্ভর করে তোলা, কর্মসংস্থান এবং স্ব-রোজগারের সুযোগগুলোকে কাজে লাগানো ।নতুন এই ৮ প্রকল্প ৭ রাজ্যের ১৪ জেলা অন্তর্ভুক্ত করবে। রাজ্যগুলো হল, ওড়িষা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, ঝাড়খন্ড, বিহার, তেলেঙ্গানা, এবং পশ্চিমবঙ্গ। এই প্রকল্পে নতুন ৯০০ কিলোমিটার রেল লাইন হবে, তার বাইরে ৬৪ টি নতুন রেল ষ্টেশন হবে। রাজ্যগুলোর ছয়টি এসপাইরেশনাল জেলা (পূর্ব সিঙ্গভূম, ভদ্রর্দি, কোথাগুডেম, মালকাঙ্গিরি, কালাহান্ডি নবরঙপুর এবং রায়াগাড়া) - এই প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত হবে। ৫১০ টি গ্রামের প্রায় ৪০ লাখ লোক উপকৃত হবেন। নতুন এই রেলপথ পন্য পরিবহন বিশেষত কৃষিপণ্য, কৃষিসার, কয়লা, আকরিক লোহা, ইস্পাত, সিমেন্ট, বক্সাইট চুনাপাথর এলুমিনিয়ামচূর্ণ, গ্র্যানাইট , পাথর টুকরো ইত্যাদি পরিবহনে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। প্রকল্পগুলোর কাজ শেষ হলে, অতিরিক্ত ১৪৩ এমটিপিএ (মিলিয়ন টন প্রতি বছর) পণ্য পরিবহণ করা যাবে।

রেলওয়ে, পরিবেশবান্ধব এবং জ্বালানি সাশ্রয়কারী এক উপযুক্ত পরিবহন মাধ্যম হওয়ায়, জলবায়ু পরিবর্তনের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষায় লক্ষ্য পুরনে সহায়ক ভুমিকা নেবে। দেশের পরিবহন ব্যয় হ্রাস করবে, ৩২.২০ কোটি লিটার জ্বালানি তেল আমদানি হ্রাস করবে এবং ০.৮৭ মিলিয়ন টন কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন হ্রাস করবে, যা ৩.৫ কোটি গাছ লাগানোর সমতুল্য ।ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান অজন্তা গুহাকে ভারতীয় রেলওয়ে নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত করা হবে, যাতে বিপুল সংখ্যক পর্যটক সুবিধা পাবেন। এই প্রকল্পগুলি পিএম-গতি শক্তির বহুমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থার অন্তর্গত একটি জাতীয় মাস্টার প্ল্যান। যা সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে যাত্রী ও পণ্য পরিষেবায় নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ রক্ষা করবে।কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন গত ২৩ শে জুলাই, ২৪ সংসদে, মূলধনী খাতে রেকর্ড পরিমান অর্থের সংস্থান রেখে যে বাজেট পেশ করেছিলেন তাতে রেলওয়ের জন্য ২ লক্ষ ৬২ হাজার ২০০ কোটি টাকার বরাদ্দ রাখা হয়েছে। একই সময়ের জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ২ লক্ষ ৬২ হাজার ২০০ কোটি টাকার নির্ধারণ করা হয়েছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে ছিল ২ লক্ষ ৪০ হাজার ২০০ কোটি টাকা। উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০১৩-১৪ সালে যেখানে বরাদ্দ ছিল মাত্রই ২৮ হাজার ১৭৪ কোটি টাকা।

বাংলার কীর্তনের ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগী হবে সংস্কার ভারতী

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি.স.) : বাংলার কীর্তনের ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগী হলো সংস্কার ভারতী। রবিবার কলকাতার বাগবাজার গৌড়ীয় মঠ সভা কক্ষে আয়োজিত ৩৭ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় এমনই প্রস্তাব গ্রহন করলো সংস্কার ভারতী পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতি।

বাংলায় কীর্তনের বহু রূপ। লীলা, পদাবলী, রাসলীলা-সহ নানা নামে কীর্তন পরিবেশন করেন বাংলার শিল্পীরা। কিন্তু খাতায়কলমে এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার কীর্তনকে ধ্রুপদী সঙ্গীত হিসেবে স্বীকৃতি দেয়নি। বাংলার কীর্তনের ধ্রুপদী স্বীকৃতির জন্য উদ্যোগী হবে সংস্কার ভারতী।বাংলার নিজস্ব শাস্ত্রীয় সঙ্গীত কীর্তনের কপালে শুধুই অবহেলা জুটেছে। অথচ চর্যাপদে যে প্রবন্ধগীতির উল্লেখ রয়েছে, তারই পরবর্তী রূপ বাংলার কীর্তন। এই প্রবন্ধসঙ্গীত থেকেই ধ্রুপদ, ধামার প্রভৃতির উৎপত্তি এবং সেগুলি শাস্ত্রীয় মর্যাদা পেয়েছে। তা হলে বাংলার কীর্তন শাস্ত্রীয় মর্যাদা পাবে না কেন? এই নিয়েই সোচ্চার হচ্ছে দেশের সর্ব বৃহৎ সাংস্কৃতিক সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমিতি। বিভিন্ন রাজ্যের সরকার নিজস্ব প্রাদেশিক সংস্কৃতির ধ্রুপদী মর্যাদার জন্য কেন্দ্রের কাছে দাবি জানায়। তার ভিত্তিতেই কেন্দ্র পদক্ষেপ করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বাংলার কোনও সরকারই কোনও দিন সেই দাবি তোলেনি। ফলে বঞ্চিত হচ্ছেন রাজ্যের হাজার হাজার শিল্পীরা।বাংলা সঙ্গীতের আদি ধারা কীর্তনের জন্য এবার তদবীর করবে অখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান সংস্কার ভারতী।এদিনের বৈঠকে দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের ১৪ টি জেলা থেকে ৭০ জন শিল্পী অংশ গ্রহন করেন। সকলের উপস্থিতিতে এবার ৫টি প্রস্তাব গ্রহন করেছে। তার মধ্যে অবশ্যই উল্লেখযোগ্য "বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্ক" দাবি কে বাংলায় প্রতিষ্ঠা দেওয়া। সংগঠনের গৃহীত প্রস্তাবে উল্লেখ করা হয়েছে, 'স্বাধীন সার্বভৌম গৌড়ের শাসক শশাঙ্ক নিজের শাসনকালের সূচনাকে স্মরণীয় করে রাখতে সূর্যসিদ্ধান্ত ভিত্তিক বর্ষপঞ্জী বঙ্গাব্দের সূচনা করেন।সেখান থেকেই বঙ্গাব্দের প্রবর্তন হয়। তাই বঙ্গাব্দের প্রবর্তক মহারাজা শশাঙ্ক। এই ইতিহাস সত্য সিদ্ধান্তকে বাংলার সংস্কৃতি মহলে পৌঁছে দিতে সংস্কার ভারতী বদ্ধপরিকর। ইতিমধ্যেই বাংলার বুকে প্রথম মহারাজা শশাঙ্ক ভাস্কর্য নির্মাণ করেছে সংস্কার ভারতী। পাশাপাশি গৌড়ীয় নৃত্য ভারতীয় বাঙালি ঐতিহ্যগত শাস্ত্রীয় নৃত্যকলা, যা ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাচীনকালে বঙ্গীয় অঞ্চলের মন্দিরগুলিতে উদ্ভূত হয়েছিল। গৌড়ীয় নৃত্য বঙ্গের প্রাচীন কাব্যকারদের দ্বারা উল্লেখিত হয়েছে।এই গৌড়ীয় নৃত্যের শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি চায় সংস্কার ভারতী।এছাড়াও বাংলার নাট্যদলগুলির মাধ্যমে "কালচারাল মার্কসজ" যে ভাবে দীর্ঘ দিন ধ"রে বাসা বেঁধে আছে। তার বিরুদ্ধে আমাদের বৈচারিক লড়াই জারি থাকবে বলে দাবি করেছে সংস্কার ভারতী। ইতিমধ্যেই আমরা সম মনভাবাপন্ন ৫৫টি দলকে এক ছাতার তলায় আনার দাবি করেছে। সংগঠন চায়, কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন অনুদান পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলের নাট্যদলগুলি পেতে থাকুক। তার জন্য উদ্যোগী হবে সংস্কার ভারতী।বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতি স্বরূপ প্রসাদ ঘোষ, সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত, সহ সাধারণ সম্পাদক অমিত দে, কোষাধ্যক্ষ গোপাল কুণ্ডু নাম ঘোষণা হয়।সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তের সাধারণ সম্পাদক তিলক সেনগুপ্ত বলেন, 'আগামী দিনে সংস্কার ভারতী কীর্তন সম্মেলনের উদ্যোগে নেবে।'

করিমগঞ্জে ভিএইচপির দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠক, বাংলাদেশে নির্যাতিত হিন্দুদের জন্য জারি হেল্পলাইন

করিমগঞ্জ (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : বিশ্বহিন্দু পরিষদ দক্ষিণপূর্ব প্রান্তের দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠক সম্পন্ন হয়েছে করিমগঞ্জে।শনিবার সন্ধ্যায় করিমগঞ্জ সরস্বতী বিদ্যা নিকেতনের প্রেক্ষাগৃহে প্রদীপ প্রজ্বলন করে এর সূচনা করেছিলেন প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক, ক্ষেত্র ধর্ম প্রসার ও প্রমুখ পূর্ণচন্দ্র মণ্ডল এবং প্রান্ত সম্পাদক সমীর দাস। দুদিবসীয় ষাণ্মাসিক যোজনা বৈঠকের আজ রবিবার দ্বিতীয় দিন উপস্থিত ছিলেন ক্ষেত্র সংগঠন মন্ত্রী ড় দীনেশ তিওয়ারি। দুদিনের বৈঠকে বিগত দিনের কাজকর্মের পর্যালোচনা, প্রান্ত ও জেলার বৃত্ত নিবেদন সহ আগামী দিনের যোজনা বা পরিকল্পনা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।বাংলাদেশে হিন্দু ও অন্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর সংগঠিত নানা ধরনের নির্যাতনের ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বিশ্বহিন্দু পরিষদের কর্মকর্তারা। প্রান্ত সম্পাদক সমীর দাস বলেন, বাংলাদেশে নির্যাতনের শিকার সংখ্যালঘুদের জন্য একটি হেল্পলাইন খোলা হয়েছে। এটি (০০৯১)(০১১) ২৬১০৩৪৯৫। এই হেল্পলাইন নম্বরে যে কোনও নিপীড়িত, লাঞ্ছিত, নির্যাতিত বাংলাদেশে বসবাসকারী বা অবস্থানরত হিন্দু ভাই-বোন ভিএইচপি-র সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রাপ্ত আবেদনের ভিত্তিতে ভিএইচপি ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের সাথে সমন্বয় করে তাঁদের যথাসম্ভব সর্বতোভাবে সাহায্য করার চেষ্টা করবে।এছাড়া নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন (সিএএ) নিয়েও আলোচনা হয়েছে বৈঠকে। বিশ্বহিন্দু পরিষদের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আগামী ২৪ আগস্ট থেকে ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত নানা কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে বলে জানান প্রান্ত সভাপতি শান্তনু নায়েক।এদিন উত্তর-পূর্বাঞ্চল জনজাতি সেবা সমিতির ২০২১-২৩-এর প্রতিবেদনের উন্মোচন করেন প্রান্ত সংগঠনমন্ত্রী দিলীপ দেব, সভাপতি শান্তনু নায়েক ও সম্পাদক সমীর দাস।

আগামী দুই বছরে দেশের সমস্ত সমবায় চিনি কল ইথানল উৎপাদন করতে চলেছে: অমিত শাহ

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী অমিত শাহ শনিবার নয়াদিল্লিতে "ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরিজ লিমিটেড"র (এনএফসিএসএফ) "সুগার ইন্ডাস্ট্রি সিম্পোজিয়াম অ্যান্ড ন্যাশনাল এফিসিয়েন্সি অ্যাওয়ার্ডস ২০২২-২৩" অর্থাৎ "চিনি শিল্প সিম্পোজিয়াম এবং জাতীয় দক্ষতা পুরস্কার ২০২২-২৩" অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষে অমিত শাহ সমবায়ের আটটি ক্ষেত্রে সমবায় চিনি কলগুলিকে জাতীয় দক্ষতা পুরস্কার প্রদান করেন। অমিত শাহ তাঁর ভাষণে বলেন, আমাদের দেশ দীর্ঘকাল থেকেই সমবায় আন্দোলনের সাক্ষী এবং সমবায়গুলি আমাদের সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। গুজরাট, মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু এবং কর্ণাটক সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য এক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছে। তিনি বলেন, স্বাধীনতার পর সমবায় আন্দোলনের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন আসেনিঊ আর সেজন্য এটি কয়েকটি রাজ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। শ্রী শাহ বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি পৃথক সমবায় মন্ত্রক গঠন করেছেন। তার পর থেকে সমবায় ক্ষেত্রে অনেক কাজ হয়েছে।কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র ও সমবায় মন্ত্রী বলেন, গত ১০ বছরে প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে দেশ প্রতিটি ক্ষেত্রে এগিয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৩-১৪ সালে আখ উৎপাদনের এলাকার পরিমাণ ছিল ৫ মিলিয়ন হেক্টরঊ যা মাত্র ১০ বছরে ১৮ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৬ মিলিয়ন হেক্টর হয়েছে। আখ উৎপাদনের ক্ষেত্রে ২০১৩-১৪ সালে যেখানে ৩৫ কোটি ২০ লক্ষ টন উৎপাদন ছিল, সেখানে তা আজ ৪০ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ৪৯ কোটি ১ লক্ষ টন হয়েছে। চিনি উৎপাদনে তাই ৫৮ু রেকর্ড পরিমাণ বৃদ্ধি হয়েছেঊঅন্যদিকে ইথানল উৎপাদনের ক্ষেত্রে চিনির ডাইভারশন ২০১৩-১৪ সালে ছিলই না, সেখানে আজ ৪.৫ মিলিয়ন টন চিনি ইথানল উৎপাদনের জন্য অনুমোদিত হয়েছে। চিনি শিল্প থেকে আগে ৩৮ কোটি লিটার ইথানল পাওয়া যেত এবং এর ব্যবহার সীমিত ছিলঊ আজ তা বেড়ে ৩৭০ কোটি লিটার হয়েছে। শ্রী শাহ বলেন, এই সমস্ত কিছুরই মুনাফা সরাসরি কৃষকদের পকেটে গিয়েছে। অমিত শাহ বলেন, মোদী সরকারের ইথানল মিশ্রণ সংক্রান্ত নীতিগত সিদ্ধান্তের ফলে পেট্রোলের আমদানির ব্যয় কমেছে, পরিবেশের উন্নতি হয়েছে, কৃষকরা উপকৃত হয়েছেন এবং চিনি কলগুলির মুনাফা বেড়েছে। তিনি বলেন, মোদী সরকার ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ায় চারটি ক্ষেত্রে বহুমুখী সুবিধা সুনিশ্চিত হয়েছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী নিজে প্রতি তিন মাস অন্তর মন্ত্রিসভার সদস্যদের পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্তের মাধ্যমে এই বিষয়টির ওপর নজর রাখছেন এবং সে কারণেই সময়ের আগে ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা সম্ভব হয়েছেঊ কেন্দ্রীয় সমবায়মন্ত্রী বলেন, যেহেতু জৈব-জ্বালানি বা বায়ো-ফুয়েলের মিশ্রণের বিষয়টি নিয়ে বিশ্বব্যাপী সচেতনতা তৈরি হবে, তখন তা আমাদের আখচাষি ও চিনি কলগুলির অনেক উপকারে আসবে। শ্রী শাহ বলেন, "মোদীজি ২০৩০ সালের মধ্যে ২০ শতাংশ ইথানল মিশ্রণের লক্ষ্য স্থির করেছেনঊ কিন্তু আমরা ২০২৫-২৬ সালের মধ্যে এই লক্ষ্য অর্জন করতে পারবঊ" তিনি বলেন, প্রায় ৫০০০ কোটি লিটার পেট্রোলের বিক্রির সঙ্গে ১০০০ কোটি লিটার ইথানলের প্রয়োজন হবে। অমিত শাহ বলেন, সরকার বহুমাত্রিক জৈব জ্বালানি উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপনের জন্য সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দিতে প্রস্তুত। তিনি বলেন, "ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে সমস্ত কৃষকের কাছ থেকে নাফেড (এনএএফইডি) ১০০ শতাংশ ভুট্টা ও ডাল সংগ্রহ করবে। সরকার ভুট্টা এবং বাঁশ থেকে তৈরি ইথানলের জন্য সর্বোচ্চ হার নির্ধারণ করেছে, প্রতি লিটারে ৭১.৮৬ টাকা।তিনি বলেন, সমবায় চিনি কলগুলি ২০২২-২৩ সালে ইথানল সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রায় ৮ু অবদান রেখেছেঊ এটাকে বৃদ্ধি করে ২৫ু পর্যন্ত বাড়াতে হবে। তিনি বলেন, সরকার, প্রযুক্তি, উদ্ভাবনা ও বাজারের পরিস্থিতির সঙ্গে চিনি কলগুলোর একটা সংযোগ রাখার ক্ষেত্রে কাজ করছে "ন্যাশনাল ফেডারেশন অফ কো-অপারেটিভ সুগার ফ্যাক্টরিজ লিমিটেড" (এনএফসিএসএফ)ঊ তিনি বলেন, এই সংস্থাটি বর্তমানে ২৫৯টি চিনি কলের একটি ফেডারেশন এবং এর সঙ্গে বিভিন্ন রাজ্যের নয়টি ইউনিয়ন যুক্ত আছেঊ তাই এটি প্রসারিত করা উচিত। শ্রী শাহ বলেন, ১০ বছরের পথনির্দেশে সারা দেশে আখ বপনের ক্ষেত্রগুলোকে ম্যাপিং করে সমবায় চিনি কলগুলির সংখ্যা বাড়ানো উচিত। এই ক্ষেত্রে চিনি উৎপাদনের সমস্ত লাভ যাতে কৃষকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে পৌঁছায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিতঊ অমিত শাহ বলেন, সমবায় মন্ত্রক গঠনের পর চিনি কলগুলির জন্যও সরকার অনেক কিছু করেছে। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী মোদী চিনি কলগুলিকে প্রায় ২০ বছর ধরে বকেয়া থাকা ১৫ হাজার কোটি টাকা করের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছেন। এর পাশাপাশি চিনি কলগুলিকে শিল্পের সমতুল্য করে তোলা হয়েছেঊ তছাড়া 'জাতীয় সমবায় উন্নয়ন নিগম' (এনসিডিসি)-এর ঋণ প্রকল্পে ১০০০ কোটি টাকার অনুদান অনুমোদিত হয়েছে, যা আগামী তিন বছরে ১০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত ঋণ দিতে সক্ষম হবে। শ্রী শাহ বলেন, ঝোলাগুড়ের (মোলাসেস) ওপর জিএসটি ২৮ু থেকে কমিয়ে ৫ু করার কাজ সরকার করেছে। তিনি বলেন, ভবিষ্যৎ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে এনএএফইডি, কেআরআইবিএইচসিও, আইএফএফসিও সহ অন্যরা একটি লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে যে, এই প্রতিষ্ঠানগুলি আগামী দুই বছরে তাদের টার্নওভার ২৫ু বৃদ্ধি করবে।কেন্দ্রীয় সমবায় মন্ত্রী বলেন, আমরা যেখানে এখন আছি, সেখান থেকে তখনই সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি, যখন আমরা বিশ্বাস করি যে, আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারিঊ তিনি বলেন, আগামী দুই বছরের মধ্যে এনএফসিএসএফ-এর অধীনে থাকা সমস্ত চিনি কলগুলি ইথানল উৎপাদক হয়ে উঠবে, এটাই এনএফসিএসএফ-এর লক্ষ্য হওয়া উচিত।

শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম আত্ম বলিদান দিবস উদযাপন মহাবনিতে

কেশপুর ১১ আগস্ট (হি.স.): বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম আত্ম বলিদান দিবস পালিত হলো তাঁর নিজ জন্মভূমি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেশপুর ব্লকের মোহনী গ্রামে। রবিবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিতে মাল্যদান এবং পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদিরাম বসুর আত্ম বলিদান দিবস উদযাপন করা হয়।পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথ্যসংস্কৃতি দফতরের পক্ষ থেকে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর আত্মবলিদান দিবস উদযাপনের আয়োজন করা হয়। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা তথ্য সংস্কৃতি দফতর ও জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে বীর বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর জন্মস্থানে আয়োজিত হয় বিভিন্ন ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের। অন্যান্য বছরের ন্যায় এবছরও বীর বিপ্লবী শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মূর্তিতে মাল্যদান করে তাঁকে শ্রদ্ধা জানান জেলা প্রশাসন ও ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা। বীর বিপ্লবীর আত্ম বলিদান দিবসে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি প্রতিভা মাইতি, পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দফতরের প্রতি মন্ত্রী শিউলি সাহা এবং জেলা ও ব্লক আধিকারিকেরা। শিউলি সাহা বলেন পরাধীন দেশকে স্বাধীন করতে গিয়ে বীর বিপ্লবী যেভাবে তার জীবনকে দেশ মাতৃকার চরণে উৎসর্গ করেছেন তা আমাদের চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রকাশিত হলো ইতিহাসের আলোকে রামনগর

দিঘা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : সমুদ্র উপকূলবর্তী শহর রামনগর। স্বাধীনতা সংগ্রামের এক পিঠস্থান। বীরপুলের পাশেই গড়ে উঠেছে রামনগর শহর। ঐতিহ্যের রীতি ও ধারা বহন করে এগিয়ে চলেছে রামনগর শহর। স্বাধীনতার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে রামনগর শহরের বিবর্তন হয়েছে অনেক। ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক বাহক এই রামনগর। সম্পাদক শিক্ষক তপন কুমার রঞ্জিত ও প্রদীপ কুমার জানার হাত ধরে ইতিহাসের আলোকে রামনগর এই বইটি প্রকাশিত হলো রামনগরে। রামনগর এলাকার বহু সাহিত্যিক ও জ্ঞানী-গনিশন এই বইতে তাদের কলম ধরেছেন। রামনগর এলাকার বিভিন্ন প্রান্তের বহু তথ্য উঠে এসেছে এই বইতে। এই বই রামনগর ইতিহাসের এক অসাধারণ দলিল স্বরূপ। এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে রামনগর বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সভা গৃহে প্রকাশিত হয় এই নতুন বই। স্বাধীনতার দিক থেকে যেমন রামনগর এক বিশেষ স্থান অন্যদিকে বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ও ঐতিহ্যের ধারা নিয়ে এখনও সমোজ্জ্বল রামনগর।

অনুপ্রবেশ রুখতে কড়া নজরদারি ঘোজাভাঙা সীমান্তে বসানো হল একাধিক সিসিটিভি ক্যামেরা

ঘোজাডাঙা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : ভারতীয় সীমান্তে কড়া নজরদারি চালাতে বিএসএফের পক্ষ থেকে ঘোজাডাঙা এলাকায় লাগানো হল অত্যাধুনিক মানের সিসিটিভি ক্যামেরা। ঘোজাডাঙ্গা চেকপোস্টের কাছে পাঁচটি সিসিটিভি ক্যামেরা লাগানো হয়েছে। সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে যে সমস্ত মানুষেরা যাতায়াত করছেন তাঁদের উপর কড়া নজরদারি চালানো হবে এই ক্যামেরার সাহায্যে।

নাইট ভিশন এই ক্যামেরার সাহায্যে খুব সহজেই রাতের অন্ধকারে যাতায়াতকারীদের উপর খুব সহজেই নজরদারি চালানো যাবে। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশে যদি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে, সেই অপ্রীতিকর ঘটনার জেরে যাতে অনুপ্রবেশকারীরা এদেশে প্রবেশ করতে না পারেন তার জন্যই এই কড়া ব্যবস্থা। তার পাশাপাশি ঘোজাডাঙ্গা চেকপোষ্টে চলছে কড়া নজরদারি ও চেকিং।

৬টি পদক জিতে নীরজ-মনুদের অলিম্পিক অভিযান শেষ

প্যারিস, ১১ আগস্ট (হি.স.): গ্রেটেস্ট শো অন আর্থের শেষ দিন রবিবার। এবারের প্যারিস অলিম্পিক থেকে মোট ৬টি পদক জিতেছেন ভারতীয় অ্যাথলিটরা। রবিবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভারতের পতাকাবাহক হবেন জোড়া পদকজয়ী মনু ভাকের এবং হকিতে পদকজয়ী শ্রীজেশ।শনিবার কোয়ার্টার ফাইনালে ভারতের শেষ আশা ছিল কুস্তিগির ঋতিকা হুডা। মহিলাদের ৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল কুস্তিতে অবশ্য এর পরেও একটা পদকের আশা ছিল। ঋতিকা কুস্তির সেমিফাইনালে উঠেই হেরে যান। আর গলফেও ফাইনাল রাউন্ডে অদিতি অশোক এবং দীক্ষা ডাগর হেরে যান। যথাক্রমে ২৯তম এবং ৪৯তম স্থানে শেষ করেছেন তারা ।গত টোকিও অলিম্পিকে ৭টি পদক জিতেছিল ভারত। এবার সেই সংখ্যাটা কমেছে।

মহিষ বোঝাই লরি আটক, গ্রেফতার দুই

নকশালবাড়ি, ১১ আগস্ট (হি. স.) : মহিষ বোঝাই লরি আটক করলো পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে ১২টি মহিষ।ঘটনায় গ্রেফতার দু"জন। ধৃতদের নাম কিষাণ এবং নন্দাজি যাদব। দুজনই হরিয়ানার বাসিন্দা।জানা গিয়েছে, নকশালবাড়ির সাতভাইয়া মোড় এলাকায় একটি লরি আটক করা হয়। সেই লরিতে তল্লাশি চালিয়ে ১২টি মহিষ উদ্ধার হয়।পুলিশ সূত্রে খবর, বিহার হয়ে অসমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল এই মহিষগুলি। নাকা তল্লাশিতে আটক করা হয় লরিটিকে। বৈধ নথিপত্র দেখাতে না পারায় দু"জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

জলের স্রোতে ভেসে গেল গাড়ি

উনা, ১১ আগস্ট (হি.স.): রবিবার সকালে পঞ্জাব-হিমাচল সীমান্তের কাছে প্রবল জলের স্রোতে ভেসে যায় একটি গাড়ি। উনা জেলার দেহলান গ্রামের ১০ জন ওই গাড়িতে যাচ্ছিলেন বলে জানা গেছে। এদের মধ্যে ৫ জনের দেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এখনও নিখোঁজ রয়েছেন ৪ জন। আরেকজন কোনওক্রমে বেঁচে ফেরেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।এই ঘটনায় দেহলান গ্রামে শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা যাচ্ছে, দেহলান গ্রামের ওই বাসিন্দারা পঞ্জাবের মাহিলপুরে একটি বিয়ের অনুষ্ঠানে যাচ্ছিলেন। প্রসঙ্গত, শনিবার থেকে হিমাচল প্রদেশের বেশিরভাগ জায়গায় অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে। আবহাওয়া দফতর ইতিমধ্যেই সতর্কতা জারি করেছে। তার মধ্যেই প্রবল জলের স্রোতে গাড়ির তলিয়ে যাওয়ার ঘটনায় চিন্তার ভাঁজ পড়েছে স্থানীয়দের।

নানা কার্যসূচির মাধ্যমে হাইলাকান্দিতে স্বাধীনতা দিবস

হাইলাকান্দি (অসম), ১১ আগস্ট (হি.স.) : আসন্ন ৭৮-তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আগামী ১৫ আগস্ট বিভিন্ন কার্যসূচি হাতে নেওয়া হয়েছে। এ উপলক্ষ্যে হাইলাকান্দি শহরের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু স্টেডিয়ামে সকাল ৯-টায় আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। এর পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এর আগে সকাল সাড়ে ৫-টায় শহরের স্থায়ী মাইক যোগে দেশাত্মবোধক সংগীত প্রচারের মধ্য দিয়ে দিবসটি পালনের সূচনা করা হবে। সকাল ৭-টায় বেসরকারি বাড়িঘরে এবং সকাল সাড়ে ৭-টায় সরকারি কার্যালয় ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে। সকাল ৮-টা ৪৫ মিনিটে শহরের শহিদ বেদিতে শহিদ তর্পণ করা হবে। সকাল ১০টা ১৫ মিনিটে শিশুদের মধ্যে চকলেট বিতরণের কার্যসূচি। এছাড়া ১০টা ৪৫ মিনিটে জেলা কারাগারে কয়েদিদের মধ্যে এবং সকাল ১১টা ১৫ মিনিটে এসকে রায় সিভিল হাসপাতালে রোগীদের মধ্যে ফলমূল বিতরণ করা হবে। এর পর সকাল সাড়ে ১১টায় শহরের রবীন্দ্রভবনে শিশুদের দেশাত্মবোধক চলচ্চিত্র প্রদর্শন। বিকেল ৩-টায় জেলা ক্রীড়া সংস্থার মাঠে জেলা প্রশাসন একাদশ ও জেলা ক্রীড়া সংস্থা একাদশের মধ্যে প্রীতি ফুটবল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় সরকারি কার্যালয় ভবনে আলোকসজ্জা করা হবে বলে সরকরি বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

মুর্শিদাবাদে পা পিছলে পুকুরে ডুবে মৃত্যু তিন নাবালিকার

ইসলামপুর, ১১ আগস্ট (হি. স.) : মুর্শিদাবাদের ইসলামপুরের হেড়ামপুর পঞ্চায়েতের গোয়াস মাঠপাড়ায় খেলতে গিয়ে পা পিছলে পুকুরে ডুবে একসঙ্গে মৃত্যু হল তিন নাবালিকার। মৃতেরা হল, তামান্না খাতুন (৭), মাবিয়া খাতুন (৭), জার্জিসা খাতুন (৯)। মৃতদের মধ্যে দুইজন এক পরিবারের সদস্য। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত তিনজনের মধ্যে দুইজন সম্পর্কে খুড়তুতো বোন, অন্যজন তাদের প্রতিবেশী। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, পাটের জাগ দেওয়া দেখতে মাঠে গিয়েছিল তারা। বাকিরা বাড়ি ফিরলেও তিন নাবালিকা তখনও খেলাধুলা করছিল। আচমকা পা পিছলে তিনজনেই পুকুরে পড়ে যায়। মুহূর্তের মধ্যে ডুবে যায় তারা। ঘটনাস্থলে আরও এক নাবালক খেলাধুলা করছিল। ঘটনাটি দেখতে পেয়েই ছুটে গিয়ে বাড়ির সকলকে ডেকে আনে। ঘণ্টাখানেক তল্লাশি চালানোর পর পুকুর থেকে তিনটি মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। মৃতদেহগুলো ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে। অসাবধানতাবশত দুর্ঘটনা ঘটেছে বলেই অনুমান পুলিশের।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আপোষহীন ধারার অন্যতম যোদ্ধা শহীদ ক্ষুদিরাম বসু"র ১১৭ তম আত্মোৎসর্গ দিবস উদযাপন উপলক্ষে রবিবার সকালে পূর্ব মেদিনীপুর জেলার গেটওয়ে মেচেদা স্টেশনের ক্ষুদিরামের মর্মর মূর্তির পাদদেশে মেচেদা কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের উদ্দ্যোগে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু ও স্বাধীনতা আন্দোলনে আপষহীন ধারা সম্পর্কে অংকন প্রতিযোগিতা ও ফুলেশ্বর সঞ্জীবনী হাসপাতালের সহযোগিতায় স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। রক্তদাতাদের ক্ষুদিরামের স্মারক উপহার দেওয়া হয়। মোট ৯ জন মহিলা সহ ৩৫ জন রক্তদাতা রক্তদান করেছেন বলে অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক ডাঃ কালি শংকর পাত্র জানান। বিকালে ক্ষুদিরামের প্রতিকৃতি সহ এক প্যারেড সহকারে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা মেচেদা শহর পরিক্রমা করে। তারপর অনুষ্ঠিত হয় আলোচনা সভা। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা ক্ষুদিরাম আত্মোৎসর্গ কমিটির সদস্য অংশুমান রায়। এছাড়াও ঐক্যতান সংগীত গোষ্ঠী দ্বারা সমবেত সংগীত এবং "অরাজনৈতিক" নাটক পরিবেশিত হয়।

আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় জেপি নাড্ডাকে চিঠি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের

কলকাতা, ১১ আগস্ট (হি. স.) : আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় জেপি নাড্ডাকে চিঠি দিলেন রাজ্য বিজেপি সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের। তরুণী চিকিৎসকের হত্যার ঘটনায় এবার কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জেপি নাড্ডাকে চিঠি পাঠালেন সুকান্ত। কেন্দ্রকে হস্তক্ষেপ করার অনুরোধ জানিয়েছেন তিনি। চিঠিতে সুকান্ত লিখেছেন, ঘটনার ভয়াবহতা বিচার করে যাতে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিক কেন্দ্রীয় সরকার। হাসপাতাল গুলিতে নিরাপত্তার অভাব রয়েছে এমনই অভিযোগ সুকান্তর। নাড্ডাকে পাঠানো চিঠিতে তিনি লিখেছেন, ন্যাশনাল মেডিক্যাল কমিশনের একটি দল রাজ্যে আসুক। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সিসিটিভি লাগানো বা নিরাপত্তারক্ষীর সংখ্যা বাড়ানো এই পদক্ষেপ নেওয়া দরকার। হাসপাতালে যত্রতত্র অবাধ বিচরণ বন্ধ করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার যা যা পদক্ষেপ নেওয়ার নিক। তিনি লিখেছেন, "এই ঘটনায় গোটা চিকিৎসক সমাজ নড়েচড়ে বসেছে। আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের চিকিৎসক এবং কর্মীদের মানসিক ভাবে সমর্থন দরকার। আমি কেন্দ্রকে অনুরোধ করছি যদি রাজ্যের সঙ্গে আলোচনা করে চিকিৎসক এবং অন্যান্য কর্মীদের কাউন্সেলিংয়ের ব্যবস্থা করা যায়।" অন্যদিকে, আর জি কর হাসপাতালের অধ্যক্ষের পদত্যাগ দাবি করে মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দিয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের ছাত্র সংগঠন। তাঁরা জানিয়েছেন, বর্তমান অধ্যক্ষের সময় হাসপাতালের পরিষেবা ভাল হয়নি। তাঁকে সরিয়ে অন্য কাউকে অধ্যক্ষ হিসেবে নিয়োগ করুক রাজ্য সরকার।

নিট-পিজি-২০২৪ পরীক্ষা দেশের ১৭০টি শহরে সফলভাবে সম্পন্ন

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট : ভারত সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের স্বশাসিত সংস্থা "ন্যাশনাল বোর্ড অফ এক্সামিনেশনস ইন মেডিকেল সায়েন্সেস" (এনবিইএমএস) পরিচালনায় আজ সফল ভাবে "নিট-পিজি-২০২৪" (ঞ্চক্ক-ঞ্চও) পরীক্ষা সম্পন্ন হয়েছে ।
দেশের ১৭০টি শহরের ৪১৬টি পরীক্ষা কেন্দ্রে দুই বেলায় "নিট-পিজি-২০২৪" পরীক্ষা গ্রহণ করা হয় উ দেশের সেরা ও নামী কেন্দ্রগুলোকে বাছাই করার জন্য এইভাবে দুই শিফটে পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এর আগে, এনবিইএমএস-এর পক্ষ থেকে ২,২৮, ৫৪০ জন পরীক্ষার্থীকে অ্যাডমিট কার্ড প্রদান করা হয়েছিলউ পরীক্ষার্থীদের যতদূর সম্ভব তাদের রাজ্যের মধ্যে থাকা পরীক্ষাকেন্দ্র দেওয়া হয়েছিল।
"নিট-পিজি-২০২৪" পরীক্ষা সুষ্ঠু ও সাবলীল ভাবে পরিচালনা করার জন্য এনবিইএমএস দিল্লিস্থিত দ্বারকায় তাদের একটি কেন্দ্রীয় পরিচালন কেন্দ্র স্থাপন করেউ পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উপর আজ কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রকার আধিকারিকগণ, এনবিইএমএস-এর পরিচালকবর্গ, এনবিইএমএস-এর কার্যনির্বাহী অধিকর্তা এবং তাঁদের কর্মকর্তারা কঠোর নজর রেখেছিলেন।
"নিট-পিজি-২০২৪" পরীক্ষা পরিচালনা পর্যবেক্ষণের জন্য আজ ১, ৯৫০ জনের বেশি স্বাধীন মূল্যায়নকারী এবং ৩০০ জন 'ফ্লাইং স্কয়াড' সদস্যকে পরীক্ষা কেন্দ্রগুলোতে নিযুক্ত করা হয়েছিলউ দেশব্যাপী এই পরীক্ষা পরিচালনার তদারকির জন্য আটটি আঞ্চলিক কমান্ড কেন্দ্রও স্থাপন করা হয়েছিল।
পরীক্ষা সম্পর্কে যে কোনও ভুল তথ্য প্রচার রোধ করার জন্য এনবিইএমএস-এর পক্ষ থেকে সামাজিক মাধ্যমগুলি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং এইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্টদের যাতে শুধুমাত্র সঠিক তথ্য প্রদান করা যায়, তা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
বিভিন্ন সংস্থার মধ্যে নিবিড় সমন্বয়ের পাশাপাশি কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে "নিট-পিজি-২০২৪" পরীক্ষা নিরাপদ ও মসৃণ ভাবে সম্পন্ন হয়েছে। এই পরীক্ষা গ্রহণ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে ।

আরপিএফ-এর অভিযানে গ্রেফতার ১১ জন দালাল, উদ্ধার ২.৮৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের রেলওয়ে টিকিট

গুয়াহাটি, ১১ আগস্ট (হি.স.) : দালালদের উপদ্রব নিয়ন্ত্রণ করার লক্ষ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীন রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনীর (আরপিএফ) অভিযানে ১৭ থেকে ৩১ জুলাই পর্যন্ত ১১ জন দালাল গ্রেফতার এবং তাদের হেফাজত থেকে ২.৮৫ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের ৬৪টি রেলওয়ে টিকিট উদ্ধার হয়েছে।উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক সব্যসাচী দে আজ রবিবার এক প্রেস বার্তায় এ খবর জানিয়েছেন। তিনি জানান, ১৭ জুলাই আলিপুরদুয়ার জংশনের আরপিএফ এবং সিআইবি টিম যৌথভাবে ধুপগুড়ির পিআরএস কাউন্টারে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে প্রায় ৮৯,৫৮৭ টাকার ১৪টি টিকিট উদ্ধার করেছে। এর সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে এক দালালকে আটক করে। পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য জলপাইগুড়ি রোডে রেলওয়ে আইনের ১৪৩ ধারার অধীনে একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে।এ বছরের ৩১ জুলাইয়ের মধ্যে উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনী নিজেদের জোনের বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে বিভিন্ন তল্লাশি অভিযান চালিয়ে মোট ১৪৮ জন দালালকে গ্রেফতার করে তাদের হেফাজত থেকে ২৯.৩৮ লক্ষ টাকার মোট ১,১০০টি টিকিট উদ্ধার করেছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ
জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।
বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা**)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস ভবনে ক্ষুদিরাম বসুর শহীদান দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রবিবার শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর শহীদান দিবস উপলক্ষ্যে কংগ্রেস ভবনে এক শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে।
এদিন প্রদেশ কংগ্রেস ভবনের সামনে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন উপস্থিত নেতৃত্বরা। এদিন শহীদ শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠানে শহীদের স্মৃতিচারন করা হয়েছে।

ক্ষুদিরাম বসুর প্রয়াণ দিবস পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে রবিবার ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম বলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে।
রবিবার আগরতলায় প্যালেস কম্পাউন্ডের সামনে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির উদ্যোগে বীর শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম বলিদান দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। এদিন শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর মর্মর মূর্তিতে মাল্য দানের মধ্য দিয়ে দিবসের সূচনা হয়। এ উপলক্ষে আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য রেলি অনুষ্ঠিত হয়। রেলি শহরের বিভিন্ন পপথ পরিক্রমা করে।
এদিন শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবন আদর্শ সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে ক্ষুদিরাম বসু স্মৃতি রক্ষা কমিটির কর্মকর্তারা বলেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করার লক্ষ্যে জীবন উৎসর্গ করে গেছেন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। যে প্রত্যাশা ও স্বপ্ন নিয়ে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুরা আত্ম বলিদান করেছিলেন সেই স্বপ্ন স্বাধীন ভারতবর্ষে এখনো পূরণ হয়নি বলে তারা অভিমত ব্যক্ত করেন।
দেশে এখনো অশিক্ষা, দারিদ্রতা ,নারী নির্যাতন, ধর্ষণ ইত্যাদি কার্যকলাপ অব্যাহত রয়েছে। আজকের দিনে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর জীবন আদর্শ সম্পর্কে ছাত্র যুব সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য আয়োজকরা সকলের প্রতি আহ্বান জানান।
এদিকে, বিপ্লবী ক্ষুদিরাম বসুর মহা প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার আগরতলা ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
ক্ষুদিরাম বসুর মহাপ্রয়াণ দিবস উপলক্ষে বিপ্লবী ক্ষুদিরাম সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রবিবার ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন ক্লাবে মহতি রক্তদান শিবির ও বসে আঁকো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়।
অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ও সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মানিক সাহা ও আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক কুমার মজুমদার সহ অন্যান্যরা। সেদিন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর মানিক সাহা রক্তদানে সমাজের সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।
তিনি বলেন রাজ্যের ব্লাডব্যাংকগুলিতে রক্তের সংকট রয়েছে। একমাত্র রক্তদানের মধ্য দিয়ে এই সংকট পূরণ করা সম্ভব। এদিন বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান রাজ্যের প্রতিটি জেলা হাসপাতালে প্রমাণ সেন্টার গড়ে তোলা শহর জেলা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নের উপর সরকার বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে। রোগীদের বহিরাজ্যে চিকিৎসার জন্য যাওয়ার প্রবণতা বন্ধ করার লক্ষ্যেই রাজ্য সরকারের তরফে এ ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।
অন্যদিকে, ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে শহীদ ক্ষুদিরাম বসু শহীদান দিবস পালন করা হয় ছাত্র যুব ভবনে। রবিবার ভারতের ছাত্র ফেডারেশনের উদ্যোগে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর ১১৭ তম শহীদান দিবস ছাত্র যুব ভবনে যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়েছে। এদিন শহীদ বেদীতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মধ্য দিয়ে দিবসটির আনুষ্ঠানিক সূচনা হয়।
শহীদ ক্ষুদিরাম বসুর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে ফাঁসির মঞ্চে হাসতে হাসতে জীবন দিয়েছিলেন শহীদ ক্ষুদিরাম বসু। বিনিময়ে আমরা যে স্বাধীনতা পেয়েছি তা শহীদ ক্ষুদিরাম বসুদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পারেনি।
স্বাধীনতার পরও আমাদের দেশে অশিক্ষা দারিদ্রতা সমাজকে কুড়ে কুড়ে খাচ্ছে। দেশের সরকার এখনো দেশ থেকে দারিদ্রতা মোচন করতে পারেনি। ছাত্র যুব সমাজ এখনো কাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা লাভ করতে পারেনি। বেকারত্ব যুব সমাজকে কঠিন পরিস্থিতির দিকে ঠেলে দিচ্ছে। আজকের এই দিনে ছাত্র যুব সমাজকে শহীদ ক্ষুদিরাম বসুদের আত্ম বলিদান এর প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা নিবেদন করে উদ্বুদ্ধ হতে হবে বলেও নেতৃবৃন্দ অভিমত ব্যক্ত করেন।

আগরতলা রেল স্টেশনে হিন্দু সমাজের উদ্যোগে প্রতিবাদ বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। সংখ্যালঘু হিন্দুদের উপর আক্রমণ ও মন্দিরে হামলা ভাঙচুরের ঘটনার প্রতিবাদে হিন্দু সমাজ সহ বিভিন্ন সংগঠন রাজ্যেও আন্দোলনে শামিল হয়েছে। রবিবার আগরতলা রেল স্টেশনে হিন্দু সমাজের তরফ থেকে প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করা হয়।
বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর আক্রমণ এবং হত্যার প্রতিবাদে রবিবার ত্রিপুরা রাজ্য হিন্দু সমাজ এর পক্ষ থেকে আগরতলা রেল স্টেশনে এক প্রতিবাদ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। এদিন ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গা থেকে হিন্দুরা এই প্রতিবাদ কর্মসূচিতে শামিল হয়।
আগরতলা রেল স্টেশনে এদিন পুলিশেরও ছিল কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা। হিন্দু সমাজের নেতৃবৃন্দ জানান বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুদের উপর আক্রমণ এবং হিন্দু মন্দির ভাঙচুর করা হচ্ছে তা অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে।
এ ব্যাপারে বাংলাদেশ সরকার যাতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে সেজন্য ভারত সরকারকে উদ্যোগ নিতে দাবী জানিয়েছে সংগঠন।
উল্লেখ্য স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে রবিবার হিন্দু ও সমাজের পক্ষ থেকে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করার কথা ছিল। উদ্যোক্তারা জানান পুলিশের কাছ থেকে অনুমতি না পাওয়ায় তারা ক্ষুদ্র পরিসরে আগরতলা রেল স্টেশনে এই প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংগঠিত করেছেন।

'ঘটনাটি দুঃখজনক, নিরাপত্তা জোরদার করা উচিত'আরজিকর কাণ্ডে মন্তব্য সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের

কলকাতা, ১০ আগস্ট(হি.স.): আরজিকর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে সম্প্রতি ঘটে যাওয়া ঘটনাটি নিয়ে এবার মুখ খুললেন ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক এবং বিসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সৌরভ বলেন, 'এই ধরনের ঘটনা অত্যন্ত দুঃখজনক। এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে কঠোরতম ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত।'
সৌরভ আরও উল্লেখ করেন যে, হাসপাতাল, পাবলিক অফিস সহ সর্বত্র নিরাপত্তা বাড়ানোর প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। তিনি বলেন, 'হাসপাতালগুলিতে সিকিউরিটি সিস্টেম ও সিসিটিভি ক্যামেরা নজরদারি আরও জোরদার করা উচিত। তবে শুধুমাত্র একটি ঘটনা থেকে মেয়েদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে বলে দাবি করা সঠিক নয়। ভারতবর্ষ তথা পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের নিরাপত্তা রয়েছে, এবং পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা একটি সুন্দর শহর।'

কাব্য লোকের শ্রুতি নাট্য উৎসব ১৩ই

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট । শহরের আবৃত্তি চর্চা প্রতিষ্ঠান কাব্যলোকের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য সত্য প্রসাদ চক্রবর্তীর স্মৃতিতে দুদিন ব্যাপী সত্য প্রসাদ স্মৃতি শ্রুতি নাট্য উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে আগামী ১৩ ও ১৪ আগস্ট আগরতলার রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে। ১৩ ই আগস্ট সন্ধ্যায় দুদিন ব্যাপী নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা। আজ আগরতলায় প্রেসক্লাবে সাংবাদিক সম্মেলনে এই কথা জানিয়েছেন কাব্যলোকের সম্পাদক উত্তম চক্রবর্তী। তিনি বলেন দুদিনের শ্রুতি নাটক উৎসবে রাজ্যের শিল্পীরা ছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট নাট্য শিল্পী দেবশঙ্কর হালদার, দেবেশ ঠাকুর , মনিকা ঠাকুর উপস্থিত থাকবেন। এছাড়া রাজ্যের মোট ১১ টি সংস্কৃতি সংস্থা এই শ্রুতি নাট্য উৎসবে অংশগ্রহণ করবেন। সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সভাপতি শান্তনু দাস, সহ-সভাপতি পরিতোষ সাহা সহ অন্যান্যরা।

বনমালীপুর শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবামন্দির কমিটির উদ্যোগে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট: রবিবার আগরতলা বনমালীপুর শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে
বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরে বৃক্ষরোপন কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবল কুমার দে সহ মন্দির কমিটির কর্মকর্তাবৃন্দ।
এদিন বৃক্ষরোপণ কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে রাজ্যের বিশিষ্ট সাংবাদিক সুবল কুমার দে বলেন, বনমালীপুর শ্রী শ্রী রাম ঠাকুর সেবা মন্দিরের পক্ষ থেকে এখানে একটি মাল্টি স্টোরিস বিল্ডিং তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। অগণিত ধর্মপ্রাণ মানুষের সহযোগিতায় এই বিল্ডিংটি তৈরি করা হবে হলেও তিনি জানিয়েছেন।

স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে বিলোনিয়ায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১১ আগস্ট: ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে অনুষ্ঠিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিলোনিয়া পৌর পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে আয়োজিত হয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
রবিবার বিকাল পাঁচটা নাগাদ বিলোনিয়া শচীন দেববর্মণ অডিটোরিয়াম হলে সবুজ ন্ট্রের কচিকাঁচা শিশুদের সঙ্গীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে সুচনা হয় সমাপ্ত দিনের অনুষ্ঠান। গত ১০ই আগষ্ট থেকে শুরু হয় এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।
দুই দিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের রবিবার ছিল সমাপ্তি দিন। এই সমাপ্তি দিনের আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ জেলা শাসক স্মিতা মল, বিলোনিয়া পৌর পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসার সনদ দেওয়ান, ডিসিএম সঞ্জয় শীল। এই দিন বিলোনিয়া রবীন্দ্র পরিষদ সহ অন্যান্য সংস্থার শিল্পীরা সঙ্গীত পরিবেশন করেন।
এছাড়া হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে গত ৯ ই আগষ্ট থেকে শুরু হয় দেশাত্মবোধক ছায়া ছবি প্রদর্শনী। তিন দিন ব্যাপী ছায়া ছবি প্রদর্শনী আজ ছিল সমাপ্তি দিন। শ্যাম বাহাদুর ছায়া ছবি প্রদর্শনীর মধ্য দিয়ে হয় সমাপ্তি অনুষ্ঠান। এছাড়া লক্ষ্য, উরি এই দুটি দেশাত্মবোধক ছায়া ছবিও প্রদর্শন হয়।

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে

● আটের পাতার পর
সাংবাদিকদের এই আন্দোলন গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়বে বলেও আগরতলা প্রেস ক্লাবের তরফ থেকে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে।

৪ দিনের শিশু রেখে মৃত্যু

● আটের পাতার পর
আইসিইউ"তে ছিলেন মা ও শিশু কন্যা।
প্রসবের চারদিনের মাথায় রবিবার সকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন শর্মিষ্ঠা। তার বাপের বাড়ি আগরতলা জয়নগর এলাকায়। তার বিয়ে হয়েছে চড়িলামে। শর্মিষ্ঠার সন্তান এখনও সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় আছে। স্ত্রীর মৃত্যু আর সন্তানের সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় দিশেহারা স্বামী শান্তনু চৌধুরী। তার বাবা কিছুদিন আগে মারা গেছেন। মা বিছানায় শয্যাশায়ী। এমন অবস্থায় স্ত্রীর মৃত্যু কোনোভাবেই মেনে নিতে পারছেন না তিনি। অপরদিকে সদ্যজাত সন্তানকে নিয়ে চিন্তায় রয়েছেন শান্তনু। সুখের স্বপ্ন সব যেন এক নিমিষেই ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে।

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে

● আটের পাতার পর
বিজেপি দল শাসনে আর নেই। তারা জনগণের বিরুদ্ধে কর্পোরেটদের স্বার্থে কাজ করেছে বলে মানুষ তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে। তবে এই লড়াই জারি রাখতে হবে। ১৯৪২ সালের ৯ ই আগস্ট তারিখটা সবাইকে মনে রাখার জন্য আবেদন জানান প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী ভানুলাল সাহা। তিনি বলেন ,গান্ধীজীর নেতৃত্বে ঐদিন কংগ্রেসের প্ল্যাটফর্ম থেকে সমস্ত ধর্মাবলম্বী অংশের মানুষ একজোট হয়ে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের স্লোগান দিয়েছিল। এই স্লোগান দেখে সেদিন ব্রিটিশরা বুঝতে পেরেছিল ভারতে আর শাসন করা যাবে না। তাই পাঁচ বছর পর তারা দেশকে ভাগ করে দেশবাসীর মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে এই দেশ ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সময় এসেছে এই দেশের জনগণ বিজেপিকেও ক্ষমতা থেকে সরাবে।
এছাড়াও এই মিছিল এবং পথসভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম বিশালগড় মহকুমা কমিটির সম্পাদক পার্থপ্রতিম মজুমদার এবং সিপিআইএম রাজ্য কমিটির সদস্য সিদ্দিকুর রহমান এবং উপজাতি গণমুক্তি পরিষদের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক কেশব দেববর্মা, পলাশ দেববর্মা সহ আরো অনেকে।
মিছিল এবং পথসভা শেষে সিপিআইএম নেতৃত্ব এবং কর্মী সমর্থকরা কেরালায় বন্যায় দুর্গতদের জন্য প্রত্যেকটি দোকান থেকে আর্থিক সাহায্য তুলেছেন। সাধ্যমত বাজারের ব্যবসায়ী থেকে পথচারীরা কেরালায় বন্যায় দুর্গতদের জন্য আর্থিক সাহায্য তুলে দিয়েছেন। তবে দীর্ঘদিন পর সিপিআইএম দলের বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বড় আকারে সংঘটিত হওয়া মিছিল ও পথসভাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গিয়েছে জল্পনা কল্পনা।

বিলোনীয়ায় সংবর্ধিত এভারেস্ট

● আটের পাতার পর
সুপার অশোক কুমার সিনহা , এছাড়াও বিশেষ অতিথি মহকুমা পুলিশ আধিকারিক অভিজিৎ দাস ছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাউথ ত্রিপুরা ইউথ ফোরামের সদস্য পাভেল দাস,অমিত সরকার সহ বিশিষ্ট জনেরা।
এদিনের অনুষ্ঠানের মধ্যমণি বাপী দেবনাথ তার গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় তার সাইকেল নিয়ে মাউন্ট এভারেস্টের ব্যাস ক্যাম্প জয়ের অভিজ্ঞতা এবং আগামীর পরিকল্পনা তুলে ধরেন।বাপী দেবনাথের এই অতুলনীয় কৃতিত্বের জন্য সবাই মুগ্ধতার রেশ রেখে আগামীর শুভকামনা জানান।

স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরে

● আটের পাতার পর
এদিকে সন্তান ছাড়া বাবুল পাগলের মত হয়ে যায় সে সন্তানদের পেতে স্থানীয় কদমতলা থানায় উপস্থিত হয় কিন্তু তার অভিযোগ রাখা হয়নি। অবশেষে স্ত্রী সন্তান দের ফিরে পেতে অসহায় বাবুল ধর্মনগরে সাংবাদিকদের দ্বারস্থ হয়। পাঁচ মাস হয়ে গেলেও স্ত্রী এবং সন্তানদের অপেক্ষায় দিন কাটাচ্ছে বাবুল। বাবুলের অভিযোগ তার শাশুড়ি আরতি দাস নাকি অনেকটা এমন প্রকৃতির পূর্বে এবং দুই মেয়ের জীবন নষ্ট করেছে আরতি দেবী। বর্তমানে সন্তান এবং স্ত্রী হারিয়ে বাবুলের ক্রন্দন কে শুনে? এখন একমাত্র আইন এবং বিচারব্যবস্থা তাদের জীবনকে একটা সঠিক পরিবেশে ফিরিয়ে আনতে পারে বলে বাবুলের বিশ্বাস।

চিকিৎসার নামে টাকা

● প্রথম পাতার পর
পায়নি রোগী বিকাশ দাস। দুই মাস কেটে গেলেও টেলিফোন করে চিকিৎসকের সঙ্গে কথা বলতে পারেননি তিনি। তাই বাধ্য হয়ে সাংবাদিকের শরণাপন্ন হন রোগী বিকাশ দাস আর রাজ্যের মানুষদেরকে সতর্ক করতে তিনি চিকিৎসক প্রসন্ন দাসের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন।
এদিকে দশদা বিশ্বাসপাড়া এলাকার ধনঞ্জয় নমঃ নামের আরো এক ব্যক্তি ওই চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন তিনি ও ওই চিকিৎসকের বিরুদ্ধে এমনই অভিযোগ তুলেছেন। চিকিৎসার ১৫ দিনের মাথায় ভিডিও তৈরি করে চিকিৎসকের নিজ ফেইসবুক পেইজ থেকে আপলোড করে বিজ্ঞাপন হিসাবে ছড়িয়ে দেন তিনি, আর এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি ভিডিও দেখে রাজ্যের মানুষ ভিড় জমায় মনু ছৈলেংটা চিকিৎসক প্রসন্ন দাসের চেম্বারে।আর এই সুযোগে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিচ্ছে চিকিৎসক প্রসন্ন দাস।

সীমান্তে কড়া নজরদারির

● প্রথম পাতার পর
নাম রোজা বেগম, বয়স ২০ বছর ,বাবা মোঃ সিরাজুল ইসলাম ,ক্যাম্প নং ১১, বালুখালি, কক্সবাজার ,চট্টগ্রাম। তাদের বিরুদ্ধে ধর্মনগর থানার পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করেছে।

স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে

● প্রথম পাতার পর
ডেন্টাল কলেজ ত্রিপুরায় একটা স্বপ্নের বিষয়। বিএসসি নার্সিং কলেজ হয়েছে এখানে। চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে রাজ্যের সমস্ত জেলা হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো আরো উন্নত করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত রোগীদের দ্রুত চিকিৎসার জন্য শান্তিরবাজার হাসপাতাল, গোমতী জেলা হাসপাতাল ও ধলাইয়ে ট্রমা কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। আগরতলায় আগে থেকে ট্রমা কেয়ার সেন্টার রয়েছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নে স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে পরিষেবা আরো উন্নত মানের করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের লক্ষ্য হচ্ছে চিকিৎসার জন্য যাতে রাজ্যের মানুষকে আর বাইরে যেতে না হয়। আগে কোনদিন ভাবা যায় নি যে ত্রিপুরায় কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করা যাবে। কিন্তু সেটাই সত্যি হয়েছে। একটা কিডনি ট্রান্সপ্ল্যান্ট করতে হলে অনেক টাকা খরচ হয়। মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনায় প্রত্যেক পরিবারকে বছরে ৫ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সেই সঙ্গে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা। সকলের স্বাস্থ্য নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করেছে সরকার।
মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, চিকিৎসা পরিষেবার উন্নয়নে জিবি হাসপাতালে ৯টি সুপার স্পেশালিটি চালু করা হয়েছে। এজন্য প্রায় ১৮০ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। খুব সুন্দর করে সুপার স্পেশালিটি খোলা হয়েছে। এখানে চিকিৎসা পরিকাঠামো বেশ ভালো হয়েছে।
অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক তথা আগরতলা পুর নিগমের মেয়র দীপক মজুমদার, স্থানীয় পুর কর্পোরেটর সহ আয়োজক সংস্থার কর্মকর্তাগণ।

শিক্ষক পিটিয়ে মারার অভিযোগ

● প্রথম পাতার পর
জয়ন্ত সাহা সহ আরো অনেকে। শিক্ষক অভিজিৎ দের উপর অমানুষিক নির্যাতন ও অত্যাচারের পর অভিযুক্ত শংকর ও জয়ন্ত রাধাকিশোরপুর থানায় খবর দিলে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ অভিজিৎকে থানায় নিয়ে আসেন ।অভিজিৎ-এর স্ত্রীর অভিযোগ ঐ দিন রাতে থানা থেকে অভিজিৎকে চিকিৎসার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেন নি থানা কর্তৃপক্ষ। পরদিন নয় আগস্ট দুপুরে পক্সো আইনে আদালতে তোলা হলে আদালত অভিজিৎ-এর জামিন মঞ্জুর করেন। এদিনই চিকিৎসার জন্য অভিজিৎকে আগরতলা জি বি হাসপাতালে পরিবারের পক্ষ থেকে নিয়ে যাওয়া হয় ।জি বি হাসপাতালের চিকিৎসকদের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করে গতকাল দশ আগস্ট দুপুরে অভিজিৎ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েন। গতকাল জি বি থেকে অভিজিৎ-এর নিথর দেহ বাড়ি নিয়ে আসলে-এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যের অর্থ মন্ত্রী প্রনজিৎ সিংহ রায় শান্তনা জানানোর জন্য অভিজিৎ-এর বাড়ি আসেন ।সেখানে বিস্তারিত শুনার পর অভিজিৎ-এর বাড়ির আত্মীয় পরিজন মন্ত্রীকে ঘটনার সুষ্ঠ তদন্ত করে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন। মন্ত্রী ঘটনার বিস্তৃত বিবরণ শুনে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ ও পুলিশের উর্ধতন কর্তৃপক্ষের সাথে কথা দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে বলেন ।এদিকে আজ অভিজিৎ-এর ময়নাতদন্ত শেষে অভিজিতের নিথর দেহ নিকট আত্মীয়ের হাতে তুলে দেওয়া হয় ।গোমতী জেলা হাসপাতালের মর্গ থেকে অভিজিৎ-এর নিথর দেহ নিয়ে শববাহী গাড়ি করে শতাধিক শিক্ষক, বি এম এস নেতৃবর্গ মিছিল করে অভিজিৎ-এর মৃত দেহ উদয়পুর আই এস অফিস সংলগ্ন অভিজিতের নিজ বাড়িতে নিয়ে আসেন ।সেখানে বি এম এস নেতৃবর্গ সহ শিক্ষক কর্মচারী, বন্ধু-বান্ধব ,আত্মীয় পরিজন পুষ্প মাল্য অর্পণ করে শেষ বিদায় জানান। পরবর্তীতে অভিজিৎ-এর মৃতদেহ ছনবন লোকনাথ আশ্রম সংলগ্ন মহাশশ্মানে সৎকার করা হয় ।এলাকাবাসী, আত্মীয় পরিজন, শিক্ষক কর্মচারী সংগঠন, বি এম এসের চাপে রাধাকিশোরপুর থানার পুলিশ মূল অভিযুক্ত জয়ন্ত সাহাকে গ্রেফতার করে রাধাকিশোরপুর থানায় নিয়ে আসেন ।অপর প্রধান অভিযুক্ত শংকর রাম কর্মকার ওরফে শঙ্কু সংবাদ লেখা পর্যন্ত পলাতক। পরিবারের পক্ষ থেকে থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় ।পুলিশ ঘটনার সুষ্ঠ তদন্তের জন্য ব্যাপক ধরপাকড় ও জিজ্ঞাসা বাদ চালাচ্ছে। এলাকায় আতঙ্ক ও উৎকণ্ঠা বিরাজ করছে। এলাকা থেকে দাবি উঠছে অবিলম্বে অভিযুক্তদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদান করা হউক ।এই ঘটনায় গোটা এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।

সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনে

● প্রথম পাতার পর
পরিবার রয়েছে সীমান্তের ওই পারে। তাদের কি পরিস্থিতি রয়েছে সে বিষয়ে তিনি খোঁজখবর নিয়েছেন।
তিনি আরো জানান, সীমান্তের ওই পাড়ে যারা রয়েছেন তারা সুরক্ষিত রয়েছে। ওই এলাকায় কোনো ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি। এছাড়াও সীমান্ত এলাকায় কড়া নজরদারী রাখা হচ্ছে। সব ধরনের প্রস্তুতি সামাল দেওয়ার জন্য নিরাপত্তারক্ষারা প্রস্তুত রয়েছে বলে জানিয়েছেন জেলাশাসক।

রাজ্য দাবায় অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন দেবাঙ্কুর আর্শিয়া

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। রাজ্য সেরা দাবাড়ু দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি এবং বিস্ময় বালিকা আর্শিয়া দাস। দুদিন ব্যাপী রাজ্য অনূর্ধ ১৯ দাবা প্রতিযোগিতা শেষ হয় রবিবার। এন এস আর সি সি-র দাবা হল ঘরে। আসরের বালক বিভাগের পাঁচ রাউন্ডে সাড়ে চার পয়েন্ট পেয়ে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে দেবাঙ্কুর ব্যানার্জি। চার পয়েন্টে পেয়ে

ভোকলস পয়েন্টে শাক্য সিনহা মোদক এবং দিব্যজ্যোতি সরকার যথাক্রমে দ্বিতীয় এবং তৃতীয় স্থান দখল করে। পূর্বোত্তরের সর্বকনিষ্ঠ বালিকা কেন্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আরাধ্যা দাস সাড়ে তিন পয়েন্ট পেয়ে চতুর্থ এবং সোমরাজ সাহা পঞ্চম স্থান দখল করে। বালিকা বিভাগে হয় চার রাউন্ডের খেলা। তাতে প্রত্যাশিতভাবে চার রাউন্ডে পুরো চার পয়েন্টে অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন হয়েছে ত্রিপুরার প্রথম মহিলা ক্যান্ডিডেট মাস্টার দাবাড়ু আর্শিয়া দাস। ৩ পয়েন্ট পেয়ে অঙ্কিতা সরকার দ্বিতীয়, আড়াই পয়েন্ট পেয়ে শ্রেয়শী সাহা, একান্তিকা সরকার এবং অদ্রিজা সাহা পঞ্চম স্থান দখল করে। দুই বিভাগের প্রথম ২ স্থানাধিকারী দাবাড়ু জাতীয় আসরে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে। আসর পরিচালনা করেন নির্মল দাস।

অলিম্পিকে নিজের পারফরম্যান্সের জন্য ক্ষমা চাইলেন নীরজ চোপড়া

নয়াদিল্লি, ১১ আগস্ট (হি.স.): গত টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিনে তিনি সোনা জিতেছিলেন। এবার প্যারিসে পারলেন না। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের কাছে হেরে রুপো পেয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবে নিজের এই পারফরম্যান্সের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ভারতের এই কিংবদন্তি অ্যাথলিট।

নীরজের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। সেখানে দেখা গেছে, প্যারিস অলিম্পিকে নিজের পারফরম্যান্সের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন নীরজ। হিন্দিতে নীরজ বলেছেন, "সবার জন্য কিছু বলতে চাই। দু:খিত, গতবারের মতো এবারও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। যা ভেবেছিলাম তা হয়নি।" সেই সঙ্গে ভিডিওতে নীরজ আরও বলেছেন, "আমি কঠোর পরিশ্রম করে দেশের জন্য একটা পদক জিতেছি। দেশের পতাকাসহ ট্র্যাক, এটি এক ভিন্ন অনুভূতি।"গত টোকিও অলিম্পিকে জ্যাভলিনে তিনি সোনা জিতেছিলেন। এবার প্যারিসে পারলেন না। প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের কাছে হেরে রুপো পেয়েছেন নীরজ চোপড়া। তবে নিজের এই পারফরম্যান্সের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন ভারতের এই কিংবদন্তি অ্যাথলিট।নীরজের একটি ভিডিও ছড়িয়ে পড়েছে ইন্টারনেটে। সেখানে দেখা গেছে, প্যারিস অলিম্পিকে নিজের পারফরম্যান্সের জন্য ক্ষমা চেয়েছেন নীরজ। হিন্দিতে নীরজ বলেছেন, "সবার জন্য কিছু বলতে চাই। দু:খিত, গতবারের মতো এবারও জাতীয় সঙ্গীত বাজানো হয়নি। যা ভেবেছিলাম তা হয়নি।" সেই সঙ্গে ভিডিওতে নীরজ আরও বলেছেন, "আমি কঠোর পরিশ্রম করে দেশের জন্য একটা পদক জিতেছি। দেশের পতাকাসহ ট্র্যাক, এটি এক ভিন্ন অনুভূতি।"

জেআরসি আয়োজিত কর্পোরেট ক্রিকেটে ইউনিটি গ্যাস্ট্রো-লিভার হসপিটাল চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জার্নালিস্ট রিক্রিয়েশন ক্লাব আয়োজিত কর্পোরেট ক্রিকেট টুর্নামেন্টে ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হসপিটাল চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। রানার্স ট্রফি পেয়েছে ইকফাই ইউনিভার্সিটি। আজ, রবিবার দুপুরে ভোলাগিরি গ্রাউন্ডে দুদিন ব্যাপী টুর্নামেন্টের ফাইনাল ম্যাচে ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হসপিটাল ৬ উইকেটের ব্যবধানে ইকফাই ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন খেতাব পেয়েছে। প্লেয়ার অফ দ্যা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে বিজয়ী দলের দ্বীপ রাজ দেব। এর আগে প্রথম সেমিফাইনালে ইকফাই ইউনিভার্সিটি ২৯ রানের ব্যবধানে অল ইন্ডিয়া পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাংক অফিসার্স এসোসিয়েশনকে এবং দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ইউনিটি গ্যাস্ট্রো এন্ড লিভার হাসপাতাল সাত উইকেটের ব্যবধানে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংক-কে পরাজিত করে ফাইনালে পরস্পরের মুখোমুখি হয়েছে। দুটি সেমিফাইনালে প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে যথাক্রমে উদয় কুমার দেব ও অসীম দেব। ফাইনাল ম্যাচের শেষে এক বিশেষ অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিবর্গ ডিআইজি ক্রাইম ব্রাঞ্চ কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, আগরতলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সচিব সুব্রত দে, স্কুল অফ সায়েন্সের অধ্যক্ষ অভিজিৎ ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী রুপম রায় ডা: অমিতাভ রায়, ডা: রণবীর রায়, এনসিসি পি এস-এর ওসি সুশান্ত দেব, টিএনজিসিএল-এর আধিকারিক প্রশান্ত দত্ত প্রমূখ বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। এবারকার আসরে বেস্ট বোলার হিসেবে দেবতনু পাল, বেস্ট ব্যাটসম্যান অভিক দেব, বেস্ট ফিল্ডার টুটন রুদ্র পাল এবং টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় হিসেবে অসীম সরকারকে পুরস্কৃত করা হয়েছে। সংক্ষিপ্ত বক্তৃতায় প্রত্যেক অতিথি বৃন্দ উদ্যোক্তাদের ভূয়যী প্রশংসা করে এই উদ্যোগ নিয়মিত জারি রাখার প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন। উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অতিথিবর্গকে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের প্রত্যেক খেলোয়ার কে পদক এবং উপস্থিত অতিথিবর্গকে শুভেচ্ছা স্মারকের পাশাপাশি আম্পায়ার অর্জুন দেববর্মা, সঞ্জীত দাস, সত্যজিৎ কর, মেঘধন দেব ও বাপন দাসকেও সম্পর্কিত করা হয়। জেআরসি-র প্রত্যেক সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমে দারুন ভাবে টুর্নামেন্ট সাফল্যমন্ডিত হয়েছে বলে সভাপতি সুপ্রভাত দেবনাথ এবং সচিব অভিষেক দে সব কটি দলের খেলোয়াড়, আম্পায়ার ও স্পন্সরর সহ সংশ্লিষ্ট প্রত্যেককে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

খেতাবের লক্ষ্যে অনুশীলনে মগ্ন লালবাহাদুরের ফুটবলাররা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। ত্রিপুরা ফুটবল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে চলছে এখন ঘরোয়া দ্বিতীয় ডিভিশন ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। চলতি এই টুর্নামেন্ট প্রায় শেষ পর্যায়ে। দ্বিতীয় ডিভিশন ফুটবলের লড়াই শেষ হবার পর শুরু হতে চলেছে রাখাল শীল্ড নকআউট সিনিয়র ফুটবলের আসর। ইতিমধ্যেই এই টুর্নামেন্টের ক্রীড়া সূচি ঘোষণা করে টি এফ এর টুর্নামেন্ট কমিটি। নক আউটের লড়াই শেষ হবার পর, শুরু হবে চন্দ্র মেমোরিয়াল সিনিয়র ক্লাব লীগ ফুটবল টুর্নামেন্ট। তাই গুরুত্বপূর্ণ এই দুটি টুর্নামেন্টকে সামনে রেখে অংশগ্রহণকারী সব কটি দলই জোরদার প্রস্তুতিতে নেমে পড়েছে এখন। আগরতলা উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে প্রতিদিন সকালে পালা করে চলছে দল গুলির জোরদার অনুশীলন। রবিবার এই স্টেডিয়ামে অনুশীলন করল লাল বাহাদুর ব্যায়ামাগার।২০১৮ সালে এ-ডিভিশন লিগ খেতাব জয়ী লালবাহাদুর ব্যায়ামাগার এবছর আবারো শিরোপা দখলের লক্ষ্য কে সামনে রেখে দল গঠন করেছে। আর এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে লালবাহাদুরের ফুটবলাররা। বহিঃ রাজ্যের প্রতিভাবান তরুন ফুটবলারদের পাশাপাশি রাজ্যের খ্যাতনামা ফুটবলারদের নিয়ে এবছর দল গঠন করেছে লাল বাহাদুর। লক্ষ্য একটাই ফুটবল প্রেমীদের ভালো খেলা উপহার দেওয়ার পাশাপাশি খেতাব দখল করা। তাই দলের ফুটবলারদের নিয়ে উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে অনুশীলনে মগ্ন এখন কোচ সমরজিৎ দেববর্মা। লালবাহাদুর ক্লাব রাখালশিল্ড নক আউট প্রতিযোগিতায় প্রথম ম্যাচ খেলতে নামবে ১৬ আগষ্ট টাউন ক্লাবের বিরুদ্ধে।এবছর রাখালশিল্ড নক আউট ও প্রথম ডিভিশন লিগে জোড়া সাফল্য অর্জন করবে বলে আশাব্যক্ত করেন ক্লাব কর্মকর্তারা।

পাল্টে যাচ্ছে শেখ হাসিনা যুব ক্রীড়া উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের নাম

ঢাকা, ১১ আগস্ট (হি.স.): পাল্টে যাচ্ছে প্রায় ছয় বছর আগে প্রতিষ্ঠিত শেখ হাসিনা যুব ক্রীড়া উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের নাম। প্রতিষ্ঠানটির নাম পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়া ও যুব দপ্তর। রবিবার সচিবালয়ে প্রথম অফিস করতে এসে এ কথা জানান অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের ক্রীড়া ও যুব উপদেষ্টা আসিফ মাহমুদ সজিব ভূঁইয়া।তিনি জানান, শেখ হাসিনা যুব উন্নয়ন ইনস্টিটিউটের নাম পরিবর্তন করে রাখা হবে 'বাংলাদেশ জাতীয় যুব উন্নয়ন ও ক্রীড়া ইনস্টিটিউট'। বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে অসংখ্য শিক্ষার্থীর মৃত্যুর পেছনে শেখ হাসিনা জড়িত থাকায় এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে জানান ক্রীড়া উপদেষ্টা।

অবর্ণহরির গোলে লীগ চ্যাম্পিয়ন কল্যাণ সমিতি প্রথম ডিভিশনে

কল্যাণ সমিতি-১ স্কাইলার্ক-০(অবর্ণহরি)

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। স্বপ্নভঙ্গ। প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করতে পারল না স্কাইলার্ক ক্লাব। ছয় ম্যাচ শেষে এককভাবে শীর্ষ ছিল চন্দন সেনের দল স্কাইলার্ক ক্লাব। রবিবার আসরের শেষ ম্যাচে কল্যাণ সমিতিকে রুখে দিতে পারলেই প্রথম ডিভিশনে খেলার স্বপ্ন পূরণ হতো। কিন্তু তা পারলো না। প্রথমবারের মতো প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করলো কল্যাণ সমিতি। রাজ্য ফুটবল সংস্থার আয়োজিত দ্বিতীয় ডিভিশন লিগ ফুটবলে খেতাব জয় করে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়াম অনুষ্ঠিত ম্যাচে রবিবার কল্যাণ সমিতি ন্যূনতম বলে পরাজিত করে স্কাইলার্ক ক্লাবকে। ম্যাচের ৮৫ মিনিটে বিজয়ী দলের পক্ষে জলসূচক গোলটি করেন অবর্ণহরি জমা দিয়া। আসরে ৭ ম্যাচ খেলে ১৮ পয়েন্ট পেয়ে চ্যাম্পিয়ন হলো কল্যাণ সমিতি। সমসংখ্যক ম্যাচ খেলে ১৬ পয়েন্ট নিয়ে রানার্স হলো স্কাইলার্ক ক্লাব। এক পয়েন্টের পিছিয়ে থাকা কল্যাণ সমিতি খেতাব জয়ের লক্ষ্য নিয়ে ম্যাচের শুরু থেকেই এদিন আক্রমাত্মক ফুটবল খেলতে থাকে। বল দখলের লড়াইয়ে একে অপরকে ছাপিয়ে যাওয়ার প্রতিযোগিতা লক্ষ্য করা যায় শুরু থেকেই। দুদলই নিজেদের রক্ষণভাগ সামলে আক্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা নেয়। ফলে প্রথমার্ধে আক্রমণের সেই তীব্রতা লক্ষ্য করা যায়নি। দু-দলই বেশ কয়েকটি সুযোগ তৈরি করলেও তা জালে ঠেলতে ব্যর্থ হয়। দ্বিতীয়ার্ধে দুদলের ফুটবলাররা গোল পাওয়ার লক্ষ্যে মরিয়া হয়ে ওঠেন। খেলা তখন শেষের পথে। ফুটবল প্রেমীরা ধরে নিয়েছিলেন ম্যাচ শেষ হবে অমীমাংশিত ভাবে। খেতাব নির্ণায়ক ম্যাচ থেকে এক পয়েন্ট পেয়ে প্রথম ডিভিশনে খেলার যোগ্যতা অর্জন করে নেবে স্কাইলার্ক ক্লাব। তখনই কাউন্টার অ্যাটাকে যায় সুবোধ দেববর্মার কল্যাণ সমিতি। আক্রমণে গিয়ে অবর্ণহরি জমাতিয়া দুরন্ত গোল করে এগিয়ে দেন কল্যাণ সমিতিকে। শেষ পর্যন্ত ওই গোল আর শোধ করা সম্ভব হয়নি স্কাইলার্ক ক্লাবের। ন্যূনতম গোলে পরাজিত হয়ে দ্বিতীয় স্থান নিয়েই সন্তুষ্ট থাকতে হলো স্কাইলার্ক ক্লাবকে। খেলা পরিচালনা করেন তাপস দেবনাথ।

কুমারঘাটে স্বাধীনতা দিবসে ফুটবল টুর্নামেন্ট শুরু ১৫ ই

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। আগামী ১৫ই আগস্ট দেশের ৭৮ তম স্বাধীনতা দিবস। বিগত দিনের মতো এবারও দেশজুড়ে নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপন হবে স্বাধীনতা দিবসটি। তার জন্য ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে জোরদার প্রস্তুতি। বিভিন্ন ক্লাব কিংবা সংগঠন প্রতিবছরই স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে আয়োজন করে থাকে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলাধুলা। শুধু তাই নয় কোন কোন সংগঠন আবার স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে আয়োজন করে বিভিন্ন টুর্নামেন্টও। ঊনকোটি জেলার কুমারঘাটের সায়দাবাড়ী স্কুল মাঠে প্রথমবারের মতো শুরু হতে যাচ্ছে নকআউট ফুটবল টুর্নামেন্ট। দেশের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এই টুর্মামেন্টের আয়োজন করে সয়দাবাড়ী প্লে-সেন্টার। আগামী ১৫ই আগস্ট টুর্নামেন্টের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন। তাই প্রথমবারের মতো আয়োজিত এই টুর্নামেন্টকে সর্বাঙ্গিনভাবে সফল করতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন এলাকার বিধায়ক ভগবান দাস। টুর্নামেন্টে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স দলের জন্য রয়েছে ট্রফি ও প্রাইজ মানি।

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Short Notice Inviting Quotation (SNIQ) are invited in 2 (Two) bid system (Technical bid & Financial bid) by the undersigned on the behalf of the Government of Tripura from the reputed and experienced Manufacturer/Supplier/Agent/Authorized Dealer/Firm/Interest person for supply of Miscellaneous articles for use in I.G.M. hospital, Agartala for the year 2024-25.

The SNIQ form with detailed description of item with terms and conditions will be availablefrom the Medical Superintendent, I.GM. Hospital, Agartala on any working days during the office hour from 11:00 to 15:00 hours, free of cost upto (17/8/24.

The SNIQ would be received at the office of the undersigned upto 16:00 hours17/ 8/24 by speed post/Courier Service/By Hand and will be opened on next working day if possible, in the office of the Medical Superintendent, I.G.M. Hospital, Agartala.

ICA/C-1106/24-25

Medical Superintendent
I.G.M. Hospital, Agartala

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION (SNIQ)]

On behalf of the Chairperson, Teliamura Municipal Council, the CEO, Teliamura MC hereby invites quotation through Govt. Tender Portal (online) / in sealed cover (Offline) from the reputed, authorized Firm/Suppliet/Dealer/Agency for Supply, installation & Commissioning of Silent Diesel Generator of best brand (125 KVA, CPCB IV+ compliant) for newly constructed Electric Crematorium, Teliamura. The closing date for submission of tender is on 17.08.2024 upto 1600 hrs.

For details and all T&Cs, please visit State Govt. Tender Portal / State Portal or contactwith the Office of the CEO, Teliamura Municipal Council through e-mail atteliamuranp@gmail.com. Any subsequent corrigendum will be available in the portal only.

ICA/C-1101/24-25

Dy. Chief Executive Officer,
Teliamura Municipal Council
Teliamura, Khowai Tripura.

ORDER

Order Under Section 163 of BNSS

WHEREAS, the Counting of Votes for General Election to Panchayat-2024 in respect of Zilla Parishad, Panchayat Samiti and Gram Panchayat constituencies/seats will take place in the concerned Counting Certre at Khowai Panchayat Samiti (1stFloor), Kalyanpur Panchayat Samiti (Conference Hall, 18t Floor), Teliamura Panchayat Samiti (Conference Hall, 18¢ Floor) under Khowai District on 12th August, 2024.

AND

WHEREAS, on the basis of information/inputs.available, there is apprehension that some disturbances may be caused by large gathering near the Counting Halls.

AND

WHEREAS, movements of large number of two-wheelers and other vehicles together may disturb peace and tranquility in the area.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred upon me U/S 163 of BNSS, 2023. I, Chandni Chandran, IAS, District Magistrate & Collector, Khowai District hereby order that;

1. There shall be no assembly of five persons or more within a distance of 200 meters from the outer periphery of the Counting Centre on 12th August, 2024.
2. No two wheelers shall move together in and around the premises of the Counting Centers under Khowai District.
3. Nobody shall carry any firearm/ bamboo stick/ wooden pieces/ files/rods/ GI pipes/ (unless authorized) or any such instrument that can be used as a weapon or other items which are prohibited by the ECI/CEO/ DEO/RO within the premises of the Counting Center.

In order to ensure public peace and tranquility within counting premises at Khowai Panchayat Samiti (1st Floor), Kalyanpur Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor), Teliamura Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor), Khowai District on the day of Counting of votes, this order is being passed ex-parte.

In order to ensure public peace and tranquility within counting premises at Khowai Panchayat Samiti (1st Floor), Kalyanpur Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor), Teliamura Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor), Khowai District on the day of Counting of votes, this order is being passed ex-parte.

This Order shall come into force from **6.00 PM of 11.08.2024 to 6.00 AM of 13.08.2024.** Any person (s) found violating this order shall be liable for prosecution u/s 223 of the BNS, 2023.

The police shall hereby enforce this order.

Given under my seal and signature, this day the 10th August, 2024. This order shall not be applicable for:-

1.The authorized counting personnel/ Staff/ authorized representatives of the Candidates (Authorizations of RO is mandatory)/ manpower duly engaged by the RO for smooth conduct of counting process.
2.Security personnel deployed for counting strong room, for smooth conduct of counting process and those engaged for law and order duties.

Schedule:-

The designated Counting Center established at Khowai Panchayat Samiti (1st Floor), Kalyanpur Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor), Teliamura Panchayat Samiti (Conference Hall, 1st Floor) under Khowai District.

ICA/D-608/24-25

Chandni Chandan, IAS
District Election Officer
District Magistrate & Collector

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
মোবাইল ঃ- ৯৪৩৬১২৩৭২০
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

4 - 7.pmd 1 11-08-2024, 09:46

রাণীরবাজারে নবনির্মিত শ্রী কুম্ভকালী মন্দিরের উদ্বোধনে মুখ্যমন্ত্রী

রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে: মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। রাজ্যের বর্তমান সরকার মানুষের সার্বিক কল্যাণে কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নির্দেশিত দিশায় সকল অংশের মানুষের উন্নয়নে কাজ করছে এই সরকার।

রবিবার রাণীরবাজারে নবনির্মিত শ্রী কুম্ভকালী মন্দিরের শুভ উদ্বোধন, বিশ্বশান্তি যজ্ঞ ও রক্তদান শিবিরে অংশগ্রহণ করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। ত্রিপুরা চাক্কি মিল এসোসিয়েশনের উদ্যোগে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, এখানে আসতে পেরে খুবই ভালো লাগছে। খুব অল্প সময়ের মধ্যে এখানে মন্দির তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। স্থানীয় ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে এলাকার সকল অংশের মানুষের প্রচেষ্টায় এই মন্দির গড়ে তোলা হয়েছে। এজন্য সকলকে ধন্যবাদ জানাতে চাই। আমরা বিশ্বাস করি যে ভগবান ছাড়া কিছু করা সম্ভব নয়। যে যেখানেই থাকি, যা করি আসলে ঈশ্বরই সব করেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই মন্দির এলাকা আরো প্রসারিত করা যায় কিনা সেই দাবি রাখা হয়েছে। যাতে বড় পরিসরে আগামীতে এখানে কুম্ভ মেলার আয়োজন করা যায়। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিও এই বিষয়টি জানতে পারলে খুশি হবেন। তাই উত্থাপিত দাবি নিয়ে আলোচনা সাপেক্ষে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা আরো বলেন, মন্দির এমন একটা জায়গা যেখানে মানুষ মানুষকে চিনতে পারে। আজকে এখানে রক্তদান শিবিরও করা হচ্ছে। রক্ত দেওয়া নেওয়ার সময়ে মানুষের মধ্যে একটা ঐশ্বরিক চিন্তাভাবনা চলে আসে। তখন মনে হয় এই যে রক্ত দিচ্ছি সেটা কোন ভেদাভেদ ছাড়া কার কাছে যাবে। যিনি রক্ত দিচ্ছেন তিনিও জানেন না এই রক্ত কার কাছে যাবে। আর যিনি রক্ত নিচ্ছেন তিনিও জানেন না এটা কার রক্ত। কারণ রক্তই একমাত্র ধর্ম যেটা মনে করিয়ে দেয় যে আমরা সবাই এক। আমরা সনাতন ধর্মে বিশ্বাস করি। স্বামী বিবেকানন্দ চিকাগোতে হিন্দু ধর্মের মাহাত্ম্য সম্পর্কে বলেছিলেন। হিন্দু ধর্মে বিশ্বাসীরা সব ধর্মকে সম্মান করেন। ডাঃ সাহা বলেন, এই সরকার মানুষের জন্য কাজ করছে। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বারবার বলছেন সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস, সবকা বিশ্বাসের কথা। তিনি ধর্মীয় স্থানগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করছেন। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষকে এক উঁচু মাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার জন্য কাজ করে চলেছেন। জি - ২০ সম্মেলনে আসা বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র প্রধানরা কিভাবে আমাদের প্রধানমন্ত্রীকে সম্মান জানিয়েছেন সেটা আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। এখন ভারতকে অন্য নজরে দেখা হয়। অনেকে আবার ঈর্ষাও করে থাকে। ভারতকে কিভাবে খাটো বা দুর্বল করা যায় এনিয়ে অনেকে ষড়যন্ত্র করে থাকে। কিন্তু এই দেশকে কোনভাবে দুর্বল করা যাবে না। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আজ যে মন্দির উদ্বোধন হয়েছে সেটা নিজের মনে করে রক্ষনাবেক্ষণ করবেন।

এই মহতী অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য বিধানসভার উপাধ্যক্ষ রামপ্রসাদ পাল, পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, বিধায়ক রতন চক্রবর্তী সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ। এছাড়া বিভিন্ন রাজ্য থেকে সাধু-সন্ত মহারাজগণ অংশগ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে শ্রী কুম্ভকালী মন্দির পরিসরে বৃক্ষরোপন করেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচন, আজ গণনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। আগামীকাল ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভোট গননা। ৩৫ টি ব্লকে ভোট গননা করা হবে। সকাল ৮ টা থেকে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে দিয়ে ভোট গননা শুরু হবে। রাজ্য নির্বাচন কমিশনের। সচিব অসিত কুমার দাস জানিয়েছেন, এন আই সি-র সহযোগিতায় এই প্রথম ভোটের ফলাফল ওয়েব সাইটের মাধ্যমে জানার জন্য সাইট খোলা হয়েছে। তিনি জানান, ওয়েব সাইটে ফলাফল জানা যাবে। ভোট গননার প্রস্তুতি খতিয়ে দেখতে সচিব অসিত কুমার দাস আজ মোহনভোগ, নলছড়, চড়িলাম ও বিশালগড় ব্লক পরিদর্শন করেন।

খোয়াই টিজিটিএ হলঘরে মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১১ আগস্ট।। টিজিটিএ খোয়াই বিভাগীয় কমিটির উদ্যোগে রবিবার খোয়াই টিজিটিএ হলঘরে মহতী রক্তদান শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ২৫জন রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

খোয়াই টিজিটিএ হলঘরে এক সাড়া জাগানো রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়। এদিন এই রক্তদান শিবিরে রক্তদাতাদের উৎসাহিত করতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক নির্মল বিশ্বাস, টিজিটিএ খোয়াই বিভাগীয় সম্পাদক দুলাল আচার্য, বাম নেতৃত্ব সুখেন্দু বিকাশ দে থেকে শুরু করে অন্যান্যরা। এদিন রক্তদান শিবিরে ২৫ জনের উপর রক্তদাতা স্বেচ্ছায় রক্তদান করেন।

এদিন রক্তদান শিবিরকে কেন্দ্র করে কর্মচারী মহলে ভালো সারা লক্ষ্য করা যায়। উদ্যোক্তারা জানান সামাজিক দায়িত্ববোধের অঙ্গ হিসেবেই তারা এই রক্তদান শিবিরের আয়োজন করেছেন। আগামী দিনেও এ ধরনের রক্তদান শিবির সংগঠিত করা হবে বলে তারা জানিয়েছেন। রক্তের অভাবে যাতে কারোর প্রাণহানি না ঘটে সে কথা মাথায় রেখেই তারা এ ধরনের সামাজিক কর্মসূচিতে শামিল হয়েছেন বলেও জানান। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সকল স্তরের জনগণকে রক্তদান শিবিরের এগিয়ে আসার জন্য উদ্যোক্তাদের তরফ থেকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরে পেতে আর্ত আবেদন পিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১১ আগস্ট।। স্ত্রী ও সন্তানদের ফিরে পাওয়ার জন্য স্বামীর আর্ত আবেদন, কদমতলা থানা মামলা নিতে নারাজ। এমনই অভিযোগ।

২০১১ সালের মার্চের ১১ তারিখ সামাজিক মতে বিবাহ হয়েছিল উত্তর হরুয়া ছয় নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা বাবুল শুক্ল দাসের সাথে ধলাই জেলার ছোট সুরমার নিবাসী স্বপ্না দাসের। বিয়ের পর তাদের একটি কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, নাম দেওয়া হয় মেঘলা শুক্ল দাস। তারপর একই সাথে জমজ দুটি ছেলের জন্ম হয় বিজয় শুক্লদাস এবং বিশাল শুক্ল দাস। মেয়েটির বর্তমান বয়স ১৩ বছর এবং ছেলেগুলি বর্তমান বয়স নয় বছর। পাঁচ মাস পূর্বে স্বপ্নদাস এক মেয়ে ও দুই ছেলেকে নিয়ে বাবার বাড়ি অর্থাৎ ছোট সুরমায় যায়। বেশ কয়েকবার বাবুল শুক্ল দাস স্ত্রী এবং সন্তানদের সাথে যোগাযোগের প্রচেষ্টা চালায়। তখন শাশুড়ি আরতি দাস জানিয়ে দেয় বাবুল যাতে বেশি আর যোগাযোগের চেষ্টা না করে। যদি সে যোগাযোগের বেশি চেষ্টা করে তবে প্রয়োজনে বাবুলকে খুন করা হবে।

৫ মাস ধরে পড়াশোনা বন্ধ সন্তানদের। ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতিতে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা আগরতলা প্রেস ক্লাবের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। বাংলাদেশের অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে বাংলাদেশে কর্মরত সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেসক্লাব। এখনো পর্যন্ত বাংলাদেশে পাঁচজন সাংবাদিক নিহত এবং শতাধিক সাংবাদিক নিগৃহীত হয়েছেন।

প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ অস্থির রাজনৈতিক পরিস্থিতির সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সে দেশের শতাধিক সাংবাদিক আক্রমণের শিকার হয়েছেন। কর্মরত পাঁচ জন সাংবাদিককে নৃশংসভাবে খুন করা হয়েছে। যেকোনো পরিস্থিতিতে সংবাদ সংগ্রহ করা সাংবাদিকদের নৈতিক দায়িত্ব। পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গেলে সাংবাদিকদের উপর এ ধরনের আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের ঘটনা খুবই উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার।

বাংলাদেশের সাংবাদিক হত্যা ও সাংবাদিকদের উপর আক্রমণের ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়ে রবিবার আগরতলা প্রেসক্লাবে এক প্রতিবাদ বিক্ষোভ সংঘটিত করা হয়। প্রেসক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত ভট্টাচার্য সহ প্রবীণ সাংবাদিকরাও এই প্রতিবাদ বিক্ষোভের শামিল হন।

বাংলাদেশ অবিলম্বে সাংবাদিকদের উপর হামলার ঘটনা বন্ধ করতে এবং সাংবাদিক হত্যাকাণ্ডের ষষ্ঠ তদন্ত ক্রমে উপযুক্ত বিচারের ব্যবস্থা করতে আগরতলা প্রেসক্লাবের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। অন্যথায় ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রস্তুতি বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১১ আগস্ট।। মন্ত্রী টিংকু রায়ের উপস্থিতিতে রবিবার দুপুরে কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর জন্য প্রস্তুতিমূলক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের ৭৫ তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী স্মরণে এই প্রস্তুতিমূলক সভা মঞ্চে মন্ত্রী টিঙ্কু রায় ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কলেজ অধ্যক্ষ পিনাকী পাল, কৈলাসহর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন চপলা দেবরায়, বিশিষ্ট সমাজসেবী শ্যামল দাস, শিক্ষাবিদ অমৃত কুমার ভট্টাচার্য, দীপক পাল সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। উল্লেখ্য, কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়েছিল ১৯৫০ সালের পয়লা সেপ্টেম্বর, মাত্র চার জন ছাত্র এবং শিক্ষক নিয়ে। যারা প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার জন্য মুষ্টি ভিক্ষা করে এই মহাবিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু করেছিলেন। আজ, এই স্বনামধন্য কলেজটি তার গৌরবময় যাত্রার ৭৫ বছর পূর্ণ করতে চলেছে। ৭৫তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনার জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, যা বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মধ্য দিয়ে উদযাপিত হবে। দিবসটি উপলক্ষে কলেজে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, সেমিনার, প্রদর্শনী আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে। এই মাইলফলকটি বিভিন্ন অনুষ্ঠান ও কর্মসূচির মাধ্যমে উদযাপন করা হবে, যা কলেজের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং অর্জনগুলিকে তুলে ধরা হবে।

সভায় কলেজের ফ্যাকাল্টি সদস্য, শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন শিক্ষার্থীরাও উপস্থিত ছিলেন, যারা ৭৫তম বার্ষিকী উদযাপনের জন্য তাদের উৎসাহ এবং সমর্থন প্রকাশ করেছেন। রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয়ের একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে এবং এটি অনেক উল্লেখযোগ্য প্রাক্তন ছাত্র তৈরি করেছে যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন বা বর্তমানেও রাখছেন।

কৈলাসহরের রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ত্রিপুরা রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম কলেজ। আলোচনা পর্ব শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্য সরকারের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী টিংকু রায় বলেন, রামকৃষ্ণ মহাবিদ্যালয় ত্রিপুরা তথা উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে এক খ্যাতনামা মহাবিদ্যালয়। গাছতলা থেকে ক্লাস শুরু করে আজকে এই জায়গায় এসে পৌঁছেছে। দশকের পর দশক ধরে এই কলেজে পড়াশোনা করে দেশব্যাপী এবং বিদেশে খ্যাতি অর্জন করে আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন এই কলেজের হাজারো ছাত্র-ছাত্রী। এই কলেজ যাতে উন্নতির শিখরে পৌঁছাতে পারে তার জন্য তাদেরকেও এগিয়ে আসতে হবে বলে উল্লেখ করেন মন্ত্রী টিঙ্কু রায়। পরিশেষে মন্ত্রী টিংকু রায় কলেজের ৭৫তম বার্ষিক অনুষ্ঠান যাতে সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় তার জন্য সকলকে হাতে হাত রেখে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

বিলোনীয়ায় সংবর্ধিত এভারেস্ট জয়ী সাইক্লিস্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনীয়া, ১১ আগস্ট।। বিলোনীয়ায় সংবর্ধিত হলেন এভারেস্ট বিজয়ী ত্রিপুরার প্রথম সাইকেল আরোহী বাপী দেবনাথ। বাপী দেবনাথ আগরতলার চন্দ্রপুরের এক উদ্যমী যুবক। বিশ্বের মধ্যে প্রথম বাঙ্গালী সে, যে একটি সাধারণ সাইকেল নিয়ে মাউন্ট এভারেস্টের ব্যাস ক্যাম্প অতিক্রম করে। এবং গোটা বিশ্বের মধ্যে তার এই রেকর্ড অষ্টম স্থানে রয়েছে। এর আগেও বাপী দেবনাথ সাইকেল নিয়ে কলকাতা -কন্যাকুমারী-লাদাখ হয়ে ত্রিপুরা অভিযানে বের হয়েছিল। ১১ ই আগষ্ট সাউথ ত্রিপুরা ইউথ ফোরামের উদ্যোগে আয়োজিত এক সংবর্ধনা সভায় তাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিলোনীয়া ডাক বাংলোতে এদিনের অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে বক্তব্য রাখেন জেলা পুলিশ ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

৪ দিনের শিশু রেখে মৃত্যু মায়ের, শোক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। চারদিনের সন্তানকে আইসিইউ"তে রেখে মৃত্যু হল মায়ের। হৃদয়বিদারক এই ঘটনাটি ঘটেছে আগরতলায়।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, বিয়ের মাত্র দেড় বছরের মাথায় মর্মান্তিক মৃত্যু হয়েছে স্টাফ নার্স শর্মিষ্ঠা বণিকের। ৬ মাসের গর্ববতী অবস্থায় শর্মিষ্ঠা শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। তাই তাকে বাঁচানোর জন্য সময়ের আগেই সন্তান প্রসব করানো হয়। তারপর থেকেই জিবি হাসপাতালের ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সিপিআইএম দলের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিশ্রামগঞ্জ, ১১ আগস্ট।। বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সিপিআইএম দলের মিছিল ও পথসভা অনুষ্ঠিত হয় রবিবার। লোকসভা নির্বাচনের পরে সর্বপ্রথম বিশ্রামগঞ্জ বাজারে বেশ বড় আকারে কর্মী সমর্থকদের নিয়ে মিছিল ও পথসভা সংঘটিত করল সিপিআইএম দল।

রবিবার দিন ছিল বিশ্রামগঞ্জে সাপ্তাহিক বাজার। রবিবার বিশ্রামগঞ্জের সাপ্তাহিক বাজারে দূরদূরান্ত থেকে প্রচুর পরিমাণে উপজাতি অংশের মানুষ বাজার করতে আসে। তাই রবিবার দিন বিশ্রামগঞ্জ বাজারে সিপিআইএম দল মিছিল ও পথসভা সংগঠিত করার জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

বেলা বারোটায় বিশ্রামগঞ্জ বাজার স্ট্যান্ডে জাতীয় সড়কের উল্টোদিকে অবস্থিত সিপিআইএম সিপাহীজলা জেলা কমিটি এবং বিশ্রামগঞ্জ অঞ্চল কমিটির অফিস থেকে বিভিন্ন দাবি সনদ হাতে নিয়ে এবং গলায় প্লেকার্ড ঝুলিয়ে কর্মী সমর্থকরা একটি মিছিল বের করে। প্রতিটি দলীয় কর্মী সমর্থকদের হাতে ছিল পতাকা এবং বিভিন্ন দাবি সনদ। জাঁকজমকপূর্ণ এই মিছিলটি প্রত্যেকটি কর্মী সমর্থকদের স্লোগানে মুখরিত ছিল।

কর্পোরেট তুমি ভারত ছাড়, সি এ অতি দ্রুত বাতিল, ১২৫ তম সংশোধনী চলতি অধিবেশনে বাস্তবায়িত করতে হবে, বনাধিকার আইন অবিলম্বে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং কৃষি উৎপাদন বাণিজ্য থেকে বহুজাতিক সংস্থাগুলিকে দূরে থাকতে হবে এই শ্লোগানে মুখরিত ছিল মিছিলটি। মিছিল শেষে বিশ্রামগঞ্জ বাজার স্ট্যান্ডে অনুষ্ঠিত হয় এক পথসভা।

মেলাঘর এলাকার দীর্ঘদিনের বাম নেতা গৌরাঙ্গ ঠাকুরতাকে সভাপতি করে শুরু হয় পথসভা। পথসভায় আলোচনা করতে গিয়ে সিপিআইএম সিপাহীজলা জেলা কমিটির সম্পাদক ভানুলাল সাহা বলেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে শাসক দলের প্রার্থীরা ভোটে হেরেছে। কৃষক সমাজ তাদের চক্রান্তের বিরুদ্ধে শুধু আন্দোলনই করছে না তাদেরকে ক্ষমতাচ্যুত করার জন্য এবারের লোকসভা নির্বাচনে ভোট দিয়েছে। যার ফলে দেখা গেছে তৃতীয়বার দেশের ক্ষমতায় সরকার এসেছে, কিন্তু তাদের আসন সংখ্যা কমে গেছে। ৩৫৩ থেকে ২৯২ হয়েছে। একা বিজেপি দলের ৩০৩ থেকে ২৪০ নেমে এসেছে। তাই ☞ ৬ এর পাতায় দেখুন

লায়ন্স ক্লাবের স্বাস্থ্য শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট ।। লায়ন্স ক্লাব আগরতলা সিটি ও সরস্বতী ফাউন্ডেশনে যৌথ উদ্যোগে আজ ভল্লবপুরে এক স্বাস্থ্য ও চক্ষু শিবির অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে আয়ুর্বেদিক চিকিৎসক টেকনিশিয়ান, ফার্মাসিট অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরাও উপস্থিত ছিলেন। শিবিরে রোগের চিকিৎসা পরিষেবা সহ বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ছাড়াও বিনামূল্যে ওষুধ প্রদান করা হয়। একইসঙ্গে অনুষ্ঠিত হয় চক্ষু শিবির ও। বিনামূল্যে চক্ষু পরীক্ষা করে ওষুধ প্রদান করা হয়। আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে ২০০ জনের বেশি রোগী এই শিবিরে চিকিৎসা পরিষেবা গ্রহণ করেন। এই শিবিরে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাবের সভাপতি তাপস চক্রবর্তী, সম্পাদক সুজিত কুমার সাহা ও সরস্বতী ফাউন্ডেশন এর কর্ণধার ডাইরেক্টর খোকন চৌধুরী সহ অন্যান্যরা।

হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে শহরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। আগরতলা পুরনিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে আগরতলা শহরে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সংঘটিত করা হয়।

হর ঘর তিরঙ্গার কর্মসূচি উপলক্ষ্যে আগরতলা পৌর নিগমের ২০নম্বর ওয়ার্ডের উদ্যোগে শহর জুড়ে রবিবার বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন কর্পোরেটের রত্না দত্ত সহ অন্যান্যরা।

এদিন পুর নিগমের ২০ নম্বর ওয়ার্ডের অফিসের সামনে থেকে শোভাযাত্রা শুরু করে শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে।

শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে ২০ নম্বর ওয়ার্ডের কর্পোরেটর রত্না দত্ত বলেন স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে এই কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

স্বাধীনতা দিবসের দিন প্রত্যেককে বাড়ি ঘরে এবং বিভিন্ন ক্লাব স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনসহ সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করার জন্য তিনি সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

গণপতি সামাজিক সংস্থার গনেশ পূজার খুঁটি পূজা ও কাঠামখিলি পূজা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১১ আগস্ট।। গণপতি সামাজিক সংস্থার গণেশ পূজা এ বছর ত্রয়োদশতম বর্ষে পদার্পণ করছে। এবছর গণেশ পূজা উপলক্ষে নানা সামাজিক কর্মসূচি গ্রহণ করেছেন উদ্যোক্তারা।

গণপতি সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে গণেশ পূজা উপলক্ষে রবিবার অনুষ্ঠিত হল খুঁটি পূজা ও কাঠাম খিলি পূজা। এবছর তাদের পূজার ১৩ তম বর্ষ। রবীন্দ্র ভবনের সামনে প্রতিবছর তারা ঘটা করে গণেশ পূজো করে আসছে।

একটা সময় ছিল যখন রাজ্যে গণেশ পূজা খুব কমই হতো। কিন্তু এখন গণেশ পূজা শহরে অলিগলিতে অনুষ্ঠিত হয়।

গণপতি সামাজিক সংস্থা গনেশ পূজাকে সামনে রেখে বিভিন্ন কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। রক্তদান শিবির থেকে শুরু করে অনাথ আশ্রমে খাদ্য বস্ত্র দান সহ অন্যান্য সামাজিক কর্মসূচি তারা এবছর পালন করবে। এবছর গনেশ পূজা হবে সাত সেপ্টেম্বর থেকে চার দিনব্যাপী।

তাদের পূজা উদ্বোধন হবে ৫ সেপ্টেম্বর। রবীন্দ্র ভবন এলাকা ৫ সেপ্টেম্বর থেকে ১১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত যে জমজমাট থাকবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।